সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

চতুর্থ খণ্ড

ষাটের দশক ॥ তৃতীয় পর্ব ॥ ১৯৬৮

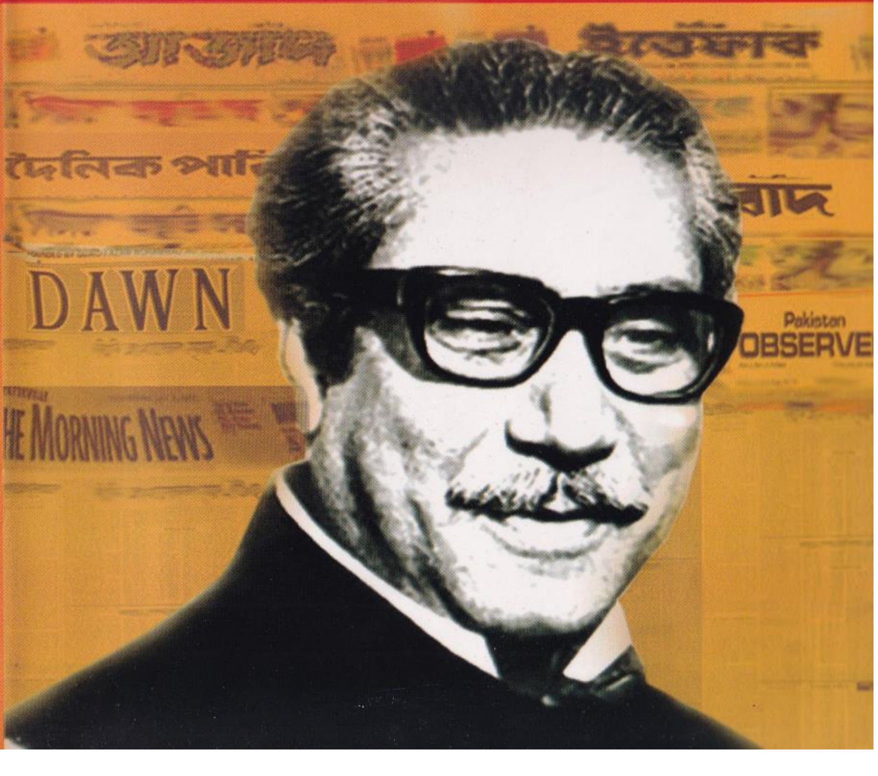

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু ■ চতুর্থ খণ্ড ■ ষাটের দশক ■ তৃতীয় পর্ব ■ ১৯৬৮

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

চতুর্থ খণ্ড

ষাটের দশক ॥ তৃতীয় পর্ব

১৯৬৮

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা–১০০০

প্রকাশক
জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২০

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

বানান সমন্বয়
সুশীল কুমার মণ্ডল

কম্পিউটার বিন্যাস
ছৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল

মুদ্রাকর
প্রগতি প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
২২/১ তোপখানা রোড, ঢাকা-১০০০

মূল্য
৳ ২৫০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

SANGBADPATRE BANGABANDHU: CHOTURTHO KHANDA :
SHATER DOSHOK : TRITIO PORBO : 1968
Chief Editor: Zafar Wazed
Published by Press Institute Bangladesh (PIB), 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price : 250 Taka. $04 Only
ISBN : 978-984-732-050-2
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : research@pib.gov.bd, Website : পিআইবি.বাংলা; http://www.pib.gov.bd
বইটি অনলাইনে পেতে হলে: www.rokomari.com

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু
চতুর্থ খণ্ড
ষাটের দশক ॥ তৃতীয় পর্ব
১৯৬৮

প্রধান সম্পাদক

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

উপদেষ্টা পরিষদ

আবেদ খান
চেয়ারম্যান
পিআইবি পরিচালনা বোর্ড

ড. সাখাওয়াত আলী খান
অনারারি অধ্যাপক
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

ড. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ফায়জুল হক
পরিচালক (গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ), অতিরিক্ত দায়িত্ব
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

সম্পাদক

ড. কামরুল হক
গবেষণা বিশেষজ্ঞ (চলতি দায়িত্ব)
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

আধেয় সংগ্রহ
দিনেশ মাহাতো

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. ফরিদুল আলম
মো. আলমগীর হোসেন

যেসব পত্রপত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

আজাদ
সংবাদ
দৈনিক পাকিস্তান
পূর্বদেশ
দৈনিক পয়গাম
পাকিস্তান অবজারভার
মর্নিং নিউজ
ডন

মু খ ব ন্ধ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে নানা গবেষণা হয়েছে। এখনও চলছে। কিন্তু তাঁর কর্মমুখর জীবনের অনেক তথ্যই এখনো উদ্‌ঘাটিত হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা-বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য তথ্য। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি বিভিন্ন খণ্ডে সাল ও বিষয় অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক', 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক : প্রথম পর্ব' এবং 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : তৃতীয় খণ্ড : ষাটের দশক : দ্বিতীয় পর্ব'। এরপর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি ও সংশ্লিষ্ট সংবাদ-বিবরণীগুলো নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : প্রথম খণ্ড' ও 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : দ্বিতীয় খণ্ড'। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ১৯৬৮ সালের সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য নিয়ে প্রকাশ করা হলো: 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড : ষাটের দশক : তৃতীয় পর্ব'।

১৯৬৮ সালের পুরোটাই বঙ্গবন্ধুর কেটেছে কারাগারে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুর জীবনে বিভিন্ন ঘটনা ঘটলেও মূলত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলা নিয়েই এই সময় তাঁকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। সংবাদপত্রেও এই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট তথ্যের বিশাল অংশজুড়ে রয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। তাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি এবং প্রাসঙ্গিক সংবাদ-বিবরণীগুলো আলাদা করে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু' গ্রন্থের দুটি খণ্ড প্রকাশ করা হয়। তবে ১৯৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছাড়াও বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট আরও নানা তথ্য প্রকাশিত হয়েছে সংবাদপত্রে। প্রকাশিত সব তথ্যে হয়তো বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানির বিবরণী ছাড়া যেসব তথ্যে বঙ্গবন্ধু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সেগুলো নিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে 'সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : চতুর্থ খণ্ড : ষাটের দশক : তৃতীয় পর্ব' শীর্ষক খণ্ডটি।

১৯৬৮ সালের আগে হতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের দেশরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি রাত ১২টার পর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়। কিন্তু কারাগারের গেট দিয়ে বাইরে এলে সেনাবাহিনীর লোকজন তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে বন্দি করে রাখে এবং তা গোপন রাখা হয়।

এ সময় বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর কোনো সংবাদ বাইরে প্রকাশ না হওয়ায় তিনি বেঁচে আছেন কি না জনগণের মনে সে বিষয়ে সন্দেহ, সংশয় ও উদ্বেগ দেখা দেয়। এর প্রতিফলন দেখা যায়, ১৯৬৮ সালের প্রথম দিনই। ১ জানুয়ারি সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, বঙ্গবন্ধু কোথায় আটক আছেন সে সম্পর্কে প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা আবদুল মালেক পরিষদের কাছে জানতে চেয়েছেন। এই খবরে লেখা হয়:

> The leader of the Opposition in the Provincial Assembly, Mr. Abdul Malek, wanted to know in the East Pakistan Assembly on Wednesday the where about of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief now under detention.
>
> Mr.Malek said that rumours were running wild about the Awami League leader after the Government had announced his involvement in the alleged Agartala case.
>
> After the Questioner Hour was over, the leader of the Opposition stood up to say that if the Government came out with a clarification in this connection, rumours would die down. He urged the Government to hold open trial in the court of law against those involved in the case. (পাকিস্তান অবজারভার, ১ জানুয়ারি ১৯৬৮)

পরে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে একটি প্রেসনোট জারি করা হয়। কিন্তু এই প্রেসনোটে বঙ্গবন্ধু কোথায় আটক আছেন সে বিষয়ে কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। শুধু বলা হয়, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হিসেবে অন্যান্যের সঙ্গে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। এই খবরে লেখা হয়:

> আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে ২৮ ব্যক্তির নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এ যাবতকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইন বলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে

গ্রেফতার করা হয়েছে: কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তাদের আটকের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন। (দৈনিক পাকিস্তান, ১৯ জানুয়ারি ১৯৬৮)

প্রেসনোট প্রকাশের পরদিন থেকেই বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবি উঠে। দেশব্যাপী এই দাবি জানাতে থাকে বিভিন্ন সংগঠন। ১৯৬৮ সালের ২০ জানুয়ারি এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি খবরের নমুনা দেখা যেতে পারে। এই খবরে লেখা হয়:

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবীতে গতকাল জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। পি পি এ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ধর্মঘটী ছাত্রগণ একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রাও বাহির করে। শোভাযাত্রাটি সদরঘাট, নওয়াবপুর রোড, রেলওয়ে হসপিটাল রোড এবং ফুলার রোড হইয়া ইকবাল হলের সন্নিকটে যাইয়া শেষ হয়। শোভাযাত্রীগণ সেখানে একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। ধর্মঘটী শোভাযাত্রিগণ 'শেখ মুজিবের মুক্তি চাই', 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' ও 'গণতন্ত্র কায়েম' প্রভৃতির দাবীতে শ্লোগান প্রদান করে। ইকবাল হলের নিকটে এই সভায় বহু ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন। সভাশেষে ছাত্রগণ শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। (সংবাদ, ২০ জানুয়ারি ১৯৬৮)

এরপর আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বঙ্গবন্ধুকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান ও এই বিচার প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁর অবস্থান সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশেরও দাবি জানানো হয়। সারাদেশের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায় থেকে এই দাবি জানানোর খবর দিনের পর দিন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। তবে এই বিষয়ে সংবাদপত্রে প্রথম খবর প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের ২২ জানুয়ারি। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল (রবিবার) সকালে ১৫ পুরানা পল্টনস্থ প্রাদেশিক দফতরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভায় পার্টি প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। সাবেক এমপিএ জনাব আবদুর রশীদ সভাপতিত্ব করেন। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রে'র সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬-দফা কর্মসূচী ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত হয় যে, ৬-দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখণ্ডতা বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে। (সংবাদ, ২২ জানুয়ারি ১৯৬৮)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হওয়ার পর থেকে বঙ্গবন্ধু ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক ছিলেন। এই সময় তাঁকে দীর্ঘদিন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে দেয়া হয়নি। এমনকি মামলার ব্যাপারে আইনজীবীদেরও সাক্ষাতের সুযোগ দেয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর পরিবারের সদস্যদের ও আইন উপদেষ্টাদের সাক্ষাতের সুযোগ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৬৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি এই বিষয়ে একটি খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে একটি সরকারী প্রেসনোটের দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া গতকাল (শুক্রবার) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিবারের সদস্যদের এবং আইন উপদেষ্টাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কর্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর একটি সাক্ষাতকারের অনুমতি মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হয় নাই এবং শেখ সাহেবের স্ত্রীকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে। (সংবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)

১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন। এই উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের ১৭ মার্চ আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পরদিন ১৮ মার্চ এই বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। এমন একটি খবরের নমুনা দেখা যেতে পারে। এই খবরে লেখা হয়:

গতকাল রবিবার ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এতদুপলক্ষে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৫ পুরানা পল্টনে এক মিলাদ মহফিলের অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীসহ বিপুল সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া মুনাজাত করা হয়। ঢাকায় কতিপয় মসজিদেও শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মুনাজাত করা হয় বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে। (সংবাদ, ১৮ মার্চ ১৯৬৮)

১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হয়। এইদিন সংবাদপত্রে এ বিষয়ে খবর প্রকাশিত হয়। খবরে লেখা হয়:

অদ্য (বুধবার) সকাল ৯টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৩ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলায় বিচার শুরু হইবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস এ রহমানের নেতৃত্বাধীনে এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন সদস্য হইতেছে বিচারপতি জনাব এম আর খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩০ জন সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এবং বেসরকারী ব্যক্তি যাঁহাদের বিরুদ্ধে "পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের ও সামরিক বাহিনীর লোকজনের আনুগত্য বিনষ্টে"র অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে। আজ তাঁহাদিগকেই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। অভিযুক্তদের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া আর বেসরকারী ব্যক্তিগণ হইতেছেন চট্টগ্রামের ডঃ সাইদুর রহমান, শ্রী ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ও শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন ও দিনাজপুরের জনাব আলী রেজা। অভিযুক্ত সিএসপি অফিসারত্রয় হইতেছেন মেসার্স রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুল রহমান এবং শামসুর রহমান খান। (সংবাদ, ১৯ জুন ১৯৬৮)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা মোকাবিলার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে 'মামলা পরিচালনা কমিটি' এবং 'মুজিব তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২৭ জুন প্রকাশিত খবর থেকে এই তথ্য জানা যায়। এতে লেখা হয়:

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) মামলা পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের 'মামলা পরিচালনা কমিটি' অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মূল্যের কুপন প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মামলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক গতকাল বুধবার এক প্রেস রিলিজে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেস রিলিজে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কৌসুলী আনয়নের জন্য যোগাযোগ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া বিদেশ হইতে কৌসুলী আনারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে।

উক্ত মামলা পরিচালনার জন্য কুপন ক্রয় করিয়া মুক্তহস্তে "মুজিব তহবিলে" সাহায্যের উদ্দেশ্যে দেশের সকল মহলের প্রতি প্রেস রিলিজে আহ্বান জানান হয়।

"মুজিব তহবিলে" যাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ১৫ নম্বর পুরানা পল্টন; পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান কার্য্যালয়ের ঠিকানায় মানি অর্ডার অথবা অর্থ প্রেরণের জন্য বলা হইয়াছে। (আজাদ, ২৭ জুন ১৯৬৮)

সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে দেখা যায়, ১৯৬৮ সালের ১৯ ও ২০ অক্টোবর ঢাকার হোটেল ইডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুকে পুনরায় দলের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। ২১ অক্টোবর সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে আগামী ৩ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভার উপর অর্পণ করিয়া সকল বিরোধীদলের প্রতি জনগণের জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে সত্যিকারের আন্দোলনের জন্য ঐক্য গঠনের আহ্বান জানাইয়া, শেখ মুজিবর রহমানের উপর আস্থার পুনরুক্তি করিয়া এবং আগামী ২ বৎসরের জন্য তাঁহাকে পুনর্বার সভাপতি এবং দেশরক্ষা বিধিবলে আটক জনাব তাজুদ্দিন আহমদকে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া গতকাল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে।

অধিবেশন শেষে গতকাল অপরাহ্নে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে এক শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জনসভা ও শোভাযাত্রায় 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', 'জরুরী অবস্থার অবসান চাই', 'বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চাই', '৬-দফা জিন্দাবাদ' 'বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ কর' প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করা হয়। (সংবাদ, ২১ অক্টোবর ১৯৬৮)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানি চলাকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৬৮ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মাতা গুরুতর অসুস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে। গতরাত্রে মিসেস মুজিবর রহমানের নিকট প্রেরিত এক জরুরী তারবার্তায় এই সংবাদ জানান হইয়াছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমানে ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক হেফাজতে আটক রহিয়াছেন। এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার বিচার চলিতেছে।
মিসেস মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) অপরাহ্নে মৃত্যুশয্যায় শায়িত শ্বাশুড়িকে দেখিবার জন্য গোপালগঞ্জ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। যাবার আগে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লইয়া তিনি গতকল্য স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, মৃত্যু পথযাত্রী মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি তাঁহার স্বামীকে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানাইয়াছেন। ইহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। (সংবাদ, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮)

ক্রমশ বঙ্গবন্ধুর মা'র অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। সেজন্য বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নসহ বিভিন্ন সংগঠন ও মহল থেকে দাবি ওঠে। সংবাদপত্রে এই খবর প্রকাশিত হতে থাকে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য দাবি জানান। এই খবর ১৯৬৮ সালের ৯ অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এতে লেখা হয়:

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বৃদ্ধা মাতাকে এক নজর দেখিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বর্ত্তমানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থী) সভাপতি মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। গতকাল মঙ্গলবার ন্যাপ প্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত তারবার্ত্তায় উক্ত আবেদন জানান। তারবার্ত্তায় বলা হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মাতাকে দেখিবার জন্য শেখ মুজিবকে অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তিদান করুন।" (আজাদ, ৯ অক্টোবর ১৯৬৮)

গুরুতর অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে দেখার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে প্যারোলে মুক্তির জন্য তাঁর পক্ষ থেকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানো হয়। কিন্তু বিচার চলাকালে প্যারোলে মুক্তিদানের নির্দেশ দিতে অক্ষম বলে জানান ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান। ১৯৬৮ সালের ১৫ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় পয়লা নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার চলাকালে প্যারোলে মুক্তি দানের নির্দ্দেশ দিতে সক্ষম নহেন বলিয়া চেয়ারম্যান বিচারপতি এস এ রহমান গতকাল সোমবার বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলীকে জানান। কারণ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্তদের সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর তাহার আটকের দায়িত্ব রহিয়াছে।
গুরুতররূপে অসুস্থ বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে প্যারোলে মুক্তির জন্য সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে একটা দরখাস্ত করা হয়। গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌসুলী জনাব সালাম খান উক্ত দরখাস্তের কথা উল্লেখ করিলে ট্রাইব্যুনালের 'চেয়ারম্যান উক্ত মন্তব্য করেন।'
মুক্তির নির্দ্দেশ দানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, বিচারপতি জনাব রহমান বলেন যে, আমি দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ফরওয়ার্ড করিয়াছি। ইহাই কেবল করিতে পারি। অভিযুক্তগণ সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন। আমি কোন মন্তব্য করিতে পারিব না। অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হইবে কি হইবে না, তাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ স্থির করিবেন। তিনি অর্ডিন্যান্স হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন। (আজাদ, ১৫ অক্টোবর ১৯৬৮)

পরে অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে দেখার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে বঙ্গবন্ধুকে গোপালগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬৮ সালের ২২ অক্টোবর এই খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। এই খবরে লেখা হয়:

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানকে অসুস্থা মাতাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনে গত রবিবার গোপালগঞ্জে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। গতকাল তিনি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন না। জনাব সালাম খানের অবর্ত্তমানে এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন গতকাল শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে শেখ মুজিবকে গোপালগঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়। (আজাদ, ২২ অক্টোবর ১৯৬৮)

বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১৯৬৮ সাল জুড়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর সমকালীন সংবাদপত্রে প্রাধান্য বিস্তার করলেও বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যও এ সময় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অনেক প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু হয়তো তাঁকে কেন্দ্র করে ছিল না। কিন্তু কোনো না কোনোভাবে তাঁর কথা উল্লেখ থাকলে বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্টতা থাকলে সে প্রতিবেদনটিও আমরা সংযুক্ত করেছি, যাতে ইতিহাসের সেই সময়টিতে তাঁর অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সম্যক ধারণা পেতে পারি।

‘সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থের পূর্ববর্তী খণ্ডগুলোর মতো এই খণ্ডের কাজ করতে গিয়েও দেখা গেছে, সেই সময়ের অনেক সংবাদপত্রই সংরক্ষিত নেই। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, পুরোনো দিনের অনেক সংবাদপত্র একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র পাওয়া গেছে আংশিক। সংরক্ষিত নেই সব কপি। অক্ষত নেই অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা। যে কারণে আমাদের আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও সব খবর ও তথ্য পুরোটা তুলে আনতে পারিনি। যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে, যেভাবে পাওয়া গেছে, তা আমরা যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে– এমন দাবি আমরা করতে পারব না।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে দালিলিক মূল্য বিবেচনায় রেখে আমরা সংবাদপত্রের ভাষা ও বানান অবিকল রেখেছি। বাক্যগঠন বা ব্যাকরণগত কোনো সংশোধন করা হয়নি। তথ্যের মধ্যবর্তী অংশ বা শেষে কোনো শব্দ, বাক্য বা প্যারা অস্পষ্ট থাকলে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠার কোনো অংশ না পাওয়া গেলে সেখানে আমরা ... চিহ্ন ব্যবহার করেছি। বঙ্গবন্ধুর নামের বানান একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, আমরা তা হুবহু রেখেছি।

এই গ্রন্থ প্রকাশ করার জন্য যাঁরা পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বানান সমন্বয় ও কম্পিউটার বিন্যাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া সময়মতো কাজ শেষ করা দুরূহ ছিল।

‘সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ গ্রন্থের এই খণ্ড প্রকাশনায়ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। এই মহতী কাজে সময় দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি উপদেষ্টা পরিষদের সম্মানিত সদস্যদের।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এই গ্রন্থের তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজনে কারও কাছে নতুন কোনো দলিল বা তথ্য থাকলে তা আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংযুক্ত করব। সবার মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করতে চাই।

এই গ্রন্থটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ‘মুজিববর্ষ’ প্রকাশনা হিসেবে প্রকাশ করা হলো।

জাফর ওয়াজেদ
মহাপরিচালক

অক্টোবর ২০২০

সূ|চি|প|ত্র

মুখবন্ধ	৫
জানুয়ারি	১৭
ফেব্রুয়ারি	২৯
মার্চ	৪৪
এপ্রিল	৬৭
মে	৮২
জুন	৯২
জুলাই	১০৬
আগস্ট	১০৭
সেপ্টেম্বর	১০৯
অক্টোবর	১১৪
নভেম্বর	১৫৭
ডিসেম্বর	১৬২
নির্ঘণ্ট	১৭৫

Pakistan Observer

1st January 1968

Question in PA on Mujib

(By A Staff Correspondent)

The leader of the Opposition in the Provincial Assembly, Mr. Abdul Malek, wanted to know in the East Pakistan Assembly on Wednesday the where about of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief now under detention.

Mr.Malek said that rumours were running wild about the Awami League leader after the Government had announced his involvement in the alleged Agartala case.

After the Questioner Hour was over, the leader of the Opposition stood up to say that if the Government came out with a clarification in this connection, rumours would die down. He urged the Government to hold open trial in the court of law against those involved in the case.

The Law Minister, Mr. Abdul Hye Chowdhury, objected to raising the question on the ground of Rules of Procedure. He said that the members could bring the matter in the House only if he brought a separate notice or resolution on the matter.

At this point supporting the leader of the Opposition, Mr. Asaduzzaman Khan, leader of the Independent Group, said that in view of the Press Note issued by the Central Government involving Sheikh Mujibur Rahman in the alleged conspiracy case, the House could want to know whether the Awami League leader was still in the custody of the Provincial Government and where he was at the moment.

The Senior Deputy Speaker, Mr. Gamiruddin Pradhan, who was in the chair, gave a ruling that this matter should better come with a short notice.

সংবাদ

৬ই জানুয়ারি ১৯৬৮

গৌরিপুরে শেখ মুজিবের আরোগ্য ও কারামুক্তির জন্য প্রার্থনা

গৌরীপুর, ৩রা জানুয়ারী।– গৌরীপুরের পার্শ্ববর্তী কাউরাট গ্রামে প্রায় ৫ হাজার লোকের সমাবেশে এইবারের ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। জামাতে দেশরক্ষা আইনে আটক অসুস্থ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের আরোগ্যের জন্য বিশেষ দোয়া করা হয় এবং তাহার মুক্তি দাবী করা হয়।

Pakistan Observer

7th January1968

Sk. Mujib's case adjourned

(By Our Court Correspondent)

Mr. M. S. Khan, Additional District Magistrate Dacca adjourned on Saturday the case against Sheikh Mujibur Rahman, President, East Pakistan Awami League.

The case fixed for argument was adjourned until January 13.

This case was instituted under the East Pakistan Public Safety Ordinance for an alleged prejudicial speech by the accused at the Outer Stadium, Dacca, on March 29, 1964.

Dawn

7th January 1968

Hearing of Mujib's case adjourned

DACCA, Jan 6: The hearing of the case against Sheikh Mujibur Rahman for allegedly Making a prejudicial public apeech in 1964, was adjourned today till Jan 13 by the Court of an Additional District Magistrate.

The Awami League leader is facing the trial under Section 124(A) PPC Mr M. S. Khan, the ADM, is holding the trial inside the Dacca Central Jail where Sheikh Mujib in under detention-APP.

সংবাদ

৭ই জানুয়ারি ১৯৬৮

আইন আদালত : শেখ মুজিবরের মামলার শুনানী স্থগিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল শনিবার ঢাকায় এ, ডি, এম জনাব এম, এস, খান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত মামলায় শুনানী বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষের অনুরোধে স্থগিত রাখিয়াছেন।

আগামী ১৩ই জানুয়ারী পরবর্তী শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছে। ১৯৬৪ সালের ২৯শে মার্চ পল্টন ময়দানে একটি 'আপত্তিকর' বক্তৃতা প্রদানের অভিযোগে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সের ৭(৩) ধারা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১২৪/এ ধারাবলে এই মামলাটি দায়ের করা হয়।

বিবাদীর পক্ষে কোর্টে হাজির হন মেসার্স মোহাম্মদ উল্লাহ ও আবুল হোসেন। বাদীপক্ষে থাকেন জনাব মতিউর রহমান।

Dawn

14th January 1968

Judgment reserved in Mujib's case

DACCA, Jan 13: The hearing of the case against Sheikh Mujibur Rahman concluded here today before the court of the Additional District Magistrate, Mr M. S. Khan.

The judgement was reserved by the court, which held the trial inside the Dacca Central Jail where the Awami League leader is under detention.

The East Pakistan Awami League President was charged under Section 124 (A) PPC for delivering an allegedly prejudicial public speech at the outer stadium here in March 1964. -APP.

সংবাদ

১৯শে জানুয়ারি ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

আটক ব্যক্তিদের নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনী আইনে গ্রেফতার

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র 'পরিকল্পনা ও পরিচালনার' অভিযোগ

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারী (এপিপি)।- স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর দফতর (স্বরাষ্ট্র বিভাগ) হইতে আজ এখানে নিম্নোক্ত প্রেসনোট জারী করা হয়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ২৮ ব্যক্তিকে (যাহাদের নাম ইতিপূর্বেই ঘোষণা করা হইয়াছে) এ যাবৎ পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে আটক রাখা হইয়াছিল। এক্ষণে ১৯৬৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে তাহাদিগকে নৌ, সেনা ও বিমান বাহিনী আইনে প্রকৃত অপরাধ করার দায়ে গ্রেফতার করা হইল।

অতএব, তাঁহাদের উপর পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনে পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক আরোপিত আটকাদেশ প্রত্যাহার করা হইল। এ ব্যাপারে তদন্ত চলিতেছে। এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিকল্পনার ব্যাপারে শেখ মুজিবর রহমানের জড়িত থাকা সম্পর্কে প্রমাণাদি পাওয়া গিয়াছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিও একজন। তিনি পূর্ব হইতেই পাকিস্তান 'দেশরক্ষা আইনে জেলে আটক রহিয়াছেন'।

দৈনিক পাকিস্তান

১৯শে জানুয়ারি ১৯৬৮

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট

শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারী (এপিপি)।- আজ এখানে স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারী

করা হয়েছে:
আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে ২৮ ব্যক্তির নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এ যাবতকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইন বলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে: কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। কাজেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তাদের আটকের আদেশ প্রত্যাহার করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

সংবাদ
২০শে জানুয়ারি ১৯৬৮
শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে জগন্নাথ কলেজে ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তির দাবীতে গতকাল জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। পিপিএ পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, ধর্মঘটী ছাত্রগণ একটি দীর্ঘ শোভাযাত্রাও বাহির করে। শোভাযাত্রাটি সদরঘাট, নওয়াবপুর রোড, রেলওয়ে হসপিটাল রোড এবং ফুলার রোড হইয়া ইকবাল হলের সন্নিকটে যাইয়া শেষ হয়। শোভাযাত্রীগণ সেখানে একটি প্রতিবাদ সভায় মিলিত হন। ধর্মঘটী শোভাযাত্রিগণ ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই’, ‘আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন’ ও ‘গণতন্ত্র কায়েম’ প্রভৃতির দাবীতে শ্লোগান প্রদান করে। ইকবাল হলের নিকটে এই সভায় বহু ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেন। সভাশেষে ছাত্রগণ শান্তিপূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

সংবাদ
২১শে জানুয়ারি ১৯৬৮
বন্দীমুক্তি ও পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী
জগন্নাথ ও কায়েদে আজম কলেজ ছাত্রদের ধর্মঘট
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব এবং ছাত্রবন্দীসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে গতকাল (শনিবার) জগন্নাথ কলেজ ও কায়েদে আজম কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট পালন করে।

উভয় কলেজের ধর্মঘটী ছাত্রগণ প্রথমে স্ব স্ব কলেজ প্রাঙ্গণে সভায় মিলিত হয়। সভায় বিভিন্ন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবের মুক্তি, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট বাতিল প্রভৃতির দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন।

জগন্নাথ কলেজে অনুষ্ঠিত সভাশেষে উক্ত কলেজের ছাত্রগণ শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করিয়া কায়েদে আজম কলেজে উপস্থিত হন। সেখানে পুনরায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত সভায় উভয় কলেজের ছাত্রনেতাগণ বিভিন্ন দাবী দাওয়া জানাইয়া বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্রগণ ‘শেখ মুজিবের মুক্তি চাই’, ‘মতিয়া চৌধুরীর মুক্তি চাই’, ‘পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে’, ‘হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল কর’ প্রভৃতি শ্লোগান প্রদান করে।

সিরাজগঞ্জ ছাত্র সভায় শেখ মুজিবের মুক্তিদাবী

সিরাজগঞ্জ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা তারযোগে জানাইতেছেন যে, গতকল্য সিরাজগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আয়োজিত এক ছাত্রকর্মীসভায় শেখ মুজিব ও অন্যান্য রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ
২২শে জানুয়ারি ১৯৬৮
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায়
আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ সহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দাবী
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) সকালে ১৫ পুরানা পল্টনস্থ প্রাদেশিক দফতরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভায় পার্টি প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। সাবেক এম, পি, এ জনাব আবদুর রশীদ সভাপতিত্ব করেন। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ‘আগরতলা ষড়যন্ত্রে’র সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬-দফা কর্মসূচী ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত হয় যে, ৬-দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখণ্ডতা বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৬৬ সালের ৬ই মে হইতে শেখ মুজিবর রহমানকে দেশরক্ষা বিধি অনুযায়ী আটক রাখা হইয়াছে। সম্প্রতি ‘আগরতলা ষড়যন্ত্রে’র সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে সামরিক, বিমান ও নৌবাহিনী আইনের বিধানবলে জেলখানায় গ্রেফতার করা হইয়াছে।

সংবাদ
২২শে জানুয়ারি ১৯৬৮
পঃ বগুড়া মহকুমা আওয়ামী লীগ
জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

বগুড়া, ২০শে জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।- গত ১১ই জানুয়ারী সান্তাহারে পশ্চিম বগুড়া মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব এ, কে মুজিবুর রহমান।

দেশের রাজনৈতিক ও খাদ্য পরিস্থিতি ও সংগঠনের উপর বিভিন্ন বক্তার বক্তৃতার পর জনাব মুজিবুর রহমান মোল্লা ও জনাব মোহাম্মদ আলীকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া পশ্চিম বগুড়া মহকুমা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হয়। অতঃপর সভায় দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার, কারাগারে আবদ্ধ অসুস্থ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজীব, তাজউদ্দিন, খন্দকার মোস্তাক, হাজী দানেশ, আলতাফ হোসেন ও মতিয়া চৌধুরীসহ সমস্ত রাজবন্দীর আশু মুক্তি, দৈনিক ইত্তেফাকের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রভৃতি দাবী জানাইয়া কতকগুলি প্রস্তাব পাশ করা হয়।

সংবাদ
২২শে জানুয়ারি ১৯৬৮
রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থনকারী ছাত্রদের সম্পর্কে গভর্ণর

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান আজ একশ্রেণীর ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি করিয়া বলেন যে, এই সকল ছাত্র দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনই যে কেবলমাত্র সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতেছে তাহা নহে বরং ইহারা এমন বিভ্রান্ত হইয়াছে যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষেও বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে।

তিনি বলেন, ইহা একটি অত্যন্ত ঘৃণ্য ব্যাপার এবং সরকার বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যালোচনা করিতেছেন।

গভর্ণর বলেন, যাহারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা আন্দোলন সমর্থন করেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার মনোভাব পোষণ করেন তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকার বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।

আজ অপরাহ্নে খুলনা শহরে প্রদেশের তৃতীয় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে গভর্ণর উপরোক্ত হুঁশিয়ারি করেন।

জনাব আবদুল মোনায়েম খান বলেন, যাহারা রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যের পক্ষ সমর্থনে ইচ্ছুক এবং যাহারা সমর্থন করে তাহাদের বিরুদ্ধে সরকার যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহা হইলে দেশ ও জনগণের প্রতি সরকারের কর্তব্য ও যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হইবে না।

দেশ হইতে রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের সমূলে উৎখাত করিতে সঠিক পথে পরিচালিত ব্যক্তিদের সরকার সর্বতোভাবে সাহায্য করিবেন বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

তিনি বলেন, দেশের অখণ্ডতা, ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে রাষ্টদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়ই সরকারের নিকট অধিকতর প্রিয় নহে।

খুলনায় নয়া ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতাকালে গভর্ণর বলেন, প্রদেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষার অপ্রতুল ব্যবস্থা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং প্রদেশে ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সরকার সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

সংবাদ
২৩শে জানুয়ারি ১৯৬৮
বন্দী মুক্তি প্রশ্নে ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল রাজবন্দীর এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রকাশ্যে নিয়মিত আদালতে অনুষ্ঠানের জন্য এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ প্রদানের দাবী জানাইয়া গতকাল (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনে বন্দী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ। শেখ মুজিবর রহমান বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন কিনা উহা প্রমাণ সাপেক্ষ। সমগ্র ঘটনাটি বিচারাধীন বলিয়া এ বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্যের অবকাশ নাই। আমরা মনে করি, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্তের নিয়মিত আদালতে প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত।

সংবাদ
২৪শে জানুয়ারি ১৯৬৮
রাজবন্দী মুক্তির দাবীতে পীর হাবিবুর রহমানের বিবৃতি
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিচার প্রকাশ্যে নিয়মিত আদালতে অনুষ্ঠানের জন্য এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ প্রদানের দাবী জানাইয়া গত সোমবার পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান একটি বিবৃতি প্রদান করেন। (বিবৃতির একাংশ গতকল্য প্রকাশিত হইয়াছে)।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, "সম্প্রতি দেশরক্ষা আইনে বন্দী আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশ। শেখ মুজিবর রহমান বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন কি-না উহা প্রমাণ সাপেক্ষ। সমগ্র ঘটনাটি বিচারাধীন বলিয়া এ বিষয়ে কোন প্রকার মন্তব্যের অবকাশ নাই।"

আমরা মনে করি, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য অভিযুক্তের নিয়মিত আদালতে প্রকাশ্য বিচার হওয়া উচিত এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহাকে পূর্ণ সুযোগ দেওয়া উচিত।

তিনি বলেন, পাকিস্তানের বিভিন্ন কারাগারে কয়েক শত রাজনৈতিক বন্দী বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া যে দুঃসহ জীবনযাপন করিতেছেন তাহা প্রতিটি দেশবাসীর মনে বেদনার কারণ হইয়া রহিয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতা বেলুচিস্তানের প্রিন্স আবদুল করিম, আবদুস সামাদ খান আচক জাই, পূর্ব পাকিস্তানের শ্রী সন্তোষ বানার্জী প্রমুখ প্রায় দশ বৎসর যাবৎ কারাগারে আটক রহিয়াছেন।

ইহাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আলতাফ হোসেন, সহ-সম্পাদক হাজী মোহাম্মদ দানেশ, যুগ্ম সম্পাদক আবদুল হালিম, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, কৃষক সমিতির সহসভাপতি হাতেম আলী খান, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শফি আহমদসহ প্রায় পাঁচশত কর্মী ও নেতা দেশরক্ষা আইনে বন্দী

রহিয়াছেন। রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী সারা দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের দাবীতে পরিণত হইলেও রাজবন্দীদের মুক্তিদানের পরিবর্তে নূতন নূতন গ্রেফতার চলিতেছে। সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রবীণ নেতা শ্রী মণি সিংহকে গ্রেফতার উহার একটি সাম্প্রতিক নজীর।

সংবাদ
২৫শে জানুয়ারি ১৯৬৮
পরিষদে শেখ মুজিব প্রসঙ্গ
বিরোধী দলের নেতা কর্তৃক সরকারী ব্যাখ্যা দাবী

ঢাকা, ২৪শে জানুয়ারী।– পিপিআই পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান বর্ত্তমানে কোথায় এবং কেমন আছেন তাহা প্রকাশের জন্য পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে বিরোধীদলের নেতা জনাব মালেক উকিল অদ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

পরিষদে প্রশ্নোত্তর সমাপ্তির পর জনাব আবদুল মালেক দাঁড়াইয়া বলেন যে, 'আগরতলা ষড়যন্ত্রের'র সহিত শেখ মুজিবর রহমানকে জড়িত করার রিপোর্ট প্রকাশের পর তাঁহার সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের গুজব শুনা যাইতেছে। জনাব মালেক ব্যাপারটি পরিষ্কাররূপে ঘোষণা করার দাবী জানান। কোনরূপ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি বিরোধী দলসমূহের সমর্থন নাই বলিয়া বিরোধীদলের নেতা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার হওয়া উচিত।

সংবাদ
২৫শে জানুয়ারি ১৯৬৮
আসাদুজ্জামান খানের বিবৃতি

স্বতন্ত্রদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে দেশরক্ষা আইনে আটক ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় সরকার আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্রের' সহিত জড়িত থাকার অভিযোগ আনয়ন করেন।

শেখ মুজিব প্রাদেশিক অথবা কেন্দ্রীয় কোন সরকারের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন জনাব জামান তাহা জানিতে চাহেন।

আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই বিরোধীদলীয় নেতাদের প্রশ্নে আপত্তি জানান এবং তাঁহাদিগকে পরিষদের কার্যবিধি অনুযায়ী পৃথক নোটিশ অথবা প্রস্তাব আনয়নের পরামর্শ দেন।

সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার জনাব গমিরুদ্দিন প্রধান এই সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে ছিলেন। তিনি আইনমন্ত্রীর সহিত ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

সংবাদ
২৫শে জানুয়ারি ১৯৬৮
মসিহুর রহমানের বিবৃতি

সাবেক মন্ত্রী ও পিডিএম পন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব মসিহুর রহমান প্রকাশ্য আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান বলিয়া পিপিআই পরিবেশিত অপর এক খবরে জানা গিয়াছে।

সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে জনাব মসিহুর রহমান শেখ মুজিবের অবদানের উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গণতন্ত্রের পূজারী হিসাবে কাজ করেন।

জনাব মসিহুর রহমান দাবী করেন যে, প্রকাশ্য আদালতে শেখ মুজিবের বিচার হওয়া উচিত, যাহাতে প্রয়োজনবোধে শুধুমাত্র সরকার কেন, দেশবাসীও তাহার নিন্দা করিতে পারেন।

কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত ..... পৃথক নোটিশ অথবা প্রস্তাব আনয়নের পরামর্শ দেন।

সিনিয়র ডেপুটি স্পীকার জনাব গমিরুদ্দিন প্রধান এই সময় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে ছিলেন। তিনি আইনমন্ত্রীর সহিত ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

Pakistan Observer
26th January 1968
Question in PA on Mujib
(By A Staff Correspondent)

The leader of the Opposition in the Provincial Assembly, Mr. Abdul Malek, wanted to know in the East Pakistan Assembly on Wednesday the where about of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League chief now under detention.

Mr.Malek said that rumours were running wild about the Awami League leader after the Government had announced his involvement in the alleged Agartala case.

After the Questioner Hour was over, the leader of the Opposition stood up to say that if the Government came out with a

clarification in this connection, rumours would die down. He urged the Government to hold open trial in the court of law against those involved in the case.

The Law Minister Mr. Abdul Hye Chowdhury, objected to raising the question on the ground of Rules of Procedure. He said that the members could bring the matter in the House only if he brought a separate notice or resolution on the matter.

At this point supporting the leader of the Opposition, Mr. Asaduzzaman Khan, lender of the Independent Group, said that in view of the Press Note issued by the Central Government involving Sheikh Mujibur Rahman in the alleged conspiracy case, the house could want to know whether the Awami League leader was still in the custody of the Provincial Government and where he was at the moment.

The Senior Deputy Speaker, Mr. Gamiruddin Pradhan, who was in the chair, gave a ruling that this matter should better come with a short notice.

সংবাদ
২৮শে জানুয়ারি ১৯৬৮
নোয়াখালীতে ছাত্র ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা

নোয়াখালী, ২৭শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– অদ্য নোয়াখালী কলেজের ছাত্রগণ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করে। কলেজ ধর্মঘটের পর ছাত্রগণ শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহ পরিদর্শন করেন। শোভাযাত্রাকারিগণ শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করেন। ইহাছাড়া তাহারা জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিলের জন্যও শ্লোগান প্রদান করেন।

পরে শোভাযাত্রাকারিগণ ফজলুল এলাহীর সভাপতিত্বে এক ছাত্রসভায় মিলিত হন।সভায় মিজানুর রহমান, আবুল কালাম, জয়নাল আবেদিন ও বদিউল আলম বক্তৃতা করেন।

সংবাদ
২৮শে জানুয়ারি ১৯৬৮
শেখ মুজিবের মুক্তির দাবীতে ছাত্রসভা

চট্টগ্রাম, ২৫শে জানুয়ারী (সংবাদদাতা)।– অদ্য চট্টগ্রাম সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ ও ছাত্রলীগ শাখার যৌথ উদ্যোগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে এক বিরাট ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা ও সভাপতির ভাষণে শেখ মুজিব, মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাকসহ সকল রাজবন্দী ও ছাত্রবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয় এবং দেশদ্রোহ মামলার অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। সভায় তৃতীয় বিভাগের ছাত্র সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়।

সংবাদ

২৯শে জানুয়ারি ১৯৬৮

পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

"শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ২৮ জনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও উচ্চ ক্ষমতায় আসীন কতিপয় ব্যক্তি এবং সংবাদপত্রের একাংশ এই মামলার কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের স্বার্থে ব্যবহারের যে প্রবণতা প্রদর্শন করিতেছেন তীব্র ভাষায় উহার নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া এবং বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ঐরূপ বক্তব্য প্রকাশে বিরত হওয়ার দাবী জানাইয়া গতকাল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির মুলতবী সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বিচার বিভাগের দ্বারা এই মামলার প্রকাশ্য বিচার শীঘ্রই শুরু করার এবং অভিযুক্তকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ প্রদানের দাবী জানান হইয়াছে। জনমনে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের প্রয়োজনে অবিলম্বে শেখ মুজিবের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে একটি সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের দাবীতেও সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজুদ্দীন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, আবদুল মোমেন, ওবায়দুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্রনেতার মুক্তি এবং জরুরী অবস্থা ও দেশরক্ষা আইন প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে এপ্রিল মাসে দলের দ্বি-বার্ষিক প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের এবং সকল ইউনিয়ন ও থানা কমিটি গঠনের কাজ ২০শে ফেব্রুয়ারী, মহকুমা কমিটির ১৫ই মার্চ ও জেলা কমিটি নির্বাচনের কাজ ২৬শে মার্চের মধ্যেই শেষ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অপরাপর প্রস্তাবে রেশন চাউলের বর্ধিত মূল্য হ্রাস, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের দাবী এবং ৩য় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজে ভর্তির বিষয় সম্পর্কিত সরকারী সার্কুলারের এবং সদ্য ঘোষিত আমদানী নীতির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে।

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে সরকারী কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা জারী করিয়া যে মানসিকতার পরিচয় প্রদান করিতেছে উহার নিন্দা করিয়া এবং এই অশুভ প্রবণতা পরিহার করিয়া সকল স্থান হইতে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়াও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গতকালের সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সংবাদ

৪ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ঢাকা সদর ন্যাপের দ্বি-বার্ষিক সভায়

স্বায়ত্তশাসনের দাবী সহ গৃহীত প্রস্তাবাবলীর অবশিষ্ট বিবরণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শুক্রবার ঢাকা শহর ন্যাপের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনের বিবরণ ও গৃহীত প্রস্তাবাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ গতকল্যকার 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাবাবলীর অবশিষ্ট বিবরণ অদ্য প্রকাশ করা হইল। –বাঃ সঃ

পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন

কাউন্সিল সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া চিত্রিত করার প্রবণতার নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলপূর্বক ভাষাভিত্তিক প্রদেশ পুনর্গঠনের ভিত্তিতে ফেডারেল ধরনের পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা কায়েমের গণদাবী মানিয়া লওয়ার জন্য ক্ষমতাসীনদের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

অপপ্রচার

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান সহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে আনীত বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষ ও বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন শক্তিবর্গ ঢালাওভাবে বিরোধীদলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার এবং হুমকি প্রদর্শন শুরু করিয়াছেন উহার কঠোর নিন্দা করিয়া এবং অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ প্রদানসহ দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে তাঁহাদের বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়া অপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

ভিয়েৎনামী মুক্তি বাহিনীর প্রতি অভিনন্দন

কাউন্সিল সভায় ভিয়েৎনাম মুক্তিযোদ্ধাদের বিস্ময়কর সাফল্যে উল্লাস প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী জাতীয় মুক্তি ফ্রন্টের বিপ্লবী সরকারের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের এবং উত্তর ভিয়েৎনামের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পাকিস্তান সরকারের নিকট দাবী জানান হয়।

আজাদ

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভা

শেখ মুজিব সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে দলীয় প্রধান শেখ মুজিবর রহমান এবং ৬-দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

কমিটির সহ-সভাপতি জনাব বাহাউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে গত শনিবার অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্য ও তিনি কোথায় আছেন সে সম্পর্কে একটি প্রেসনোট প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হয়। প্রস্তাবে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবর রহমানের বিচার বিভাগীয় বিচারেরও দাবী জানান হইয়াছে।

সভায় গৃহীত অপর কয়েকটি প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য রোধ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হয়।

সংবাদ

৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ কর্তৃক শেখ মুজিব ও ৬-দফার প্রতি আস্থা প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা প্রকাশ করিয়া সরকারী প্রেসনোটের আকারে তাঁহার বর্তমান অবস্থান সম্পর্কিত খবর সর্বসাধারণ্যে প্রকাশের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি দাবী জানাইয়াছে। গত শনিবার জনাব বাহারউদ্দিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে উপরোক্ত দাবী জানানো হয়। সভায় ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার অনুকূলে দৃঢ়মত প্রকাশ করা হয়।

ইহাছাড়া সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ ও খোন্দকার মোশতাকসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, অবিলম্বে জরুরী আইন প্রত্যাহার এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারীর সমালোচনা করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে খাদ্যশস্যসহ বিভিন্ন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উচ্চমূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া প্রদেশব্যাপী রেশনিং প্রথা প্রবর্তনের দাবী জানানো হয়।

আজাদ
৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
নোয়াখালী মহকুমা আঃ লীগ
শেখ মুজিবর সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট দাবী

নোয়াখালী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী।– গতকাল বিকাল ৩ ঘটিকায় নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব ছাখাওয়াত উল্লাহ এডভোকেট সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন সদস্য বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনাক্রমে পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্ত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। আওয়ামী লীগ এর ঐতিহাসিক কর্ম্মসূচী ৬ দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ও উহা বাস্তবায়নের জন্য জনমত সৃষ্টির অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তির ব্যাপক দাবী সত্ত্বেও সরকার কর্ত্তৃক অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং জনগণের আকুল প্রতীক্ষার আশু আস্থা রাখার জন্য অনতিবিলম্বে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জোর দাবী করা হয়। দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন অনুসারে উন্মুক্ত আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের দাবী করা হয় এবং তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সর্ব্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করার দাবী করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজদ্দিন, খোন্দকার মুসতাক আহমদ প্রমুখ ও ন্যাপ নেতা হাজী দানেশসহ সকল রাজবন্দী, শ্রমিক ও ছাত্রনেতাদের আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

জরুরী অবস্থার অবসান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করার দাবী করা হয়। দেশব্যাপী মহামারী আকারে বসন্তের প্রাদুর্ভাব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উহার নিরসনের জন্য ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী করা হয়।

সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই খবর জানানো হইয়াছে।

সংবাদ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
শেখ মুজিবের অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

শেখঘাট (সিলেট), ৫ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।– সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব হাবিবুর রহমান এডভোকেট, সম্পাদক দেওয়ান ফরিদ গাজী, আওয়ামী লীগের নেতা জনাব জামিরউদ্দিন, জনাব নাজির আহমদ, জনাব সারওয়ার আলী ও সৈয়দ আজাদ আলী এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে এক প্রেসনোট প্রকাশ এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগদান করিয়া স্বাভাবিক আদালতে তাহার বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়াছেন।

সংবাদ
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
নোয়াখালী আওয়ামী লীগের বৈঠক

নোয়াখালী, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি নোয়াখালী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব সাখাওয়াত উল্লাহ এডভোকেট সভাপতিত্ব করেন। সভায় বিভিন্ন সদস্য বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনাক্রমে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। আওয়ামী লীগ-এর ঐতিহাসিক কর্মসূচী ৬-দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন ও উহা বাস্তবায়নের জন্য জনমত সৃষ্টির অভিযান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান শারীরিক অবস্থা ও বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তির ব্যাপক দাবী সত্ত্বেও সরকার কর্তৃক অদ্যাবধি কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ না করায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং কোটি কোটি মানুষের আকুল প্রতীক্ষায় আশু অবসানের জন্য অনতিবিলম্বে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের জোর দাবী করা হয়। দেশের প্রচলিত সাধারণ আইন অনুসারে প্রকাশ্য আদালতে শেখ মুজিবর রহমানের বিচারের দাবী করা হয় এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সর্বপ্রকার সুযোগ প্রদান করার দাবী করা হয়। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব তাজউদ্দিন, খোন্দকার মুস্তাক আহমদ প্রমুখ ও ন্যাপ নেতা হাজী দানেশ সহ সকল রাজবন্দী, শ্রমিক ও ছাত্রনেতার আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে কতিপয় পত্রপত্রিকায় ও সরকার দলের ব্যক্তিবিশেষের বেসামাল উক্তির তীব্র নিন্দা করিয়া উক্ত প্রকার উক্তি হইতে বিরত থাকার আহ্বান করা হয়। জরুরী অবস্থার অবসান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধ করার দাবী করা হয়। দেশব্যাপী বসন্তের প্রাদুর্ভাবে এ গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া উহার নিরসনের জন্য ব্যাপক প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী করা হয়।

সংবাদ
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮
মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগ কর্মী সভা

মুক্তাগাছা, ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া শেখ মুজিবের অবস্থান সম্পর্কে অনতিবিলম্বে প্রেসনোট প্রকাশের জোর দাবী জানানো হয়।

মুক্তাগাছা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মৌলবী ইয়াকুব আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত থানা আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মীদের এক জরুরী

সভায় উপরোক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে বিভিন্ন বিরোধীদলের প্রতি আগামী নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানান হয়।

জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিক, মনি সিং, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব আবদুর রাজ্জাক।

সংবাদ
৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

সরকারী প্রেসনোটের আকারে
শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যগত অবস্থান প্রকাশের আহ্বান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ধানমণ্ডী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়াছে। উক্ত ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবর প্রেসনোটের আকারে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জনাব তাজউদ্দিন, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন প্রমুখ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে জারীকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। সভায় বর্তমান খাদ্য পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর আকাশচুম্বী মূল্যের জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া খাদ্যসহ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাসের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ ও রেশনে চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধির দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

সুনামগঞ্জ মহকুমা ন্যাপের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন
সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদানের দাবী

সুনামগঞ্জ (সিলেট), ৮ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।– সুনামগঞ্জ শহরে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সুনামগঞ্জ মহকুমা শাখার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব সনাওর আলী। সভায় সিলেট জেলা ন্যাপের সহ সাধারণ সম্পাদক জনাব তারা মিয়া বর্ত্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং ন্যাপের আদর্শ উদ্দেশ্য ও আভ্যন্তরীণ মতভেদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল বিরোধী দলের একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানান। উক্ত সভায় নিম্নলিখিত কর্মকর্তা ও সদস্যদের লইয়া সুনামগঞ্জ মহকুমা ন্যাপ কমিটি গঠন করা হয়ঃ

সভাপতি–জনাব সনাওর আলী এডভোকেট। সহ-সভাপতি– বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র নাগ, জনাব আবদুল জব্বার। সাধারণ সম্পাদক–জনাব আলী ইউনুছ এডভোকেট। সহ-সাধারণ সম্পাদক–জনাব শওকতুল ইসলাম (আজাদ) ও জনাব আবদুল বারী। কোষাধ্যক্ষ–বাবু বিভাষ কুমার সরকার।

সভায় সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, বর্ধিত খাজনা ও ট্যাক্স মওকুব, বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুব, খাজনার হার কমান, সর্বত্র পূর্ণ রেশনিং প্রথা চালু এবং ২০ টাকা মণ দরে চাউল ও ১০ টাকা মণ দরে গম সরবরাহ, সুরমা, পদ্মা, কালনী, কংস প্রভৃতি নদী খনন করিয়া মহকুমার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রুগ মিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রদেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমান, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ, সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি হস্তান্তরের ক্ষমতা প্রদান, দেশরক্ষা আইন ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, জননেতা মনি সিং, ন্যাপ নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ ও সৈয়দ আলতাব হোসেন, কৃষক নেতা হাতেম আলী ও জিতেন ঘোষ, মতিয়া চৌধুরী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, রাশেদ খান মেননসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তিদান, সুনামগঞ্জের প্রখ্যাত জননেতা শ্রী প্রসুন কান্তি রায় (বরুণ বাবু), ছাত্রনেতা ফরহাদসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর উপর হইতে হুলিয়া ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের প্রকাশ্য আদালতে বিচার, পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম ও পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল, সেন্টো-সিয়াটো ও পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল, স্বাধীন ও নীরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম, প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ও প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম এবং বাকব্যক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা প্রভৃতি দাবী জানাইয়া এবং নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল বিরোধী দলের ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ভিয়েৎনামের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া সরকারীভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থন জানানোর জন্য দাবী জানানো হয়। অন্য প্রস্তাবে রংপুর কাউন্সিল সভাকে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক ঘোষণা করিয়া পার্টির এই সংকটময় মুহূর্তে যে ১৪৯ জন কাউন্সিলার ঢাকার বিশেষ কাউন্সিল সভা আহ্বান করিয়া ন্যাপের সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও স্বৈরাচার বিরোধী পতাকাকে সমুন্নত রাখিয়াছেন তাহাদের প্রতি অভিনন্দন জানানো হয়।

সংবাদ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

'বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র' ও শেখ মুজিব

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ২৮ জনের বিচার প্রকাশ্যে দেশের প্রচলিত

স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে। একই প্রস্তাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষ ও বিষয়টি বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও মহল বিশেষের পক্ষ হইতে ইহাকে উপলক্ষ করিয়া বিরোধীদলীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে যে অপপ্রচার চালান ও হুমকী প্রদর্শন করা হইতেছে উহার প্রতিবাদ জানান হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশেরও দাবী জানান হইয়াছে।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

৬-দফার বাস্তবায়নে নবতর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য ১৩ই ফেব্রুয়ারী- আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়া ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আনোয়ার চৌধুরী একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৯৬৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত ৬-দফা কর্মসূচী প্রকাশ করিয়াছিলেন। জনাব চৌধুরী দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের অপপ্রচারের জবাবে নূতন উদ্যমে ৬-দফা কর্মসূচীর আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

নোয়াখালী জেলা ন্যাপের নবনির্বাচিত সংসদের বৈঠক

ডেল্টা জুট মিলে লক আউট ঘোষণায় ক্ষোভ প্রকাশ

চৌমুহনী, ৮ই ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- স্বায়ত্তশাসন প্রতিটি মানুষের প্রাণের দাবী। এই দাবীর প্রতি আমরা গভীর আস্থা জ্ঞাপন করিতেছি। বিচ্ছিন্নতাবাদের নামে স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বানচাল করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের আমরা তীব্র নিন্দা করি। আমরা প্রতিটি বিরোধী দলকে স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দীদের মুক্তি, সার্বজনীন ভোটাধিকারসহ কৃষক-শ্রমিকের অপরাপর দাবী নিয়া ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইতেছি। সম্প্রতি চৌমুহনী পাবলিক হলে অনুষ্ঠিত নবনির্বাচিত নোয়াখালী জেলা ন্যাপের প্রথম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে আরও বলা হয়, শেখ মুজিবসহ ২১ জন বন্দীকে প্রকাশ্য আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেওয়া হোক।

অপর এক প্রস্তাবে ডেল্টা জুট মিলে লকআউট চলার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং শ্রমিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়। শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে নেতৃত্বের লড়াই ছাড়িয়া প্রায় দুই হাজার শ্রমিকের রুটি-রুজির লড়াইতে স্থানীয় জনসাধারণ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও শ্রমিকদের সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মালিকের সাথে আলোচনা করিয়া মালিকের গোড়ামির অবসান করতঃ অসহায় শ্রমিকদেরকে দুরাবস্থার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য আহ্বান জানান হয়। সভায় প্রথম অধিবেশনে মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে ডাঃ আলাউদ্দিন আহমদ ও বৈকালিক অধিবেশনে জেলা সভাপতি মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ সভাপতিত্ব করেন।

সংবাদ

১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

ঢাকা জেলা ন্যাপ সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক

ঢাকা, ১১ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।- স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা ন্যাপ সম্মেলনে গৃহীত মূল রাজনৈতিক প্রস্তাবে জনগণের জরুরী দাবী, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দী মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সস্তায় খাদ্য প্রভৃতি ইস্যুর উপর ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য সকল বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান জানান হয়। এই প্রস্তাবে দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশদ বিশ্লেষণপূর্বক বর্তমান অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান এবং জনগণের সকল প্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবী জানান হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জাতিসমূহের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার হরণ করিয়া সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদী মহলের স্বার্থে সমগ্র পাকিস্তানে এক ইউনিটারী ব্যবস্থা চালু রাখিয়া যাহারা জাতীয় সংহতি রক্ষায় চিন্তা করিতেছেন তাঁহারা ভ্রান্ত।

রাজবন্দী মুক্তি

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বিনাবিচারে আটক রাখার সরকারী নীতির তীব্র নিন্দা করা হইয়াছে। দেশরক্ষা ও নিরাপত্তা আইনে আটক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের দেশপ্রেমিকের একটানা আটকাবস্থার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে দেশরক্ষা বিধিবলে কারারুদ্ধ প্রাদেশিক ন্যাপ সম্পাদক জনাব

সৈয়দ আলতাফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুল হালিম, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী মনিকৃষ্ণ সেন, জনাব হাতেম আলী খান, শ্রী জীতেন ঘোষ, জনাব শামসুল হক, জনাব আবদুল হাই, শ্রী রমেন্দ্র নারায়ণ সাহা, জনাব আলমাস, শ্রী সত্যেন সেন, বাবু রণেশ দাসগুপ্ত, বেগম মতিয়া চৌধুরী এবং নিরাপত্তা আইনে আটক শ্রদ্ধেয় জননেতা শ্রী মনি সিং, শ্রী সুধাংশু বিমল দত্ত, শ্রী মন্মথ নাথ দে, শ্রী সন্তোষ ব্যানার্জী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচ ন্যাপ নেতা প্রিন্স আবদুল করিম ও আবদুস সামাদ আচকলাই সহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে বিনাশর্তে মুক্তি দাবী করা হইয়াছে। মুক্তি প্রদান সাপেক্ষ দেশরক্ষা বন্দীদের শ্রেণী বিভাগ বিলোপের দাবী করা হইয়াছে।

অপর এক প্রস্তাবে জনাব হারুনর রশীদ চৌধুরী, জনাব মোঃ ফরহাদ, জনাব নাসিম আলী, শ্রী জ্ঞান চক্রবর্ত্তীসহ সকল দেশপ্রেমিকের উপর আরোপিত হুলিয়া প্রত্যাহারের এবং সকল রাজনৈতিক মামলা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহারের এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাপ নেতাদের বাজেয়াফতকৃত সম্পত্তি প্রত্যর্পণের দাবী জানান হইয়াছে।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতারকৃত শেখ মজিবর রহমান ও অপর ২৮ জনের বিচার প্রকাশ্যে দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে। উক্ত প্রস্তাবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণসাপেক্ষ ও বিষয়টি বিচারাধীন হওয়া সত্ত্বেও মহল বিশেষের পক্ষ হইতে ইহাকে উপলক্ষ করিয়া বিরোধীদলীয় নেতৃত্ব সম্পর্কে যে অপপ্রচার চালানো ও হুমকি প্রদর্শন করা হইতেছে, উহার প্রতিবাদ জানান হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশেরও দাবী জানান হইয়াছে।

অপর এক প্রস্তাবে জেলার ধ্বংসমুখী তাঁতশিল্পকে রক্ষার যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, জেলার প্রায় দশ লক্ষ লোক এই তাঁত শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং রং ও অন্যান্য কেমিক্যালস জাতীয় দ্রব্যমূল্যের উচ্চমূল্য ও নাইলনের সহিত অসম প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইয়া এই শিল্প বর্তমানে ধ্বংসের সম্মুখীন এবং এই শিল্পের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিগণ আজ প্রায় সকলেই বেকার।

ইরিধান উৎপাদনে ব্যর্থতার কারণ হিসাবে সরকারি সেচ ব্যবস্থায় উদাসিনতাকে দায়ী করা হয় এবং উপদ্রুত ব্যক্তি আইন প্রত্যাহার, আলু ও পাটচাষীদের স্বার্থরক্ষায় যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্রব্যমূল্য হ্রাসের ব্যবস্থার দাবী প্রভৃতি আরও কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আগামী দুই বৎসরের জন্য নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের জেলা কমিটিতে নির্বাচন করা হয়।

সভাপতি জনাব আহমদুল কবীর, সহ-সভাপতি খন্দকার দেলোয়ার হোসেন, বাবু জীতেন ঘোষ, বিকল্পে সফিউদ্দিন আহমদ, আবদুল হাই, বিকল্পে মিয়া সিরাজুল হক, আবদুল হামিদ খান, মজলি নিজামুদ্দিন খান।

সাধারণ সম্পাদক মীর মাহবুব আলী, যুগ্ম-সম্পাদক ধীরেন্দ্র কুমার মণ্ডল, আবদুর রহমান ঠাকুর, কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সদস্য মিয়া সিরাজুল হক, বিজয় ভূষণ চ্যাটার্জি, সফিউদ্দিন আহমদ, আবদুল খালেক মৃধা, আনোয়ার আলী, নজিবর রহমান, ওয়ারেশ উদ্দিন, নরুল ইসলাম, বাবুর আলী, নূরুর রহমান, হাবিবুল্লাহ বাহার, মোসলেহ উদ্দিন ভুইয়া, মোঃ ইউনুস, আবুল হাশেম, ইউনুস তালুকদার, মনিন্দ্র গোস্বামী, মিজানুর রহমান, ওহিদুল হক।

সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

শেখ মুজিবের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

ঢাকা, ১২ই ফেব্রুয়ারী।– আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রেসনোট প্রকাশের দাবী করিয়া ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি ডাঃ এম, এ, শহীদউদ্দিন ইস্কান্দার (গফুর) এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন: বেসামরিক ব্যক্তি হিসাবে শেখ মুজিবুর রহমান যদি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে আদালতে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে দেশবাসী তাহাকে ঘৃণা ও নিন্দা করিতে কুণ্ঠাবোধ করিবে না। তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হউক।

সংবাদ

১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলন সমাপ্ত

গোপালগঞ্জ, ১৩ই ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি গোপালগঞ্জ আওয়ামী লীগ অফিসে ডঃ ফরিদ আহমদের সভাপতিত্বে গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে ডঃ ফরিদ আহমদ ও নাজির আহমদ তালুকদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। ইহা ছাড়া ২৫ জন জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নির্বাচন করা হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন, অবিলম্বে শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্যে বিচার এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ও অবস্থান সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী জানানো হয়।

ইহা ছাড়া মহকুমার ৪টি থানা কমিটিও গঠন করা হয়। জনাব কাজী আবদুর রশীদ ও জনাব আবুল হাশেম গোপালগঞ্জ টাউন কমিটির, জনাব হোসেন খান ও জনাব নূরুল কাদির কাশিয়ানী থানার, জনাব মাজেদুর রহমান ও জনাব নূর মোহাম্মদ মুকসুদপুর থানার, শ্রী সতীশ চন্দ্র হালদার ও শেখ আবদুল আজিজ কোতওয়ালী পাড়া থানার এবং জনাব আবদুল বারী ও জনাব কামরুল ইসলাম গোপালগঞ্জ থানা কমিটির যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন।

পূর্বাহ্নে কারামুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা শ্রী মুকুন্দ লাল সরকারকে কর্মিগণ মাল্যভূষিত করেন।

আজাদ

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

মোমেনশাহী আওয়ামী লীগের সভায়

শেখ মুজিব সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

মোমেনশাহী, ১২ই ফেব্রুয়ারী।– অনতিবিলম্বে ৬ দফা কর্ম্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমেই পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি, প্রগতি ও সমৃদ্ধি নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী সংসদের বর্দ্ধিত সভায় পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানকে অনতিবিলম্বে বিচার বিভাগের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠান এবং শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবিলম্বে একটা সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের জোর দাবী জানানো হয়।

আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোসতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব ওবায়েদুর রহমান, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিক, ছাত্রনেতা জনাব আবদুর রাজ্জাক, জনাব নুরে আলম সিদ্দিকী, জনাব আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ও শ্রমিক নেতা জনাব আবদুল মান্নানসহ সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তি ও হুলিয়া প্রত্যাহারের জোর দাবী জানা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ১লা মার্চ্চ সদর-উত্তর মহকুমা, ৩রা মার্চ্চ সদর-দক্ষিণ মহকুমা, ২রা মার্চ্চ টাঙ্গাইল মহকুমা, ১২ই মার্চ্চ কিশোরগঞ্জ মহকুমা, ১৫ই মার্চ জামালপুর মহকুমা, ১৭ই মার্চ নেত্রকোণা মহকুমা ও ২৪শে মার্চ জেলা সম্মেলনের তারিখ নির্দ্ধারণ করা হয়।

অন্যান্য প্রস্তাবে জরুরী আইন প্রত্যাহার, খাদ্যসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, ট্যাক্স ও খাজনা হার হ্রাস, সার্টিফিকেটের ... খাজনা আদায় বন্ধের জোর দাবী ও অনতিবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানানো হয়।

শোক প্রস্তাব

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের বর্দ্ধিত সভায় আততায়ী কর্ত্তৃক নিহত আটপাড়া থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল হাকিম আহমদ পূর্ব্বধলা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব নজিরউদ্দিন আহমদ ও শেরপুর আওয়ামী লীগ সভাপতি এডভোকেট নূর মোহাম্মদের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

আজাদ

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

সাধারণ আইনে শেখ মুজিবকে বিচারের অনুরোধ

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

দেশের সাধারণ আইনের বলে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার করা এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য তাঁহার আইনজীবী ও পারিবারিক সদস্যবর্গকে সুযোগদানের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতির মাধ্যমে সরকারের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

সংবাদ

১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

শেখ মুজিবের সহিত পরিবারের সদস্য ও আইন উপদেষ্টার

সাক্ষাতের সুযোগ দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া অবিলম্বে একটি সরকারী প্রেসনোটের দাবীর পুনরুল্লেখ করিয়া গতকাল (শুক্রবার) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

তিনি শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিবারের সদস্যদের এবং আইন উপদেষ্টাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাইয়াছেন। তিনি উল্লেখ

করেন যে, কর্তৃপক্ষ জানুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে শেখ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর একটি সাক্ষাতকারের অনুমতি মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা হয় নাই এবং শেখ সাহেবের স্ত্রীকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইয়াছে।

আজাদ

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

নরসিংদী শহর আওয়ামী লীগের সভায়
শেখ মুজিব সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

নরসিংদী, ১৭ই ফেব্রুয়ারী।- সম্প্রতি নরসিংদী শহর আওয়ামী লীগের এক সভা পি,ডি,এম,পন্থী ও ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপকে দেশের স্বার্থে একত্রিত হবার আহ্বান জানান। সভায় জরুরী আইন প্রত্যাহার ও সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবরের বিচার প্রকাশ্য আদালতে দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী দাবী জানান হয় এবং শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের অবস্থা ও তাঁহার অবস্থান সম্পর্কে অবিলম্বে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হয়।

সভায় রাশিয়া কর্ত্তৃক ভারতকে পর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সাহায্য করায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দিন দিন উর্দ্ধগতিতে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্যও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজে ভর্ত্তি হইতে না দেওয়ার প্রস্তাবে সভায় কথা তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের দাবী

বগুড়া, ২২শে ফেব্রুয়ারী সংবাদদাতা।– সম্প্রতি স্থানীয় জিন্নাহ হলে জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব দেওয়ান মহিউদ্দিন প্রাক্তন এমপিএ, জেলা আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব এ, কে, মুজিবর রহমানের বাৎসরিক রিপোর্ট পেশের পর দেওয়ান মহিউদ্দিন, এ, কে, মুজিবর রহমান ও মুজিবর রহমান মোল্লাকে সমাবেশে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়া জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি গঠিত হয়। ইহা ছাড়া আরও বত্রিশ জনকে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়। অতঃপর মেসার্স সৈয়দ আবু তৈয়ব, আখতারুজ্জামান,

মহম্মদ আলী, হাসেন আলী সরকার ও শামসুর রহমান বক্তৃতা করেন। উক্ত সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও ৬-দফা বাস্তবায়নের জন্য নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন করার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর প্রস্তাবে শেখ মুজিবকে বিচার বিভাগের দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দেশের সাধারণ আইনে বিচার অনুষ্ঠান ও শেখ মুজিবের বর্তমান স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অবিলম্বে একটা প্রেসনোট প্রকাশ, জয়পুরহাটে পুলিসের গুলীবর্ষণের নিন্দা ও নিহত ব্যক্তিদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ বিচার বিভাগীয় তদন্ত, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকার পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম, দেশ হইতে জরুরী আইন প্রত্যাহার, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজে ভর্তির সুযোগদান ইত্যাদির দাবী জানান হয়। তাহা ছাড়া আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মোস্তাক, তাজুদ্দিন, ওবায়দুর রহমান, আবদুল মোমেনসহ সমস্ত রাজবন্দীর আশু মুক্তির দাবী জানান হয়।

সংবাদ

২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের বৈঠক

গৌরীপুর শহর (ময়মনসিংহ), ২১শে ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি স্থানীয় থানা আওয়ামী লীগ অফিসে কার্যকরী সংসদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জামসেদ আলী। সভার সাংগঠনিক বিষয়, থানা আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দীর্ঘ আলোচনা করা হয়। সভায় আগামী ২৬শে ফেব্রুয়ারী থানা আওয়ামী লীগ নির্বাচন অনুষ্ঠান, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান অবস্থার জন্য প্রেসনোট প্রকাশ এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠান এবং আত্মপক্ষ সমর্থন দানের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়। অপর প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, দেশরক্ষা আইনে আটক জনাব তাজউদ্দীন, আবদুর রহমান সিদ্দিকী, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জনাব হাতেম আলী খান, মিসেস মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান, বর্ধিত খাজনা হ্রাস প্রভৃতি দাবী জানান হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় লবণ ও কেরোসিন সহ দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি হওয়ার জন্য বৈঠকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব জাবেদ আলী ও

জনাব আবুল কাশেমের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাহাদের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করা হয়।

সংবাদ

২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

পটুয়াখালী (বরিশাল), ২৩শে ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি সরকারী প্রেসনোট প্রকাশ এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠান ও তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের দাবী জানাইয়া বরিশাল ও পটুয়াখালীর ২০ জন ছাত্রনেতা এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

উক্ত বিবৃতিতে পটুয়াখালী কলেজ ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি ফজলে আলী খান, সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ রাজা মিয়া, পটুয়াখালী মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আলী আকবর মিয়া, সম্পাদক আবদুল মালেক, ছাত্রলীগের মহকুমা সভাপতি মহম্মদ নূরুল ইসলাম, সম্পাদক মহম্মদ আনোয়ার হোসেন, বরিশাল জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন প্রমুখ ২০ জন ছাত্রনেতা স্বাক্ষর করেন।

আজাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

শেখ মুজিবর রহমান সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

যশোর, ২৪শে ফেবরুয়ারী।– যশোর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মোশাররফ হোসেন সরকারের নিকট শেখ মুজিবর রহমানকে কোথায় রাখা হইয়াছে তাহা জানাইয়া এবং তাহার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী জানাইয়া এক বিবৃতি দিয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রধান ও পাকিস্তানের জনদরদী শেখ মুজিবর রহমান আজ এক অজানা অবস্থায় সরকারের হাতে বন্দী। সরকার কর্তৃক প্রচারিত প্রেসনোটে তাঁহাকে আগরতলা ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। এই অভিযোগ সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই জন্ম দিয়াছে অবিশ্বাসের। পাকিস্তান সৃষ্টিতে তাহার সংগ্রামী ভূমিকা ও নবীন চারণের ন্যায় মরহুম হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দ্দীর পাশে পূর্ব্ব বাংলার আনাচে-কানাচে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাকিস্তান আন্দোলনকে সার্থক করিয়া তোলার কথা দেশবাসী বিস্মৃত হয় নাই। প্রিয় নেতার বর্ত্তমান অবস্থান ও তাহার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানার আগ্রহে জনগণ আজ ব্যাকুল। আমি শ্রদ্ধেয় নেতার বর্ত্তমান

অবস্থান, শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশ এবং আনীত মামলায় তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁহার পরিবারের সদস্যদের ও তাঁর নিযুক্ত কৌসুলীকে সাক্ষাৎদানের দাবী জানাইতেছি।—সংবাদদাতা

সংবাদ

২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮

কিশোরগঞ্জের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

কিশোরগঞ্জ, ২৪শে ফেব্রুয়ারী (সংবাদদাতা)।– আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবিলম্বে একটি সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের দাবী জানাইয়া কিশোরগঞ্জের ৬ জন বুনিয়াদী গণতন্ত্রীসহ ন্যাপ, আওয়ামী লীগ ও কৃষক সমিতির ২৫ জন নেতা ও কর্মী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, বিভিন্ন মহল হইতে উপরোক্ত মর্মে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের জন্য বারবার দাবী জানান সত্ত্বেও সরকার এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে নীরব রহিয়াছেন। বিবৃতিতে সরকারী নীরবতায় দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

বিবৃতিতে অন্যান্যদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন মহকুমা ন্যাপ সভাপতি জনাব শাহ শামসুল হুদা, মহকুমা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য।

আজাদ

১লা মার্চ ১৯৬৮

বগুড়া আওয়ামী লীগের সভায়

শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠানের দাবী

ঢাকা, ২৮শে ফেব্রুয়ারী।– সম্প্রতি বগুড়া জিন্নাহ হলে বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গিয়াছে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সাবেক প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব দেওয়ান মহিউদ্দিন।

জনাব দেওয়ান মহিউদ্দিন, জনাব এ, কে মজিবর রহমান ও জনাব মজিবর রহমান মোল্লা যথাক্রমে জেলা কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। সভায় জনাব আখতারুজ্জামান মণ্ডল, সৈয়দ আবু তালিব, জনাব হাসেন আলি সরকার, জনাব মোহামুদ আলী, ডাঃ আওয়াল হাসেন প্রমুখ ৬-দফা কর্ম্মসূচী, সাংগঠনিক বিষয়াদি, বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। সভায় পূর্ব্ব পাক আওয়ামী

লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সকল সুযোগ-সুবিধা দিয়া দেশের প্রচলিত আইনে প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী করা হয়।

সভায় অপর এক প্রস্তাবে জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক, আবদুল মোমেন, ওবায়দুর রহমান, নুরুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ

১লা মার্চ ১৯৬৮

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগ সভার দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার বার্ষিক সাধারণ সভায় দেশের স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে শেখ মুজিবর রহমানের বিচার অনুষ্ঠানের ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ, অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সম্মেলনে জনাব সিরাজুল ইসলামকে সভাপতি ও জনাব মনিরুল ইসলামকে সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া নূতন কমিটি গঠন করা হয়।

সম্মেলনে ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি 'ইনসাফ' করার এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবীতে বক্তৃতায় বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা অন্য যে কোন অঞ্চলের বাসিন্দাদের অপেক্ষা তিল পরিমাণ কম দেশপ্রেমিক নহেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা বিচ্ছিন্নতা কামনা করেন না। তবে এই দেশে সমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার লইয়া মর্যাদার সহিত নাগরিকত্ব ভোগ করিতে চাহেন। তিনি বলেন যে, শুধু ইনসাফের ভিত্তিতেই জাতীয় সংহতি অর্জন করা সম্ভব। জনাব মোদাচ্ছের আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় দলীয় সম্পাদক জনাব আসাদুজ্জামান লাকীও বক্তৃতা করেন।

সংবাদ

১লা মার্চ ১৯৬৮

আগামী ২রা মার্চ আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগামী ২রা মার্চ ১৫নং পুরানা পল্টনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সভায় বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সাংগঠনিক ও অন্যান্য বিষয়াদি আলোচিত হইবে।

বগুড়ায় নূতন কমিটি

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী বগুড়া জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে দেওয়ান মহিউদ্দিনকে সভাপতি, জনাব এ, কে, মজিবর রহমানকে সম্পাদক ও মুজিবর রহমান মোল্লাকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়া একটি নূতন কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

কাউন্সিল সভায় গৃহীত প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে। অপরাপর প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও জয়পুরহাটে গুলীবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হইয়াছে।

করাচী আওয়ামী লীগ

অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটির এক সভায় অবিলম্বে শেখ মুজিবের অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের রিপোর্ট সম্বলিত একটি প্রেসনোট প্রকাশ ও দেশের স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী প্রকাশ্যে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে।

চৌমুহনী

সম্প্রতি চৌমুহনী আওয়ামী লীগের এক সভায় শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে ও ৬-দফা কর্মসূচীতে আস্থা প্রকাশ করা হইয়াছে এবং অবিলম্বে দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী প্রকাশ্যে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে।

ময়মনসিংহ

অপর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, অদ্য সন্ধ্যা ৭ টায় জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে ময়মনসিংহ শহর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

সংবাদ

২রা মার্চ ১৯৬৮

গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের নয়া কর্মকর্তা নির্বাচন

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ২১শে ফেব্রুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের আগামী দুই বৎসরের জন্য নয়া কর্মকর্তা নির্বাচন করিয়া থানা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদ গঠন করা হইয়াছে। ঐ দিনই স্থানীয় রাজবাড়ীর দুর্গা মঞ্চে সদর মহকুমা (উত্তর) আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে সভার

কাজ শুরু হয়। সভায় বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে আগত কর্মীবৃন্দ যোগদান করেন।

কর্মকর্তারা হলেন: জনাব জামশেদ আলী সভাপতি, জনাব হাতেম আলী মিয়া, জনাব ছফির উদ্দিন, ডাঃ আবদুল গফুর, সহ-সভাপতি, ডাঃ আবদুস সোবহান সাধারণ সম্পাদক, জনাব আবদুস সালাম ফকির, জনাব মিজাজ উদ্দিন খান পাঠান, জনাব আবদুল জব্বার সহকারী সম্পাদক, শ্রী আশুতোষ রায় সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব আইনউদ্দিন, দফতর সম্পাদক জনাব মর্তুজা আলী ফকির, শ্রম সম্পাদক, জনাব সৈয়দ আলী কোষাধ্যক্ষ। ইহাছাড়া আরও ২৪ জন সদস্য নেওয়া হয়।

সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্যের অবস্থার জন্য সরকারী প্রেসনোট প্রকাশ, প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠান ও আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়। এক প্রস্তাবে জনাব তাজউদ্দিন, জনাব এ, আর সিদ্দিকী, জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন, জনাব হাতেম আলী খান, শ্রী মনি সিং, মিসেস মতিয়া চৌধুরী সহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি ও মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত পারিবারিক ভাতা প্রদান, বর্ধিত খাজনা হ্রাস, ১৪৪ ধারা ও জরুরী আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনাব সামের আলী ও ফেরীওয়ালা আবদুল মজিদ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী রেল ষ্টেশনে বিশেষ নামধারী ছাত্র প্রতিষ্ঠানের গুণ্ডা কর্তৃক গুরুতর ভাবে ছুরিকাহত হওয়ায় গুণ্ডাদের তীব্র নিন্দা এবং দোষী ব্যক্তিদের কঠোর শাস্তি প্রদান এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য গভীর সহানুভূতি ও আরোগ্য কামনা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

২রা মার্চ ১৯৬৮

ডোমারের জনসভায় আমেনা বেগম

৬-দফা বাস্তবায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ

ঢাকা, ১লা মার্চ।– আজ এখানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এক প্রেসরিলিজে বলা হয়, গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী ডোমারের ডাকবাংলো ময়দানে নিলফামারী মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব আফসার উদ্দীনের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, জনাব আবুল কালাম, রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব নূরুল হক ও রংপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব মজিবুর রহমান।

সভায় জনাব নূরুল হক দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন এবং জনাব মজিবুর রহমান সরকারের বর্তমান নীতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ঐক্যমত হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

জনাব আবুল কালাম তাঁহার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা দাবী সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন এবং এই ৬-দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জনান। জনাব কালাম আওয়ামী লীগের সমাজতন্ত্র, পররাষ্ট্র নীতি ও এক ইউনিট বাতিলের নীতি ঘোষণা করেন এবং ব্যাঙ্ক-বীমা, ও ভারী শিল্প জাতীয়করণের আহ্বান জানান।

মিসেস আমেনা বেগম তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ জনগণের হৃত অধিকার আদায়ের সংগ্রামে আগাইয়া আসিয়াছে এবং অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। মিসেস আমেনা বেগম দেশের অতীত ও বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি দেশের উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যের সম্পর্কে সঠিক ও দুঃখজনক তথ্যাদির উল্লেখ করেন এবং উভয় অংশের মধ্যে এই বৈষম্য দূর করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ দেশের সংহতি কামনা করে। তিনি বলেন, একমাত্র ৬-দফার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দেশের সংহতি স্থাপন সম্ভব।

সংবাদ

৪ঠা মার্চ ১৯৬৮

পটিয়া থানা আওয়ামী লীগ সভায়

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী

পটিয়া (চট্টগ্রাম), ১লা মার্চ (সংবাদদাতা)।– অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পটিয়া থানা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের এক বর্ধিত সভা এডভোকেট বদিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৬ দফার প্রণেতা ও আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং তাঁহার বর্তমান অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশ তৎসহ দেশের প্রচলিত স্বাভাবিক আইন অনুযায়ী বিচারের ব্যবস্থা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের দাবী জানানো হয়।

সভায় বিনাবিচারে আটক জনাব তাজউদ্দীন, জনাব খোন্দকার মোস্তাক, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব ওবায়দুর রহমান, হাজী দানেশ ও সৈয়দ আলতাফ হোসেনসহ সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

আজাদ
৫ই মার্চ ১৯৬৮
আওয়ামী লীগের উভয় গ্রুপের একত্রীকরণের সম্ভাবনা

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ্চ।– পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিনব্যাপী বৈঠক গত রাত্রিতে এখানে সমাপ্ত হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য ও অবস্থান জানানোর জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানানো হয়। ইহা ব্যতীত দেশের প্রচলিত আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ তাহার প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠানের দাবীও জানানো হয়। আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা যায় যে, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ গ্রুপের সহিত পুনর্মিলনের প্রশ্নটী সম্পর্কে আলোচনা করা হয় এবং এই ব্যাপারে আলোচনা চালাইবার জন্য অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগের সম্মিলিত কর্ম্মসূচী গ্রহণের যেরূপ জরুরী প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কখনো পরিলক্ষিত হয় নাই। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে পিডিএমপন্থীদের অতীত কার্য্যাবলীর কথা না ভাবিয়া তাহাদিগকে আওয়ামী লীগে গ্রহণ করার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিতে মত প্রকাশ করা হয়। সভায় আগামী মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ ৪ঠা ও ৫ই মে রংপুরে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও ইত্তেফাক প্রেস বাজেয়াপ্ত প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।– পিপিআই

সংবাদ
৫ই মার্চ ১৯৬৮
করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভা
বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারী বন্ধের দাবী

করাচী, ৪ঠা মার্চ।– করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক প্রেস রিলিজে প্রকাশ, গত ২রা মার্চ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় আওয়ামী লীগ অফিসে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু আসিম এডভোকেট।

সভায় ৩ ঘণ্টা আলাপ-আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়: (১) করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটি গভীর উদ্বেগের সহিত ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি লক্ষ্য করিয়া এই মর্মে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, ভিয়েৎনাম হইতে অবিলম্বে বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সকল সৈন্য প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত এবং ভিয়েৎনামী জনগণকে তাহাদের ভাগ্য তাহাদের নিজেদেরকেই নির্ধারণ করিতে দেওয়া উচিত।

(২) করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এ্যাডহক কমিটি .... সংক্রান্ত রোয়েদাদটি বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে। ইহা এই মর্মে দৃঢ় মত পালন করে যে, উক্ত রোয়েদাদটির প্রকৃতি বিচার বিভাগীয় অপেক্ষা অধিকতর রাজনৈতিক। এই সভা পাকিস্তানকে স্বচ্ছ ভূখণ্ডের এক দশমাংশ এবং ভারতকে, ন্যায়সঙ্গতভাবে যাহা ছিল পাকিস্তানের অংশ, সেই নয় দশমাংশ বরাদ্দ করার ফলে অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে।

(৩) শেখ মজিবুর রহমান এবং অন্যান্যদের যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার করা হইয়াছে তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন, করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটি তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছে এবং উহাতে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন বোধ করিতেছি। সভা এই মত পোষণ করেন যে, উক্ত মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের দেশের স্বাভাবিক আইনকানুন অনুযায়ী প্রকাশ্য আইন আদালতে বিচার করা উচিত। এই সভা বিচারাধীন একটি বিষয় সম্পর্কে সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের তড়িৎ মন্তব্য প্রদানজনিত আচরণে ক্ষোভও প্রকাশ করিতেছে। সরকারকে আমরা শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে বিবৃতি প্রদানের জন্যও জোর তাগিদ প্রদান করিতেছি।

(৪) করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটি দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছে এবং গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছে যে, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিয়া চলিয়াছে। এই সভা তাই ইহার পূর্বোত্থিত দাবীসমূহ পুনরায় এই মর্মে ধ্বনিত করিতেছে যে:

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের জনাব তাজুদ্দীন, খন্দকার মুশতাক আহমদ, জনাব ওবায়দুর রহমান, জনাব আবদুল মোমিন, জনাব আবদুর রাজ্জাক, হাজি দানেশ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, লাহোরের জনাব মীর্জা ইব্রাহিম, সিন্ধুর জনাব হায়দার বখস জাতোই ও জনাব গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী, করাচীর ছাত্রনেতা শাহান শাহ হোসেন এবং পাকিস্তানের প্রখ্যাত নেতা জনাব জি এম সৈয়দসহ সকল রাজবন্দীকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হউক।

(খ) দৈনিক ইত্তেফাক ও সাপ্তাহিক ঢাকা টাইমস শর্তহীনভাবে পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দেওয়া হউক;

(গ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্বকারী সকল আইন রদ করা হউক;

(ঘ) অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হউক;

(ঙ) দেশব্যাপী ১৪৪ ধারা জারী অবিলম্বে বন্ধ করা হউক;
(চ) দেশরক্ষা আইন ও অন্যান্য কালাকানুন এই মুহূর্তে প্রত্যাহার করা হউক;
(ছ) করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এ্যাডহক কমিটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতেছে যে, দেশের সংহতি ও ঐক্যের স্বার্থে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে ক্রমবর্ধমান আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্য ৬-দফার ভিত্তিতে নিরসন করা দরকার।

আজাদ
৬ই মার্চ ১৯৬৮

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ এডহক কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

করাচী, ৪ঠা মার্চ।– গত শনিবার জনাব আবু আসিমের সভাপতিত্বে করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটির এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবর রহমানসহ গ্রেফতারকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের দেশের প্রচলিত আইনে প্রকাশ্য আদালতে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়। ইহা ব্যতীত শেখ মুজিবর রহমানের বর্ত্তমান স্বাস্থ্য ও অবস্থান সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের দাবী জানান হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে ভিয়েৎনাম পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভিয়েতনাম হইতে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার ও ভিয়েৎনামীদের আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার প্রদানের জন্য অভিমত প্রকাশ করা হয়। করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এডহক কমিটির সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করা হয়। সভায় জনাব তাজউদ্দিন, খোন্দকার মুশতাক, ওবায়দুর রহমান, আবদুল মোমেন, আবদুর রাজ্জাক, হাজী দানেশ, আলতাফ আহমদ, লাহোরের মীর্জ্জা ইব্রাহীম, হায়দার বক্স ও সিন্ধুর গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী, করাচীর ছাত্রনেতা শাহানশাহ হোসেন ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা জি, এম সৈয়দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় ছয়দফার ভিত্তিতে দেশে দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর হইতে পারে বলিয়া দৃঢ় মত প্রকাশ করা হয়। –সংবাদদাতা

সংবাদ
১২ই মার্চ ১৯৬৮

সিলেটের জনসভায় গভর্ণর মোনায়েম বলেন
বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ বুনিয়াদী নির্বাচন প্রথা নস্যাৎ করিতে চান

সিলেট, ১১ই মার্চ (এপিপি)।– পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান গত শুক্রবার এখানে বুনিয়াদী গণতন্ত্রী ও অন্যান্য শ্রেণীর লোকদের এক সভায় বক্তৃতাকালে বিরোধী দলীয় নেতাদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলেন যে, তাঁহারা বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথা নস্যাৎ করিয়া দিতে চাইতেছেন। তিনি বিভিন্ন দলিলপত্র এবং রেকর্ডের উদ্ধৃতি দিয়া দেখাইয়া দেন যে, মরহুম খাজা নাজিমুদ্দীন হইতে শেখ মুজিবর রহমান পর্যন্ত সকল নেতাই এই প্রথার নিন্দা করিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই এই ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন।

গভর্ণর বিরোধী দলীয় নেতাদের কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এই সব ব্যক্তি ক্ষমতায় থাকাকালে নিজেদের স্বার্থে জনগণের স্বার্থের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই ধিকৃত রাজনীতিকরা পুনরায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মানসে মুখরোচক শ্লোগান তুলিয়াছেন।

তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জনসাধারণ তাঁহাদের এই বাসনা চরিতার্থ হইতে দিবে না।

চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে একজন মর্যাদাসম্পন্ন কেরানী বৈ কিছুই নয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া গভর্ণর তাঁহার ক্ষমতা লাভের কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বড়ই লজ্জার ব্যাপার যে, যে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী আন্তঃআঞ্চলিক বৈষম্যের সৃষ্টিকর্তা, সেই চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই আজ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের ধ্বজাধারী বলিয়া নিজেকে জাহির করিতেছেন। তিনি বিরোধীদলীয় নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া বলেন যে, তাঁহাদের আমলেই বৈষম্যের বীজ রোপন করা হইয়াছে এবং ক্রমেই উহা ব্যাপকরূপ ধারণ করিয়াছে। তাঁহাদের অবহেলার জন্যই কেন্দ্রের ৪৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা খরচ না হইয়া কেন্দ্রের নিকট ফেরৎ যায়। যদি ঐ টাকা খরচ করা হইত তাহা হইলে প্রদেশের অনেক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইত।

বুনিয়াদী গণতন্ত্র প্রথার প্রশংসা করিয়া গভর্ণর আগে জেলা বোর্ড ও বর্তমানের জেলা কাউন্সিলের এক তুলনামূলক চিত্র তুলিয়া ধরেন। তিনি বলেন যে, আগে সিলেটে জেলা বোর্ডের বার্ষিক বাজেটে ৭ হইতে ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য্য হইত। অথচ বর্তমান সিলেট জেলা কাউন্সিলে ১ কোটিরও বেশী টাকা বৎসরে খরচ করা হয়।

আজাদ
১৩ই মার্চ ১৯৬৮

মোমেনশাহীতে আওয়ামী লীগের নির্ব্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশন

মোমেনশাহী, ১২ই মার্চ।– সম্প্রতি মোমেনশাহী সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক নির্ব্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনে ৬-দফার আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে অনতিবিলম্বে প্রেসনোট প্রকাশের এবং দেশের নিয়মিত আদালতে প্রচলিত আইনে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ তাহার প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠানের জোর দাবী জানান হয়। কাউন্সিল সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া।

সম্মেলনে জনাব মফিউদ্দিন আহমদকে সভাপতি ও জনাব ইমান আলী এডভোকেটকে সম্পাদক নির্ব্বাচিত করিয়া মোমেনশাহী সদর দক্ষিণ মহকুমা আওয়ামী লীগের একটা কার্য্যকরী সংসদ গঠন করা হয়।—সংবাদদাতা

সংবাদ

১৪ই মার্চ ১৯৬৮

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের সভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আজ (বৃহস্পতিবার) সন্ধা ৭টায় ১৫ পুরানা পল্টনে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা হইবে। সভায় সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও আগামী শনিবারে শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন সম্পর্কে আলোচনা হইবে। ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের অধীন সকল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সম্পাদকদেরও এই সভায় যোগদানের জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

সংবাদ

১৪ই মার্চ ১৯৬৮

চট্টগ্রাম জেলা ও শহর ছাত্রলীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম, ১২ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– গত ৬ই মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম জেলা ও শহর শাখার বার্ষিক সম্মেলন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়া অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৫ শতাধিক কাউন্সিলর ও ডেলিগেট যোগদান করেন। জনাব তোফায়েল আহমেদ সম্মেলনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলন ৬-দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দী ও ছাত্রবন্দীর মুক্তি, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উপর হইতে বিধি-নিষেধ প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করে।

সম্মেলনে নিম্লোক্ত ব্যক্তিগণ সর্বসম্মতিক্রমে ১৯৬৭-৬৮ সালের জেলা ও শহর কমিটির নয়া কর্মকর্তা নির্বাচিত হন:

সভাপতি জনাব মুখতার আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক এস এম ইউসূফ, সাংগঠনিক সম্পাদক এ বি এম নিজামূল হক। শহর কমিটির সভাপতি এ কে মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এ বদিউল আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহজাহান কবির।

মৌলবীবাজার মহকুমা ছাত্রলীগ সম্মেলন

মৌলবীবাজার, ১২ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ মৌলবীবাজার মহকুমা শাখার বার্ষিক সম্মেলন স্থানীয় জিন্না হলে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় শাখার পক্ষে মকবুল হোসেন, গোলাম তাহেরী খান, মোশারক হোসেন ও মোশরক আনোয়ার উপস্থিত থাকেন।

উদ্বোধনী অধিবেশন মহকুমা ছাত্রলীগের প্রাক্তন সভাপতি গিয়াসউদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উদ্বোধনী অধিবেশন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন জনাব দেওয়ান নুরুল হোসেন এবং উদ্বোধনী ভাষণদান করেন যথাক্রমে মোশাররফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আসরাফ আলী, গোলাম তাহেরী খান, মোশারফ আনোয়ার ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সদস্য গজনফর আলী চৌধুরী । উদ্বোধনী বক্তৃতায় সকল বক্তাই সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য সরকার বিরোধী সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ১৯৬৮-৬৯ সনের জন্য মোঃ ফিরোজকে সভাপতি, মাহমুদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং স্বপন কুমার ভট্টাচার্যকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয় এবং স্থানীয় শিশু পার্কে গিয়াসউদ্দিনের সভাপতিত্বে ছাত্র জনসভা হয়। উক্ত সভায় আবদুল মোমিন, আকতার উদ্দিন চৌধুরী, মোশারফ হোসেন, মকবুল হোসেন ও গোলাম তাহেরী খান বক্তৃতা করেন।

সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে শেখ মুজিবের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ প্রকাশ্য আদালতে বিচারানুষ্ঠান, ৬ দফার বাস্তবায়ন, হাজী দানেশ, সৈয়দ আলতাফ, তাজউদ্দিন, হাতেম আলী খান, আবদুর রাজ্জাক, মতিয়া চৌধুরী, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, শফি উদ্দিন, জননেতা মনি শিংহসহ সকল ছাত্র ও রাজবন্দীদের অবিলম্বে মুক্তিদান, হুলিয়া ও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, দৈনিক ইত্তেফাকের পুনঃপ্রকাশ, মৌলবীবাজার মহকুমা শহরকে রেললাইন দ্বারা সংযুক্ত ও দেশের আপামর জনসাধারণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে এক গণমোর্চা গঠন করার জন্য সকল বিরোধীয় রাজনৈতিক দলসমূহের নিকট আহ্বান জানানো হয়।

Morning News
15th March 1968
Mujib's birthday on Sunday
(By Our Staff Reporter)

The Dacca City Awami League (six point group) has decided to observe the 48th birthday of the provincial organisation chief Sheikh Mujibur Rahman on Sunday, a party Press release said last night.

The meeting which was attended by presidents and secretaries of the different union committees of the city branch of the party was presided over by Hafez Mohammad Musa. The meeting reiterated its faith in the "leadership of Sheikh Mujibur Rahman" and also its faith "in the six-point programme." It decided to continue "the constitutional and peaceful movement for the realisation of the six-point programme".

The meeting expressed its sorrow over the death of advocate M.A.Rab, "a prominent Awami Leaguer."

The city branch has directed its units who have yet to hold the biennial elections to complete them by March 20 positively.

The meeting also adopted resolutions on what it called rising price of rice, and demanding release of political prisoners.

সংবাদ
১৫ই মার্চ ১৯৬৮
শেখ মুজিব ও ৬-দফার প্রতি সমর্থন
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ৬-দফার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে। গতকাল বৃহস্পতিবার জনাব হাফেজ মোহাম্মদ মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিটি লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভায় উপরোক্ত সমর্থনসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সভায় শেখ মুজিবের অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবর প্রেসনোটের আকারে সর্বসাধারণ্যে প্রকাশ করার এবং প্রকাশ্য আদালতে অবিলম্বে তাঁহার বিচার করার আহ্বান জানানো হয়।

সভায় শেখ মুজিবের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম এ রবের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়। ইহাছাড়া যে সকল ইউনিটের দ্বিবার্ষিক নির্বাচন এখনো শেষ হয় নাই, ২০শে মার্চের মধ্যে তাহা শেষ করার আহ্বান জানানো হয়।

সংবাদ
১৬ই মার্চ ১৯৬৮
আগামী ১৭ই মার্চ শেখ মুজিবের জন্মদিবস পালন

ঢাকা, ১৪ই মার্চ।–আগামী ১৭ই মার্চ রবিবার ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হইবে।

এতদুপলক্ষে উক্ত দিন বিকাল ৫টায় আওয়ামী লীগের ঢাকাস্থ কার্যালয় ১৫ পুরানা পল্টনে এক মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হইবে।

সকল শ্রেণীর নাগরিককে উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান হইয়াছে।

আজাদ
১৭ই মার্চ ১৯৬৮
আজ শেখ মুজিবের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রবিবার বিকাল ৫টায় আওয়ামী লীগ দফতরে একটি মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হইবে।

Pakistan Observer
18th March 1968
Sheikh Mujib's Birthday Observed
(By A Staff Correspondent)

The Awami Leaguers of the Dacca City celebrated on Sunday the 48th birthday of the East Pakistan Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, according to a Press release of the Party.

A milad mahfil was held in this connection under the auspices of the City Awami League at the Awami League office at 15, Purana Paltan, the Press release further said.

The Press release also added that special prayer was offered for the health and longivity of Sheikh Mujib at the different mosques of the city.

Morning News
18th March 1968
Sheikh Mujib's Birthday Celebrated

The 48th birth anniversary of the detained Awami League chief, Sheikh Mujibur Rahman, was celebrated in Dacca and Chittagong yesterday under the auspices of Awami League, reports PPI.

On this occasion, Milad-Mahfils were held and special prayers were offered for sound health and long life of the party leader.

In Dacca, a Milad-Mahfil was arranged by the City Awami League at the provincial Awami League headquarters yesterday afternoon.

A large number of Awami League leaders, workers, and members of the public, including Mr. Nurul Islam MNA and Mr.Mujibur Rahman (Rajshahi), Secretary of pro-PDM. Awami League, were present at the Milad Mahfil. Special prayers were offered at some of the city mosques.

Meanwhile, a telephone message from Chittagong saysঃSheikh Mujib's birthday was celebrated there under the auspices of Chittagong City and District Awami League Committtees.

সংবাদ

১৮ই মার্চ ১৯৬৮

শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা

শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ৪৮তম জন্মদিবস পালন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রবিবার ঢাকায় শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮ তম জন্মদিবস পালন করা হয়। এতদুপলক্ষে ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ১৫ পুরানা পল্টনে এক মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠান করা হয়। এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীসহ বিপুল সংখ্যক লোক অংশগ্রহণ করেন। অতঃপর শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করিয়া মুনাজাত করা হয়।

ঢাকায় কতিপয় মসজিদেও শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মুনাজাত করা হয় বলিয়া আওয়ামী লীগ সূত্রে জানা গিয়াছে।

সংবাদ

১৮ই মার্চ ১৯৬৮

শেখ মুজিবের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের কর্মীসভা

চট্টগ্রাম, ১৬ই মার্চ (তারযোগে প্রাপ্ত)।- আজ এখানে সন্ধ্যাসাড়ে ৬টায় ১২০, অন্দরকিল্লায় চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থকদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবর রহমানের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই সভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এম এ আজিজ।

সভায় যাহারা বক্তৃতা প্রদান করেন তাহাদের মধ্যে জনাব এম, এ, আজিজ, জনাব আবদুল্লা আল হারুন, জনাব আবদুল হান্নান, জনাব আবদুল

মান্নান, জনাব কফিলউদ্দিন, জনাব আবুল কালাম, জনাব মোজাফর আহমেদ, জনাব মোহাম্মদ মুসা, জনাব আবদুল মতিন, জনাব আহসান উল্লা এবং জনাব সাবের আহমেদের নাম উল্লেখযোগ্য।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য জোরদার আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ় সংকল্প পুনরায় ব্যক্ত করা হয়। অপর এক প্রস্তাবে দেশের বিরোধীদল সমূহের দাবী সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমানের বর্তমান অবস্থান ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রাখার হীন মনোভাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং এ সম্পর্কে অবিলম্বে একটি প্রেসনোট প্রদানের দাবী জানানো হয়। শেখ মুজিবের সহিত তাঁহার পরিবারের লোকজনের এবং তাহার আইন উপদেষ্টার নিয়মিত্ত সাক্ষাৎকারের অনুমতি প্রদান এবং দেশের নিয়মিত আইন-আদালতে শেখ সাহেবের প্রকাশ্য বিচার দাবী করিয়াও আরেকটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবটিতে শেখ সাহেবকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানের দাবীও জানানো হয়।

সভা শুরু হওয়ার পূর্বে একটি মিলাদ মহফিল অনুষ্ঠিত হয় এবং শেখ সাহেবের দীর্ঘজীবন ও আশু মুক্তির জন্য মোনাজাত করা হয়।

সংবাদ

১৮ই মার্চ ১৯৬৮

শাহজাদপুরে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জ, ১৬ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতার তার)।- আওয়ামী লীগের উদ্যোগে শাহজাদপুর অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টারী সরকার কায়েমের দাবী জানানো হইয়াছে। প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য সৈয়দ হোসেন মনসুর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় অন্যতম বক্তা জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার তাঁহার বক্তৃতা দেশের স্বাভাবিক রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টির জন্য সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন। আবার এক বক্তা জনাব দবিরউদ্দিন দেশে আইনের শাসন কায়েমের জন্য জোর দাবী জানান। সভায় অন্যান্য যাঁহারা বক্তৃতা করেন তাহাদের মধ্যে জনাব আবদুর রহমান, এ্যাডভোকেট বদিরউদ্দিন, জনাব মির্জা আবদুল হামিজ ও জনাব আবদুর রউফের নাম উল্লেখযোগ্য।

সভায় গৃহীত কতিপয় প্রস্তাবে শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েম, পূর্ণ রেশনিং ব্যবস্থা চালু, বর্ধিত ট্যাক্স প্রত্যাহার ও হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
২০শে মার্চ ১৯৬৮

নোয়াখালীতে আবদুল মালেক উকিল বলেন:
৬ দফা আওয়ামী লীগের একক আন্দোলন নহে– ইহা জাতির স্বার্থে প্রয়োজন

সোনাপুর, (নোয়াখালী) ১৮ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি মাইজদী বার লাইব্রেরী হলে নোয়াখালী শহর আওয়ামী লীগের পুনর্গঠন করে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ মফিজের রহমান।

উক্ত সভায় ডাঃ মফিজের রহমানকে সভাপতি এবং জনাব মোসলেহ উদ্দিনকে সম্পাদক করিয়া শহর আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

পূর্বাহ্নে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আওয়ামী লীগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করিয়া বক্তৃতা করেন মেসার্স শাখাওয়াৎ উল্লা উকিল, জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল। প্রাক্তন এমপিএ জনাব আবদুর রশিদ, জনাব সহিদ উদ্দিন ইসকেন্দার এবং জনাব রফিকউদ্দিন আহমেদ।

জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মালেক উকিল তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে আজ আর আমাদের বসিয়ে থাকিলে চলিবে না। ৬ দফা আন্দোলনের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, ৬ দফা আন্দোলন, পাকিস্তান আন্দোলনের শামিল। ইহা আওয়ামী লীগের একক আন্দোলন নহে– ইহা সমগ্র জাতির জন্য একটি মহান আন্দোলন।

বিদায়ী– সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন আহমেদ তার ভাষণে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার করিবার জন্য এবং আওয়ামী লীগের আদর্শ ও জনকল্যাণমূলক কর্মপন্থার বাণী, দেশের আপামর জনসাধারণের দরজায় পৌছাইয়া দিবার জন্য প্রতিটি আওয়ামী লীগ কর্মীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

উক্ত সভায় এডভোকেট আবদুর রবের শোচনীয় মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

উক্ত সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে যুদ্ধকালীন জারীকৃত জরুরী অবস্থা ও অন্যান্য বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, 'ইত্তেফাকে'র ছাপাখানা নিউনেশন প্রেসের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, মৌলিক অধিকারসহ সকল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রত্যর্পণ, দেশের সত্যিকার গণতন্ত্র ও স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানান হয়।

অন্য এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের বর্তমান অবস্থান এবং শারীরিক অবস্থা প্রকাশ করতঃ অবিলম্বে একটি প্রেসনোট প্রকাশ করার জোর দাবী জানান হয় এবং দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী প্রকাশ্যে বিচার ও আত্মপক্ষ সমর্থনের দাবী জানাইয়া আরও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ
২২শে মার্চ ১৯৬৮

বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

ঢাকা, ২০শে মার্চ (সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবের ৪৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১৮ই মার্চ এখানে একটি মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ছাত্র যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে উক্ত মিলাদের আয়োজন করা হয়। সমবেত জনমণ্ডলী শেখ সাহেবের দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া মোনাজাত করেন। আগামী ২২শে মার্চ শুক্রবার পুরিন্দাতে শেখ মুজিবের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আড়াই হাজার থানা ছাত্রলীগের উদ্যোগে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হইবে। ঢাকা কেন্দ্রীয় আইন কলেজের ছাত্র জনাব এনাজুবর চৌধুরী সভায় সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সংবাদ
২৫শে মার্চ ১৯৬৮

ছাত্রলীগের প্রাদেশিক সম্মেলন সমাপ্ত : শিক্ষা-সংকোচন নীতি প্রত্যাহারের দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

৬-দফা বাস্তবায়ন, শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা সংকোচন বন্ধকরণ এবং ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি আদায়ের বলিষ্ঠ সংগ্রাম অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়া গত শুক্রবার পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দুইদিনব্যাপী প্রাদেশিক সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে।

সম্মেলনের সর্বশেষ অধিবেশনে ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্র ও গঠনতন্ত্রের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উক্ত অধিবেশনে ঘোষণাপত্রে ৬ দফাকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং গঠনতন্ত্রে সাংস্কৃতিক সম্পাদকের পদ বিলুপ্ত করিয়া তদস্থলে সাহিত্য সম্পাদক, পাঠচক্র সম্পাদক, প্রমোদ সম্পাদক ও সমাজসেবা সম্পাদক প্রভৃতি চারিটি নূতন পদ সৃষ্টি করা হয়। ইহা ছাড়া অধিবেশনে টাঙ্গাইল মহকুমা, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক জেলা ঘোষণা করা হয়।

উক্ত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে ৬-দফা সমর্থন ও উহার বাস্তবায়ন, ছাত্রলীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক, আল মুজাহিদী, নুরে আলম সিদ্দিকী, এম, এ, রেজা, ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব রাশেদ খান মেনন ও আলী হায়দর খান প্রমুখ সহ সকল ছাত্রবন্দী এবং জনাব তাজউদ্দিন, জনাব মোশতাক আহমদ সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী জানানো হয়।

ইহাছাড়া অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের প্রাপ্য বিচার, প্রেসনোটের আকারে তাহার সংস্থান স্থলে ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবর জনসাধারণ্যে প্রকাশ করার দাবী জানানো হয়।

ছাত্রলীগ সম্মেলনে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে ছিল সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ও ইত্তেফাক পুনঃচালু– খাদ্য ও নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদ, ন্যায্যমূল্যে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ, শ্রমিক নির্যাতনের নিন্দা ও তাহাদের ন্যায্য দাবী দাওয়া পূরণ, পশ্চিম পাকিস্তানে সাবেক প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

রূপপুর আণবিক প্রকল্প বাস্তবায়ন, শিক্ষা সংকোচন নীতি প্রত্যাহার, হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুবন্দোবস্ত ও জগন্নাথ কলেজ খুলিয়া তথায় শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ, সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন, গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম, জোট বর্হিভূত স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপর সরকারী হামলার নিন্দা, বেতার ও টেলিভিশনে অধিক সংখ্যক রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার, ভিয়েৎনামে মার্কিনী হামলা ও কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা, ভিয়েৎনামীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সমর্থন, ইসরাইলী হামলার তীব্র নিন্দা, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের ফাঁসিদানের প্রতিবাদ ও জাতিসংঘ কর্তৃক কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, টেক্সট বুক বোর্ডের বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি দাবীর প্রতি সমর্থন জানানো হয়।

ইহার পর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়:

সভাপতি– আবদুর রউফ, সহ সভাপতি– মাহবুবুল হুদা ভুঁইয়া, আবদুল বারি, আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, আবু খালিদ মোহাম্মদ ইসহাক, তাহেরুন ইসলাম খান, মোহাম্মদ শামসুদ্দিন, এ, কে, ফিরোজ নুন। সাধারণ সম্পাদক– খালেদ মোহাম্মদ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক– ফজলুর রহমান ফারুক, শাহজাহান সিরাজ, স্বপন কুমার চৌধুরী, সাইদা গফফার, এ, কে, এম, মোজাম্মেল হক ও এস, এম, মনিরুজ্জামান। সাংগঠনিক সম্পাদক– শেখ শহীদুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক– তাসির উদ্দিন আহামেদ, দফতর সম্পাদক– আঃ সঃ মঃ আবদূর রব, প্রমোদ সম্পাদক– আপেল মাহমুদ, পাঠচক্র সম্পাদক– সাহাবুদ্দিন খালেদ, সাহিত্য সম্পাদক– নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু, সমাজসেবা সম্পাদক– মুফিজুর রহমান বাবলু, ক্রীড়া সম্পাদক – মোঃ মহিউদ্দিন আহমদ ও কোষাধ্যক্ষ– মহিউদ্দিন আহমেদ। ইহাছাড়া ১৩ জন সদস্য ও প্রতি জেলা হইতে একজন করিয়া সদস্য গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

২৬শে মার্চ ১৯৬৮

ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সভায় নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গ্রহণ করা হয়ঃ

শোক প্রস্তাব

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সেনানী শ্রী অমর সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া গৃহীত তার প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে, শ্রী অমর সেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পর হইতে এই দেশের সাধারণ মানুষকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মূহূর্ত্ত পর্যন্ত নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়া এই সংগ্রামে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অদ্যকার এই সভা শ্রী অমর সেনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রস্তাব করিতেছে এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

এই সভা গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশিষ্ট সৈনিক শ্রী অমর সেনের উপর স্বাধীনতার পরও সরকার গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত এই গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করা হয় নাই। এই সভা অবিলম্বে সকল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের উপর হইতে গ্রেফতারী পরওয়ানা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাইতেছে এবং ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করিতেছে।

সভায় গৃহীত অপর এক শোক প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ঠাকুরগাঁও মহকুমা শাখার বিশিষ্ট কর্মী খলিলুর রহমান এবং ইকবাল হল শাখার বিশিষ্ট কর্মী আবদুল খালেকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয় এবং তাহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

শিক্ষানীতি

এই সভা গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, সরকার বর্তমানে সুকৌশলে ছাত্রসমাজের শিক্ষাজীবনকে পঙ্গু করিবার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করিতেছেন। উচ্চশিক্ষার দ্বার রুদ্ধ করিবার জন্য সম্প্রতি তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যদিকে কারিগরী শিক্ষা প্রসারের কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত গ্রহণ

করা হইতেছে না। পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করিবার জন্য এবং সাম্প্রদায়িকতার ধারায় ছাত্রসমাজের জীবনকে কলুষিত করিবার জন্য পাঠ্যপুস্তকসমূহে বিকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করা হইতেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যসহ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যবাহী অন্যান্য সাহিত্য ক্রমেই বন্ধ করিয়া দেওয়া হইতেছে। ১৯৬২ সালে আন্দোলনের চাপে সাময়িকভাবে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট স্থগিত রাখিলেও সরকার বর্তমানে পুনরায় ধীরে ধীরে এ রিপোর্ট এবং পরবর্তীকালে রচিত কুখ্যাত হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট কার্যকরী করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করিতেছেন। এই সভা সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতির তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে এবং অবিলম্বে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিল করিয়া ছাত্রসমাজের ২২-দফা শিক্ষাগত দাবী মানিয়া লইবার জোর দাবী জানাইতেছে।

তৃতীয় বিভাগ

সম্প্রতি সরকার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কারিগরি শিক্ষার সঠিক ব্যবস্থা না করিয়া এই সিদ্ধান্ত সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ। এই সভা অনতিবিলম্বে সরকারের এই সিদ্ধান্ত বাতিল ঘোষণার দাবী জানাইতেছে।

গুণ্ডামির নিন্দা

এই সভা গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, সরকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ কর্তৃপক্ষের সহায়তায় ছাত্রসমাজের ন্যায্য আন্দোলনসমূহকে বানচাল করিবার জন্য এবং ছাত্রস্বার্থ বিরোধী ও গণবিরোধী নীতিসমূহ কার্যকরী করিবার জন্য ফ্যাসিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষ কিছু ছাত্রনামধারী গুণ্ডা বাহিনীর সহায়তায় ও বাহির হইতে গুণ্ডা ভাড়া করিয়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করিতেছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচনে, জগন্নাথ কলেজ, পীরগঞ্জে, দেবীগঞ্জ ও জামালপুরে অনুষ্ঠিত ঘটনা ইহারই সাক্ষ্য বহন করে। এই সভা সরকার ও কর্তৃপক্ষের ফ্যাসিষ্ট নীতির বিরুদ্ধে এবং সর্বপ্রকার গুণ্ডামির বিরুদ্ধে আগাইয়া আসিবার জন্য ছাত্রসমাজ, অভিভাবকবৃন্দ এবং সমগ্র জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানাইতেছে।

জগন্নাথ কলেজ সংক্রান্ত

এই সভা গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, কর্তৃপক্ষ প্রদেশের বৃহত্তর কলেজ জগন্নাথ কলেজকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী কিছু সংখ্যক ছাত্রনামধারী গুণ্ডার সহায়তায় বহিরাগত বিপুল সংখ্যক গুণ্ডাবাহিনী সাধারণ ছাত্রদের উপর হামলা চালায় এবং আসবাবপত্র

ভাঙ্গিয়া ফেলে। সাধারণ ছাত্ররা এই হামলা প্রতিহত করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা করিয়াছেন এবং প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান না করিয়া নিরীহ ছাত্রদের গ্রেফতার করিতেছেন এবং অনেককে বাধ্যতামূলক টিসি প্রদান করারও খবর শোনা যাইতেছে। এই সভা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের মুক্তি, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান, বাধ্যতামূলক টিসি দেওয়া বন্ধ এবং অবিলম্বে কলেজ খুলিয়া শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরাইয়া আনার দাবী জানাইতেছে।

জয়পুরহাটের ঘটনা

এই সভা জয়পুরহাটের সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া পুলিসের গুলীবর্ষণের তীব্র নিন্দা প্রকাশ করিতেছে এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিতেছে।

এই সভা প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পবিত্র শহীদ মিনার নির্মাণে বাধা প্রদান ও নির্মিত শহীদ মিনার ভাঙ্গার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করিতেছে।

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

এই সভা অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সভাপতি আলী হায়দর খান, প্রাক্তন সভানেত্রী ও বর্তমান কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্যা মিসেস মতিয়া চৌধুরী, প্রাক্তন সহ-সভাপতি শ্রী পংকজ কুমার ভট্টাচার্য্য, ডাকসুর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শফী আহমদ, কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র বটব্যাল, ছাত্র ইউনিয়নের বিশিষ্ট নেতা যশোরের এনামুল হক, ময়মনসিংহের আবদুল কুদ্দুস, বন্ধ প্রতিষ্ঠানের জনাব আবদুর রাজ্জাক, নূরে আলম সিদ্দিকী, রাশেদ খান মেননসহ সকল ছাত্র, সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল আবদুল হাই, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক রণেশ দাশগুপ্ত এবং জননেতা শ্রী মনি সিংহ, তাজউদ্দিনসহ সকল রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর অবিলম্বে মুক্তি দাবী করিতেছে এবং মুক্তি সাপেক্ষে রাজবন্দীদের দৈনিক ভাতা বৃদ্ধি ও পরিবার-পরিজনকে মাসিক ভাতা প্রদানের দাবী জানাইতেছে।

শেখ মুজিব

এই সভায় অবিলম্বে শেখ মুজিবকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়া প্রচলিত আইন অনুযায়ী সাধারণ আদালতে বিচারের ব্যবস্থার জোর দাবী জানাইতেছে। এই সভা সাথে সাথে তাঁহার বর্তমান অবস্থান ও শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশ ও তাঁহার আত্মীয়-পরিজনদের সহিত নিয়মিত সাক্ষাৎকারেরও ব্যবস্থা করার দাবী জানাইতেছেন।

মামলা প্রত্যাহারের দাবী

সম্প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ছাত্রদের উপর হইতে জারীকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তান সরকার সারা প্রদেশব্যাপী ছাত্রসমাজকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করিয়া অযথা হয়রানি

করিতেছে। এই সভা অবিলম্বে সকল প্রকার মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

এই সভা গভীর ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে, দেশের জনগণ যখন স্বৈরাচারী সরকারের ষ্টিম রোলারে নিষ্পেষিত ও নানাপ্রকার সমস্যা জর্জরিত এবং সরকারের দমননীতি যখন দিনে দিনে চরমাকার ধারণ করিতেছে তখন সরকারবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অনৈক্যের ফলে কোন ব্যাপক আন্দোলন দানা বাধিয়া উঠিতেছে না। এই সভা নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইয়া সংগ্রামী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকল ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক ও বিশেষ করিয়া রাজনৈতিক সংগঠনগুলিকে আহ্বান জানাইতেছে।

সংবাদ

২৭শে মার্চ ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ সংবাদ : শেখ মুজিব সম্পর্কে প্রেসনোট দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ধানমণ্ডী আওয়ামী লীগ পুনরায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া সরকারী প্রেসনোটের আকারে তাঁহার অবস্থান স্থল ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খবর জনসাধারণ্যে প্রকাশ, পরিবার-পরিজনের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা এবং অবিলম্বে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ প্রকাশ্যে বিচারের দাবী জানাইয়াছে।

জনাব নুরুল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ধানমণ্ডী আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যদের সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে উপরোক্ত দাবী জানানো হয়। সভায় ৬-দফার প্রতি আস্থা পুনঃপ্রকাশ এবং ৬ দফা আদায়কল্পে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার শপথ গ্রহণ করা হয়।

ইহাছাড়া সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে খাদ্যশস্যসহ নিত্যব্যবহৃত দ্রব্যের উচ্চমূল্যে উদ্বেগ প্রকাশ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, জনাব তাজউদ্দিন ও মোশতাক আহমেদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে ইত্তেফাক পুনঃপ্রকাশের সুযোগদান এবং ঘন ঘন ১৪৪ ধারা জারী বন্ধ করার দাবী জানানো হয়। সভায় ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার ও শিক্ষা ক্ষেত্রের অরাজকতা দূর করারও দাবী জানানো হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, প্রাথমিক সদস্যদের সাধারণ সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা

করা হয়। সভায় উক্ত কমিটির ১৪ জন কর্মকর্তা, ৮ জন ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ও ১০জন সিটি কাউন্সিলর নির্বাচিত করা হইয়াছে।

সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৬৮

কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভা : ৬-দফা সমর্থন ও স্বায়ত্তশাসন দাবী

কুষ্টিয়া, ২৮শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ডাঃ আখতার হোসেন জোয়ার্দারের সভাপতিত্বে কুষ্টিয়া বার লাইব্রেরী হলে জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক বৈঠকে ছয় দফার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপনপূর্বক পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের দাবী জানানো হয়।

উক্ত বৈঠকে জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে আগাইয়া লওয়ার জন্য এডভোকেট আজিজুর রহমান (আক্কাছকে আহ্বায়ক) নির্বাচিত করিয়া নয় সদস্যবিশিষ্ট একটি অর্গানাইজিং সাব কমিটি গঠন করা হয়। সভায় এক প্রস্তাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ মুজিবকে বর্তমানে কোথায়, কি অবস্থায় রাখা হইয়াছে সে সম্পর্কে দেশবাসীর নিকট একটি সঠিক তথ্যদানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাইয়া তাহাকে প্রকাশ্য বিচার ও তাঁহার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের দাবী করা হয়। কারাগারে বন্দী সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দান করিয়া প্রদেশ হইতে ১৪৪ ধারা ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীও জানানো হয়। পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েমের মাধ্যমেই পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে সংহতি জোরদার করা সম্ভব বলিয়া এই সভায় দাবী করা হয়। সভায় পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার পক্ষেও মত প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ

২৯শে মার্চ ১৯৬৮

ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের জরুরী সভায় প্রস্তাবাবলী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকায় জনাব আবদুল রউফের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদের প্রথম জরুরী সভা হয়। সভায় সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনার পূর্বে একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। জগন্নাথ হলের বিশিষ্ট ছাত্রলীগ কর্মী শ্রী সুধীর কর্মকারের অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ছাড়াও প্রস্তাবে তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক

সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। সভায় গৃহীত আরও কতিপয় প্রস্তাবে ছিল: ৬-দফা বাস্তবায়ন, আবদুল রাজ্জাক, আল মুজাহিদী, নূরে আলম, ওবায়দুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনী, তাজউদ্দীন, খন্দকার মুশতাক আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী, শেখ মুজিবের বর্তমান অবস্থা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারী প্রেসনোট জারী, দৈনিক ইত্তেফাকের ছাপাখানার উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার ও ইত্তেফাক পুনঃচালু, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার। অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার দাবীসহ আরও বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

১লা এপ্রিল **১৯৬৮**

টাঙ্গাইল আওয়ামী লীগের নয়া কমিটি

টাঙ্গাইল, ২৯শে মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় ৬০ জন কাউন্সিলার যোগদান করেন। উক্ত অধিবেশনে জনাব আবদুস সালাম ও মির্জা তোফাজ্জল হোসেনকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া **১৯৬৮**-৬৯ সালের জন্য নয়া কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সরকারের নিকট একটি প্রেসনোট প্রকাশ এবং প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হয়।

সংবাদ

২রা এপ্রিল **১৯৬৮**

ঢাকার ছাত্র-যুব সমাবেশে ভুট্টোর বক্তৃতা

সকল বিরোধীদলকে ঐক্যবদ্ধ করার সঙ্কল্প

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল (সোমবার) তিনি অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের সহিত ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মওলানা ভাসানী ও মিয়া মমতাজ দৌলতানার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের বিষয় উল্লেখ করেন। কিছুদিন পূর্বে কারাগারে শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎকারের ব্যর্থ প্রচেষ্টার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, আগামীতে তিনি পিডিএম নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্যদের সাথে আবার আলোচনায় মিলিত হইবেন।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করাই তাঁহার পার্টির লক্ষ্য এবং গণতন্ত্রে সংগ্রামে তাহার পার্টি সকল গণতান্ত্রিক শক্তির সহিত একযোগে কাজ করিতে আগ্রহী, তেমনি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্যও পাকিস্তান পিপলস পার্টি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী শক্তিসমূহের সাথে একযোগে কাজ করিবে।

স্বায়ত্তশাসন

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীর প্রতিও দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার শক্তিসমূহের সহিত তাহার পার্টি পূর্ণ সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত রহিয়াছে। তিনি ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করেন।

আগামী প্রেসিডেন্সিয়াল নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব ভুট্টো বলেন যে, অন্যান্য বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করার পূর্বে তিনি এ সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করিতে পারেন না।

তবে তিনি বলেন যে, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির মারফত জয়লাভ করা না করা এবং নির্বাচন মারফত জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা দুইটি স্বতন্ত্র প্রশ্ন। তিনি মৌলিক গণতন্ত্রী পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেন।

গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র

জনাব ভুট্টো বলেন যে, জনগণের ভোটে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করাই হইতেছে আজিকার মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য। সকল শাসনতান্ত্রিক সমস্যার সমাধানের ভার জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং এই ব্যাপারে সকল প্রাপ্তবয়স্কের গোপন ভোট গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বলেন যে, জাতির ভাগ্যের সহিত জড়িত শাসনতান্ত্রিক সমস্যাসমূহ কখনই কোন স্বার্থসর্বস্ব কোটারী ফয়সালা করিতে পারে না। তিনি বলেন যে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম গণপরিষদ শাসনতন্ত্র প্রদানে ব্যর্থ হয় তৎপর **১৯৫৬** সালের গণপরিষদ একটি শাসনতন্ত্র প্রদান করে। যদিও এই গণপরিষদের নিকট জনগণের পূর্ণ ম্যাণ্ডেট ছিল না। আর **১৯৬২** সালের শাসনতন্ত্র তো জনগণের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জনগণের অধিকার হরণের পরিণামে কোন পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নের সমাধান এ যাবৎ সম্ভব হয় নাই। তিনি আরও বলেন যে, গত ২০ বৎসরে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে জনগণের মতামত লওয়া হইলে এক্ষণে স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র কায়েমের আন্দোলন করার প্রয়োজন হইত না।

স্বায়ত্তশাসন

জনাব ভুট্টো ফেডারেল ধরনের শাসনব্যবস্থা কায়েমের এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পক্ষে জোরালো বক্তব্য উপস্থাপিত

করেন। তিনি বলেন যে, ক্ষমতাসীনরা দাবী করিতেছেন যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু আসলে গভর্ণরের মাধ্যমে এখানে এজেন্সী শাসন কায়েম করা হইয়াছে। তিনি বলেন যে, এই এজেন্সী ব্যবসায় পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণের মাত্রা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, তিনি মনে করেন বিষয়টি বিতর্কমূলক এবং জনগণের মতানুসারেই এই প্রশ্নের ফয়সালা করিতে হইবে।

৬-দফা

জনাব ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবী জানাইলেও ৬-দফা কর্মসূচীর সহিত তিনি যে পূরাপূরি একমত নহেন, উহাও প্রকাশ করেন।

তিনি বলেন যে, প্রদেশসমূহকে ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিয়া যেমন প্রদেশ ও কেন্দ্রের বুনিয়াদ শক্তিশালী করিতে হইবে এবং জাতীয় ঐক্যকে মজবুত করিতে হইবে। তেমনি কেন্দ্রের হাতে মাত্র ২টি বিষয় রাখিয়া এবং কেন্দ্রকে ট্যাক্স আদায়ের কোন ক্ষমতা প্রদান না করিয়া উহাকে প্রদেশসমূহের– পেনশনভোগীও করা চলিবে না। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়ের হাতে ট্যাক্স আদায়ের ক্ষমতা রাখিতে হইবে। উল্লেখযোগ্য, ৬-দফা কর্মসূচীতে ট্যাক্স আদায়ের ক্ষমতা শুধু প্রদেশকে প্রদানের প্রস্তাব রহিয়াছে এবং কেন্দ্রের হাতে শুধু দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এই দুইটি বিষয় থাকিবে বলিয়া বলা হইয়াছে।

দুইটি মুদ্রা

৬-দফা কর্মসূচীতে উল্লেখিত দুইটি মুদ্রা কায়েমের প্রস্তাবেরও তিনি বিরোধীতা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তান হইতে পশ্চিম পাকিস্তানে পুঁজির পাচার রোধ করাই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে দুইটি কিম্বা ততোধিক মুদ্রা চালু করিয়া উহা করা সম্ভব হইবে না। পুঁজির পাচার বন্ধ করিতে হইলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বিলোপ করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, দুইটি মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করিয়া পূর্ব পাকিস্তান হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেও পুঁজি ও মুনাফা পাচার বন্ধ করা যাইবে না।

বৈদেশিক মুদ্রা

৬-দফা কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানী কর্তৃক অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব করা হইয়াছে। সে সম্পর্কে তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান সন্নিবেশনের প্রয়োজন নাই। পশ্চিম পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের শোষণ বন্ধ করার জন্য

প্রয়োজন বৃহৎ পুঁজিবিরোধী একটি সৎ রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের। তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ ও পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ উভয়েই নির্মমভাবে শোষিত হইতেছে একচেটিয়া ধনিকদের হাতে।

৬-দফা কর্মসূচীতে পূর্ব পাকিস্তানে আধা সামরিক বাহিনী গঠনের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে সে সম্পর্কে জনাব ভুট্টো বলেন যে, তিনি সমগ্র জনগণের হাতে অস্ত্র তুলিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী।

আলোচনার প্রয়োজন

জনাব ভুট্টো বলেন যে, ৬ দফার মূল কথা স্বায়ত্তশাসন সম্পর্কে দ্বিমতের অবকাশ নাই। তবে স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ সম্পর্কে যে ভিন্নমত বিরাজমান উহা আলোচনার মারফত নিষ্পত্তিযোগ্য। কিছুদিন পূর্বে তিনি কারাগারে শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, আলোচনার মারফতে রাজনৈতিক প্রশ্নের সমাধান করাই হইতেছে গণতন্ত্রের রীতি। তিনি প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিব নিজেও ৬ দফা কর্মসূচী প্রকাশকালে বলিয়াছিলেন ইহা কোন চূড়ান্ত দলিল নয়। ইহার এখানে সেখানে রদবদলও করা যাইতে পারে।

জনাব ভুট্টো বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে বিতর্কের ও আলোচনার সুযোগ না দিয়া ক্ষমতাসীন সরকার জাতীয় ঐক্যের ও জাতীয় স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত হানিতেছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত এক প্রশ্নের উত্তরে জনাব ভুট্টো বলেন যে, অভিযুক্তদের প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং জনগণকে সমর্থনের সুযোগ দিতে হইবে। স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলিয়া বিচ্ছিন্ন করার সরকারী প্রয়াসের কঠোর সমালোচনা করিয়া জনাব ভুট্টো বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ট। সংখ্যাগরিষ্ট জনগণ বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে ইহা বলা আহাম্মকী। তিনি বলেন যে, স্বায়ত্তশাসনের দাবী প্রতিটি পূর্ব পাকিস্তানীর দাবী। সকল বিরোধীদল এবং পিডিএম-এর ৮-দফা কর্মসূচীতেও এই স্বায়ত্তশাসনের দাবীর স্বীকৃতি রহিয়াছে।

জনাব ভুট্টো ক্ষমতাসীনদের স্মরণ করাইয়া দেন যে, ১৯০৫ সালের শাসনতন্ত্রেও কিছু পরিমাণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিতে ঔপনিবেশিক ইংরেজরা বাধ্য হইয়াছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে কাহারও পক্ষেই দীর্ঘদিন ধরিয়া এই দাবীকে অস্বীকার করা সম্ভব হইতে পারে না। তিনি বর্তমান শাসনতন্ত্রকে ১৯০৫ সালের শাসনতন্ত্র অপেক্ষা নিকৃষ্ট আখ্যায়িত করেন।

তিনি আরও বলেন যে, ক্ষমতাসীনরা প্রচার করিতেছেন যে, স্বায়ত্তশাসন প্রদান করিলে পাকিস্তান দুর্বল হইয়া পড়িবে। তিনি প্রশ্ন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রসমূহের ব্যাপক স্বায়ত্তশাসন রহিয়াছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কি তাই বলিয়া দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। জনাব ভুট্টো তাঁহার সহিত সহযোগিতা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানী তরুণদের প্রতি আহ্বান জানান। চলতি সফরে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সাড়া লক্ষ্য করিয়াও তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, সংবাদপত্রে খবর ছাপা না হইলেও রংপুর ও সিলেটে তিনি জনসাধারণের নিকট হইতে অভূতপূর্ব সাড়া লাভ করিয়াছেন। তিনি বলেন, ছাত্ররা যাহাতে কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করিতে না পারে তজ্জন্য সরকার কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছে, যে অর্ডিন্যান্স বলে ছাত্রদের ডিগ্রি পর্যন্ত কাড়িয়া লওয়া যায়। জনাব ভুট্টো বলেন যে, সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারিলে দেশবাসীকে দিয়া একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত পাকিস্তান গড়িয়া তোলা সম্ভব হইবে।

Dawn

3rd April 1968

Six Points redundant, says Bhutto

DACCA. April 2: Mr Bhutto, Chairman of the Pakistan people's party and a former Foreign Minister of Pakistan, yesterday described as "redundant" most of the demands incorporated in the Six Points programme of the East Pakistan Awami League.

Addressing a large gathering of students at the institute of Engineers here. Mr Bhutto said that he supported only one demand of the six points, that is the creation of a genuine federation in Pakistan.

He said he could not agree on the six-point demand that the Central government should be left with only two subjects, namely defence and foreign affairs.

This arguments, he maintained "sounds dogmatic and dictatorial" stating that this could not be pre-conditioned. He said the Centre must have the competence to deal with emargencies and for that a strong Centre was needed.

He Further said that the matter would be decided by the people of Pakistan alone through democratic process.–PPI.

সংবাদ

৩রা এপ্রিল ১৯৬৮

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

'শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থাই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য'

ময়মনসিংহ, ১লা এপ্রিল (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, নির্যাতিত মানুষের দাবী-দাওয়া লইয়া যাহারাই আগাইয়া আসিবে তাহাদের সহিত একযোগে আওয়ামী লীগ আন্দোলন করিতে বদ্ধপরিকর।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ নির্বাচনী কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করিতেছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, যত অত্যাচার নির্যাতন আসুক না কেন আওয়ামী লীগ ৬-দফা দাবী ত্যাগ করিবে না।

সভাপতির ভাষণে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম আরো বলেন, ৬ দফা এখন আর শুধু আওয়ামী লীগের একার দাবী নহে, ৬-দফা এখন ১১ কোটি পাকিস্তানীর দাবী। ৬-দফা বিচ্ছিন্নতার প্রতীক নয়, ৬-দফা পাকিস্তানের ঐক্য, সংহতি ও প্রগতির প্রতীক।

তিনি আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ব্যাখ্যাদান করিয়া বলেন, সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য। সৈয়দ সাহেব শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অনতিবিলম্বে সরকারী প্রেসনোটে প্রকাশের দাবী জানান। মিসেস আমেনা বেগম শেখ মুজিবর রহমানের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ দেশের নিয়মিত বিচারালয়ে প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়া বলেন, শেখ মুজিব যদি দেশদ্রোহী হয় তাহা হইলেও দেশবাসীর তা জানার অধিকার আছে।

সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবুল কালাম, জনাব রফিক উদ্দিন ভূঁইয়া ও জনাব আবদুল মান্নান বক্তৃতা করেন।

জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সভাপতি, জনাব রফিকউদ্দিন ভূঁইয়াকে সম্পাদক, জনাব খোন্দকার আবদুল মালেককে সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব শামসুল হককে প্রচার সম্পাদক, জনাব কমরুদ্দিনকে শ্রম সম্পাদক, জনাব আবুল মনসুর আহমদ এডভোকেটকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, জনাব নাজিম উদ্দিন এডভোকেটকে দপ্তর সম্পাদক, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিক (দেশরক্ষা আইনে বন্দী) কে সহ-সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হইয়াছেন জনাব আমিনুর রহমান এডভোকেট। এতদ্ব্যতীত ৬ জন

সহ-সভাপতি ও আরও ৫ জন সহ-সম্পাদক এবং ১৮ জন কার্যকরী সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবলীতে ৬-দফার আশু বাস্তবায়ন, শেখ মুজিবের অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্পর্কে অনতিবিলম্বে সরকারী প্রেসনোট প্রকাশের দাবী, আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব তাজুদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মোমেন, জনাব আবদুর রহমান সিদ্দিক, ছাত্রলীগ নেতা জনাব আবদূর রাজ্জাক, জনাব আল মূজাহিদী, জনাব আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী, ছাত্র ইউনিয়নের প্রাক্তন সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ও শ্রমিক নেতা জনাব আবদুল মান্নানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাস, ট্যাক্স খাজনা বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা ও সার্টিফিকেটযোগে খাজনা আদায় রহিত, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা ও কিশোরগঞ্জে জারীকৃত ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, মুক্তাগাছায় ছাত্রলীগ কর্মী মনজু খোন্দকার ও লুৎফরসহ ৪২জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহার, '৭০ সন হইতে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করার সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং 'ইত্তেফাক'-এর পুনঃপ্রকাশ দাবীসহ আরো কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট এম, এ, রব ও জনাব ময়েজউদ্দিন আহমদের অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং এক মিনিট নিরবে দণ্ডায়মান হইয়া মরহুমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।

সংবাদ

৩রা এপ্রিল ১৯৬৮

১৯শে ও ২০শে এপ্রিল সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন

সিলেট, ১লা এপ্রিল (সংবাদদাতার তার)।– অদ্য সিলেট জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভায় আগামী ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল সিলেটে জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জনাব হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সম্মেলন উপলক্ষে জনাব সিরাজউদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করিয়া একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

সভায় সম্মেলনে যোগদান করার জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিসেস আমেনা বেগম, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এমএনএ, জনাব আবদুল মালেক এমপিএ, জনাব আবদুল আজিজ, জনাব জহুর আহমদ, জনাব নূরুল

হক এমপিএ, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন ও জনাব কামরুজ্জামানকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আগামী ১০ই এপ্রিলের মধ্যে সকল কাউন্সিলর ও ডেলিগেট তালিকা প্রেরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিটগুলির প্রতি আবেদন জানান হইয়াছে। ৬-দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য সম্পর্কে প্রেসনোট প্রকাশের এবং প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানাইয়া উক্ত সভায় কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে এডভোকেট আবদুর রবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

সংবাদ

৩রা এপ্রিল ১৯৬৮

শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও ৬-দফার প্রতি আস্থা প্রকাশ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

নারায়ণগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও ৬-দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া প্রেসনোটের আকারে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্য ও অবস্থানস্থল সম্পর্কিত খবর জনসাধারণ্যে প্রকাশ করার দাবী জানাইয়াছে। জনাব আফতাব উদ্দিন ভূঞার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মহকুমা আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে উপরোক্ত দাবী জানানো হয়।

সভায় পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল এবং খাদ্যশষ্যের উচ্চমূল্যের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ইহাছাড়া কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব তাজউদ্দিন, খোন্দকার মোশতাকসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং ইত্তেফাকের ছাপাখানা ছাড়িয়া দেওয়ার দাবী জানানো হয়।

আজাদ

১১ই এপ্রিল ১৯৬৮

নেত্রকোনায় আওয়ামী লীগের সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

নেত্রকোনা, ৯ই এপ্রিল।– সম্প্রতি নেত্রকোনা মহকুমা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মোক্তার পাড়ার মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টীর সম্পাদক জনাব আবদুল হাকিম চৌধুরী এম, পি, এ ও ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভুইয়া অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন।

জনাব রফিকউদ্দিন ভুইয়া তাহার বক্তৃতায় বলেন যে, কারাদণ্ডিত হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। কাজেই এ ন্যায্য আন্দোলন অব্যাহত রাখার ফলে যদি আওয়ামী লীগারদের আগুনে আত্মাহুতি দিতে হয় তবু আন্দোলন স্তব্ধ হইবে না। তিনি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, গণতন্ত্রের প্রতিভূ জনাব হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পাকিস্তান আইন পরিষদের ভিতরে ও বাহিরে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল গঠন করার ব্যাপারে যে সমস্ত নেতা সামনের সারিতে ছিলেন তাহাদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম প্রথমেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান-এর বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করেন।

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য ইস্যুভিত্তিক আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্ম্মসূচীর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমই আওয়ামী লীগের লক্ষ্য বলিয়া তিনি ঘোষণা করেন।

সভায় শেখ মুজিব কোথায়, কি অবস্থায় আছেন তাহা সরকারী প্রেসনোট মারফৎ জনগণকে অবহিত করার জন্য জোর দাবী জানানো হয়। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা, ৬-দফার আশু বাস্তবায়ন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মোমেন, তাজউদ্দিন আহম্মদ, খন্দকার মোস্তাক আহম্মদ, শেখ ফজলুল হক ও ছাত্রনেতা মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রেজ্জাক, নুরে আলম সিদ্দিকী, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নানসহ সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী ও দেশরক্ষা আইন বাতেল ইত্যাদি কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।—সংবাদদাতা

সংবাদ

১৩ই এপ্রিল ১৯৬৮

রংপুর আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভায় অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী

রংপুর, ১১ই এপ্রিল (সংবাদদাতা)।— গত ৭ই এপ্রিল এখানে অনুষ্ঠিত জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সার্বজনীন ভোটাধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শেখ মুজিবর রহমানের অবস্থান সম্পর্কে প্রেসবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, রাজবন্দীদের মুক্তির দাবী জানানো হয়।

স্থানীয় আর্টস কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত এই কাউন্সিল সভায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাঃ আবদুল হামিদ সভাপতিত্ব করেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম, জনাব রফিকউদ্দিন ভুইয়া, আবুল কালাম প্রমুখ বক্তৃতা প্রসঙ্গে ছয়দফা জনপ্রিয় করার জন্য কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মেসার্স লুৎফর রহমান, নূরুল হক এডভোকেট ও মোঃ আউয়াল যথাক্রমে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।

আজাদ

১৬ই এপ্রিল ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী সংসদের বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্য বিচার দাবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (ছয়দফা পন্থী) কার্য্যকরী সভায় জরুরী দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠানের দাবী জানান হইয়াছে।

গত শনি ও রবিবার পুরানা পল্টনে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের উক্ত সভায় যথাক্রমে জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব কামরুজ্জামান ও পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শেখ মুজিবকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদান এবং তিনি কোথায় কিভাবে রহিয়াছেন সে সম্পর্কে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আওয়ামী লীগের এই সভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

ইহাছাড়া সভায় আগামী পহেলা ও ২রা জুন পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কাউন্সিল অধিবেশন এবং আগামী ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে সকল জেলা কমিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় পাঁচ সদস্য-সদস্যা বিশিষ্ট একটী প্রতিষ্ঠানিক নির্ব্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হইয়াছে।

গৃহীত এক প্রস্তাবে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যয়নরত প্রায় তের হাজার ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যবিড়ম্বনার আশঙ্কায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং অবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খুলিয়া স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনার দাবী জানান হয়।

সভার অপর এক প্রস্তাব আওয়ামী লীগ নেতা খন্দকার মুস্তাক আহমদ, তাজউদ্দিন আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে।

এক প্রস্তাবে মাদারীপুর ও নোয়াখালীতে সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ও আহতদের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয় এবং ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল

অধিবাসীদের জন্যে যথোপযুক্ত ত্বরিত সাহায্য প্রদানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান হইয়াছে।

অপর প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো আন্দোলনের মহান নেতা ডক্টর মার্টিন লুথার কিং-এর হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, বিশ্ববাসী আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ত ও শান্তি আন্দোলনে একজন মহান সৈনিককে হারাইয়াছে।

সংবাদ
১৬ই এপ্রিল ১৯৬৮
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দাবী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পুনরায় পার্টি প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ৬-দফার প্রতি পুনঃ আস্থা প্রকাশ করিয়া ৬-দফা আদায়ের নিয়মতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। গত রবিবার সমাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দুইদিনব্যাপী সভায় উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে জনাব কামরুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

সভায় আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ-সুবিধাসহ প্রকাশ আদালতে শেখ মুজিবের বিচার করার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানানো হয়। ইহাছাড়া সভায় জনাব তাজউদ্দিন, জনাব আবদুল মোমেন ও জনাব ওয়ায়েদুর রহমানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি এবং প্রদেশের বৃহত্তম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জগন্নাথ কলেজ অবিলম্বে খুলিয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহাছাড়া সভায় মিসেস আমেনা বেগমকে আহ্বায়ক করিয়া ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটি নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে ঘুর্নিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত সাহায্য প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

Pakistan Observer
18th April 1968
Judgment in Sk. Mujib's Paltan case delayed
(By Our Court Correspondent)

The delivery of judgment in a case against Sheikh Mujibur Rahman on charge of sedition was adjourn on Wednesday for the third time, because the accused was not present before the court. The date of the adjournment could not be known on the day.

Additional Deputy magistrate, Mr. M. S. Khan concluded the hearing in the case in the early part of January inside Dacca Central Jail as in some other cases against the accused in the recent past.

In this case Sheikh Mujibur Rahman had been charged that he had delivered a speech at Paltan Maidan on March 29, 1964 and it had spread or tended to spread sedition.

আজাদ
১৯শে এপ্রিল ১৯৬৮
চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ : দ্বিবার্ষিক সম্মেলন
জেলখানায় অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতাদের মুক্তি দাবী

চট্টগ্রাম, ১৬ই এপ্রিল।– সম্প্রতি চট্টগ্রাম সদর উত্তর ও দক্ষিণ মহকুমার দ্বিবার্ষিক যুক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে চট্টগ্রাম জে, এম, সেন হলে অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এম, এ, আজিজ সভায় সভাপতিত্ত করেন। জনাব এম, এ, আজিজ তাহার ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারবর্গের সহিত শেখ সাহেবের যোগাযোগ রক্ষার সুযোগ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান। শেখ সাহেবের বিচার প্রকাশ্যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য আইনজ্ঞ নিয়োগের সুযোগ দেওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, দেশের স্বাভাবিক আইন মতে আদালতের বিচারকের সুক্ষ্ম বিচার আওয়ামী লীগ তথা দেশবাসী প্রত্যক্ষ করার সুযোগ লাভ করিবে, ফলে শেখ সাহেব ও অন্যান্যরা যদি প্রকৃত দোষী সাব্যস্ত হয় তাহা হইলে আগরতলা ষড়যন্ত্রের ন্যায় হীন কার্য্যের জন্য আমরা একযোগে নিন্দা করিব। জনাব আজিজ বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান অসুস্থ, প্রাদেশিক ছাত্রলীগের প্রাক্তন সম্পাদক জনাব আবদুর রাজ্জাক হাসপাতালে, ন্যাপ নেতা বাবু জিতেন ঘোষ বসন্ত রোগে আক্রান্ত, আওয়ামী লীগ কর্ম্মী নুরুল ইসলাম যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণিতেছে। তিনি অবিলম্বে মানবতার খাতিরে এইসব দেশপ্রেমিকের অমূল্য জীবন রক্ষার্থ অবিলম্বে মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানান।

সংবাদ
২০শে এপ্রিল ১৯৬৮
খুলনায় আওয়ামী লীগের জনসভা : সমাজতন্ত্র ও ৬-দফা কায়েমের দাবী

খুলনা, ১৮ই এপ্রিল (সংবাদদাতার তার)।– অদ্য খুলনা মিউনিসিপ্যাল পার্কে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় বক্তৃতা করেন পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা কাজী মোহাম্মদ ফয়েজ, জনাব খলিল আহমেদ তিরমিজী, জনাব আবু হাসেম, পূর্ব

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, সৈয়দ এমদাদ আলী শাহ, শেখ আবদুল আজিজ, পীর মোহাম্মদ ইউনুস, জনাব এনায়েত আলী, জনাব আবুল কালাম, জনাব আবুল কাশেম প্রমুখ।

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী মোহাম্মদ ফয়েজ তাহার বক্তৃতায় বলেন, চিন্তার স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিশ্বে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার। শেখ আবদুল আজিজ ৬-দফা ও এক ইউনিট বিলোপের কর্মসূচী গ্রহণের অর্থনৈতিক কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন। মিসেস আমেনা বেগম তাহার বক্তৃতায় আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের আন্দোলনে শরীক হওয়ার জন্য সর্বশ্রেণীর জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে সমাজতন্ত্র, ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন, শেখ মুজিব ও আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির প্রকাশ্য বিচারের দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ইহাছাড়া অপর কতিপয় প্রস্তাবে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ইত্তেফাকের ছাপাখানা প্রত্যার্পণ, খাজনা হ্রাস এবং লবণকর মওকুফের দাবী জানান হয় এবং ভিয়েৎনামে মার্কিনী হামলার নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। মাদারীপুর ও নোয়াখালীর ঘুর্ণিজড়ে ক্ষয়ক্ষতি এবং মোল্লা আবুল কালাম আজাদ, জনাব আবদুর রব এডভোকেটের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

২২শে এপ্রিল ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা : কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার), ১৫ পুরানা পল্টনে ঢাকা সদর-উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক বিষয়ের উপর আলোচনার পর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের ঐক্য, সংহতি ও সমৃদ্ধি আরও জোরদার হইতে পারে। প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী। প্রস্তাবে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ৬-দফা কর্মসূচী ও গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য জনমত সংগঠনের জন্য সকল কর্মীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

শেখ মুজিব প্রসঙ্গে

এক প্রস্তাবে অবিলম্বে প্রেসনোটের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমানের স্বাস্থ্য ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন করা হয়। প্রস্তাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রকাশ্য বিচার দাবী ও তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের পূর্ণ সুযোগদানের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানান হয়।

রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে

অপর প্রস্তাবে বর্তমানে আটক সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, ছাত্রনেতা ও শ্রমিক নেতাদের মুক্তিদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

বাস ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে

সভায় এক প্রস্তাবে শহরে অহেতুক বাস ভাড়া বৃদ্ধির ফলে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই ভাড়া বৃদ্ধি কার্যকরী করা হইলে সাধারণ লোক গুরুতর ক্ষতির সম্মুখীন হইবে। প্রস্তাবে ঢাকা মোটর ভেহিকেল এসোসিয়েশন ও ইপিআরটিসি কর্তৃপক্ষকে ভাড়া বৃদ্ধি প্রত্যাহার করার আহ্বান জানান হয়।

দেশরক্ষা বিধি প্রত্যাহার কর

এক প্রস্তাবে দেশরক্ষা বিধি প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপর প্রস্তাবে খাদ্যদ্রব্যের মুল্য সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনয়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

২৬শে এপ্রিল কাউন্সিল সভা

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আগামী ২৬শে এপ্রিল বেলা ৩টায় ১৫ পুরানা পল্টনে ঢাকা সদর-উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করা হয়।

সংবাদ

২৫শে এপ্রিল ১৯৬৮

কুষ্টিয়া সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত

কুষ্টিয়া, ২৩শে এপ্রিল (ইউপিপি)।– গত ১৮ই এপ্রিল জনাব আখতার হাসানের সভাপতিত্বে স্থানীয় বার লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত এক সভায় কুষ্টিয়া সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ পুর্নগঠিত হয়।

এডভোকেট জনাব আহসানুল্লা এবং এডভোকেট আবদুল লতিফকে যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক করিয়া একটি শক্তিশালী কার্যনির্বাহক কমিটি গঠিত হইয়াছে। কার্যনির্বাহক কমিটিতে মোট ৮ জন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। সভায় শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্য বিচার দাবী করা হয়।

সংবাদ
২৫শে এপ্রিল ১৯৬৮
বাগেরহাটে আওয়ামী লীগ সভায়
জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিদাবী

বাগেরহাট, ২৩শে এপ্রিল (সংবাদদাতা)।– প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গত ১৯শে এপ্রিল এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেশের বর্তমান শোচনীয় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যা করেন। ছয়দফা ও সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য তিনি জনসাধারণকে এক জোট হওয়ার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, গত ২০ বৎসর যে বৈষম্য সৃষ্টি হইয়াছে, ছয়দফা উহার একমাত্র সমাধান।

খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ আবদুল আজিজ বলেন যে, সমাজতন্ত্র বর্তমান চরম অর্থনৈতিক অব্যবস্থার একমাত্র সমাধান। জনাব সালাহউদ্দীন ইউসুফ এডভোকেট ও জনাব আবদুর রহমান এডভোকেট বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের প্রকাশ্য বিচার অনুষ্ঠান ও তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগদানের দাবী জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়। জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ইত্তেফাকের ছাপাখানা বাজেয়াফত করার আদেশ বাতিলের দাবীতে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ
৩০শে এপ্রিল ১৯৬৮
চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

চট্টগ্রাম, ২৮শে এপ্রিল (সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি স্থানীয় জে, এম, সেন হল প্রাঙ্গণে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব ফজলুল হক সভাপতিত্ব করেন।

অধিবেশনে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এম, এ, আজিজ তাঁহার ভাষণে আওয়ামী লীগের আদর্শ গ্রাম-গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য দলের প্রতিটি কর্মীর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আগামী ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করার আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য ঐক্যজোট গঠনের আহ্বান জানান।

উক্ত অধিবেশনে আগামী দুই বৎসরের জন্য নয়া জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। সভাপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকী,

সহসভাপতি জনাব ফজলুল হক, জনাব আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী, জনাব আবদুল ওয়াহাব, জনাব বদিউল আলম ও জনাব আফসার কামাল চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক এম, এ, হান্নান, সমাজ সেবা ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব মুবিদুল আলম, প্রচার সম্পাদক আবু সালেহ, শ্রম সম্পাদক কফিলুদ্দিন, দফতর সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কোষাধ্যক্ষ জাকেরুল হক চৌধুরী নির্বাচিত হন।

উক্ত সম্মেলনে ১৯৭০ সালের নির্বাচন বর্জন করার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলনে অন্য এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের মামলা পরিচালনার ব্যবস্থা করার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটি ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের যৌথ উদ্যোগে শেখ মুজিব ফ্রন্ট গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আজাদ
৩রা মে ১৯৬৮
মানিকগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের নির্ব্বাচন
(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের বার্ষিক নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহকুমা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব খন্দকার মজহারুল হক এডভোকেট। সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় এবং ছয় দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন দান করা হয়।

গৃহীত অপর প্রস্তাবে দেশ হইতে অবিলম্বে জরুরী ও নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে ছাত্রসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করা হয়।

সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে খাদ্যসহ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য হ্রাসের দাবী জানান হয়।

আজাদ
৪ঠা মে ১৯৬৮
লালদীঘি ময়দানে জনসভা : ৬ দফা দাবীর সমর্থকরা দেশপ্রেমিক
(আজাদের চট্টগ্রাম অফিস হইতে)

৩রা মে।–আজ অপরাহ্নে লালদীঘি ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় ৬ দফা কর্ম্মসূচী ও উহার প্রণেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করা হয়।

চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপরোক্ত জনসভায় শহর আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব জয়নুল আবেদিন, প্রধান অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব আশরাফ খান ও দফতর সম্পাদক জনাব সদরিস আলম বক্তৃতা করেন। সভায় বক্তৃতাদানকালে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বলেন যে, একমাত্র ৬ দফা কর্ম্মসূচীর বাস্তবায়নের মাধ্যমে পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী সংযুক্ত ও সংহতিপূর্ণ দেশ হিসাবে গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। তিনি বলেন, ৬-দফার বাস্তবায়ন কোনদিনই পাকিস্তানকে দুর্ব্বল ও বিচ্ছিন্ন করিবে না।

জনাব চৌধুরী আরো বলেন যে, ৬-দফা দাবীর সমর্থকরা দেশপ্রেমিক। তাহারা বিচ্ছিন্নতাবাদী নহে। তিনি ৬-দফা দাবী আদায়ের জন্য জনগণকে গণআন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান এবং কর্মীদের ৬-দফার স্বপক্ষে জনমত গঠনের জন্য গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়ার আহ্বান জানান।

জনাব চৌধুরী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, আদর্শের জন্য অসংখ্য ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তান অর্জ্জিত হইয়াছিল, সেই আদর্শ আজ স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে। তিনি বলেন যে, ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও সুসংহত প্রচেষ্টার ফলেই একদিন পাকিস্তান অর্জ্জন সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের বিশ বৎসর পরেও আজ সংহতির জন্য প্রচেষ্টা চালাইতে হয়।

তিনি অভিযোগ করেন যে, বঞ্চনা-হতাশা পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও বিচ্ছিন্নতার মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেছে। ৬-দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে দুই প্রদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সমতা আনয়ন ও গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে আবার পাকিস্তানকে একটি শক্তিশালী অখণ্ড রাষ্ট্র হিসাবে গড়িয়া তোলা সম্ভব। অন্যথায় শুধুমাত্র অর্ডিনান্স জারি, পাকিস্তান কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা বা প্রতিনিধিদল বিনিময় করিয়া দুই প্রদেশের মধ্যে সংহতি স্থাপন সম্ভব হইবে না। সভায় গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ৬-দফার প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন, ৬-দফার বাস্তবায়নের জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সুদৃঢ় আন্দোলন চালানোর আহ্বান জানানো হয়।

সভায় গৃহীত বিভিন্ন শোক প্রস্তাবে শেখ রফিউদ্দিন সিদ্দীকি, জনাব আবুল খায়ের সিদ্দীকি, জনাব আবদুর রব মোল্লা, আবুল কালাম আজাদের ও মার্কিন নিগ্রো নেতা মার্টিন লুথার কিং এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ

৪ঠা মে ১৯৬৮

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল
৬ দফা ও শেখ মুজিবরের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত ৩০শে এপ্রিল ঢাকা বার লাইব্রেরী হলে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন হয়। এডভোকেট ময়েজউদ্দিন উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশনে ১৯৬৮-৭০ সালের জন্য জেলা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা নির্বাচন করা হয়।

জনাব শামসুল হক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। পাঁচজন সহসভাপতি হইলেন মেসার্স আফতাব উদ্দীন ভুঁইয়া, এডভোকেট মোহাম্মদ ময়েজউদ্দীন, এডভোকেট খোন্দকার মজহারুল হক, শমশের উল্লা ও আবদুল করিম এম পি এ।

সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইয়াছেন জনাব শামসুল হক, এডভোকেট। অন্যান্য কর্মকর্তা হইলেন, সাংগঠনিক সম্পাদক–সাজেদ আলী মোক্তার, দফতর সম্পাদক– আবদুর রহমান। প্রচার সম্পাদক –রফিউল করিম ভুইয়া, শ্রম-সম্পাদক–সবুর আশরাফী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক–মাহফুজুল হক, সহ-সম্পাদক–মেসার্স হারুনুর রশীদ, ফয়জুর রহমান, মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, আলী হোসেন ও সাঈদুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ মীর হাবিবুর রহমান এডভোকেট। নির্বাচন শেষে নবনির্বাচিত সহ-সভাপতি জনাব আফতাব উদ্দীনের সভাপতিত্বে পরবর্তী কার্যসূচী ও প্রস্তাবাদি গ্রহণ করা হয়।

পূর্বাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ও অন্যান্য বক্তা বক্তৃতাকালে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ, ৬-দফা কার্যসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সাংগঠনিক বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। তাঁহারা ৬-দফা আন্দোলনে সকল নির্যাতন সাহসের সহিত মোকাবিলা করার জন্য কাউন্সিলারদের প্রতি আহ্বান জানান। বক্তৃতাকালে তাঁহারা ৬ দফা কার্যসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন যে, জাতির ঐক্য ও সংহতির একমাত্র চাবিকাঠি হইল ৬ দফা কর্মসূচী। উহার বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাধারণ লোকের ভাগ্য পরিবর্তন হইতে পারে।

শোক প্রস্তাব

সভায় এডভোকেট আবদুর রব ও মোল্লা আবুল কালাম আজাদ এম পি এ'র অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ এবং তাঁহাদের রুহের কল্যাণে ২ মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হয়।

৬ দফা কর্মসূচী ও শেখ মুজিবের প্রতি আস্থা প্রকাশ

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ৬-দফা আন্দোলনকে আরও জোরদার করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হয়। অপর প্রস্তাবে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন ও আওয়ামী লীগের মর্যাদা ও উহার পতাকাকে সমুন্নত রাখার ব্যাপারে শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

মুজিব তহবিল গঠন

অপর প্রস্তাবে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আনীত সকল মামলায় তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে জেলা আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটকে 'মুজিব তহবিল' গঠন ও উক্ত তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

এক প্রস্তাবে '৭ই জুন' পালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নির্দেশ প্রচারের জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির প্রতি আবেদন জানানো হয়।

ক্রুগ মিশন

এক প্রস্তাবে প্রদেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণে ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

অপর প্রস্তাবে সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

সংবাদ

১৫ই মে ১৯৬৮

ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার দাবী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত রবিবার হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত ঢাকা শহর আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। সভায় বিশেষ করিয়া ৬ দফা কর্মসূচীর উপর ব্যাপক আলোচনার পর বক্তাগণ ইহাকে দেশের ঐক্য ও সংহতির একমাত্র চাবিকাঠি হিসাবে অভিহিত করেন। তাঁহারা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলারদের ৬ দফা দাবী আদায়ের কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হওয়ার আহ্বান জানান। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে তাঁহারা বর্তমান অবস্থান ও স্বাস্থ্যের অবস্থা জানাইয়া একটি সরকারী প্রেসনোট জারীর জন্য দাবী জানানো হয়।

নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন

এ প্রস্তাবে ৬ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সভা দাবী

এক প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী অধিবেশন আহ্বান এবং শেখ মুজিব সম্পর্কে যথাযথ প্রস্তাব গ্রহণ ও উপরোক্ত ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে ইহার সুস্পষ্ট ভূমিকা গ্রহণ এবং আগামী ৭ই জুন পালনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্দেশ প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।

'মুজিব তহবিল'

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের পক্ষ সমর্থনের জন্য অবিলম্বে 'মুজিব তহবিল' খুলিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রতি আবেদন জানানো হয়।

সকল শ্রেণীর রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

দেশরক্ষা বিধিবলে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্মী, ছাত্র ও শ্রমিক নেতাদের অনির্দিষ্টকালের জন্য বিনাবিচারে আটক রাখার বিরুদ্ধে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে অবিলম্বে সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক

যক্ষারোগে আক্রান্ত বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব নূরুল ইসলামের উপযুক্ত মেডিক্যাল চিকিৎসার ব্যবস্থা না করায় এক প্রস্তাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অপর প্রস্তাবে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সংবাদ

১৯শে মে ১৯৬৮

চট্টগ্রাম সদর (উঃ) মহঃ আঃ লীগ কার্যকরী কমিটির সভা

প্রচলিত আইনে শেখ মুজিবের প্রকাশ্য বিচার দাবী

('সংবাদ'-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি)

১৭ই মে।– গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টায় স্থানীয় জেলা আওয়ামী লীগ অফিসে চট্টগ্রাম সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল ওহাবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয় ও তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার প্রচলিত ফৌজদারী আইনে প্রকাশ্য বিচার দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে উক্ত মামলার ব্যয়ভার বহনের জন্য প্রত্যেক থানা আওয়ামী লীগ কমিটিকে শেখ মুজিব ফাণ্ড কমিটি গঠনের অনুরোধ করা হয়।

ইহা ছাড়া গত ৯ই মে ঢাকায় পুলিসের গুলীতে নিহত পরীক্ষার্থী নিয়াজুল হকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়া এবং এই ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করিয়া ও আওয়ামী লীগ নেতা তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক আহমদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, খাজনা-ট্যাক্স হ্রাস এবং নিরাপত্তা আইন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার করার দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মোহনগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল মজিদের অকাল মৃত্যুতে একটি শোক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

সংবাদ

২১শে মে ১৯৬৮

করাচী ন্যাপের সভা : মনি সিং শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি দাবী

করাচী, ১৯শে মে (এপিপি)।– আজ এখানে করাচী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মকর্তা ও কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে শ্রী মনি সিং, শেখ মুজিবর রহমান, সিন্ধু ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক জনাব গাউস বখস বেজেঞ্জো, জনাব গুল খান নফীস, জনাব আকবার বুগতী, জনাব শোরেশ কাশ্মীরীসহ দেশের সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি দাবী করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে ডাঃ এজাজ নাজীর ও জনাব জি, এম, সৈয়দের উপর আরোপিত বিধিনিষেধসমূহ প্রত্যাহার করার জন্য সরকারের নিকট জোর তাগিদ প্রদান করেন।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদুল হক ওসমানী উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। জনাব আজিজুল্লাহ ও জনাব আলতাফ আজাদ উক্ত সভায় বক্তৃতা প্রদান করেন।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবটিতে পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য এবং বাসের ট্যাক্স হ্রাস করার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান হয়। বাসের খুচরা অংশ সস্তাদরে সরবরাহ করার জন্য প্রস্তাবটিতে দাবী জানান হয়।

সংবাদ

২১শে মে ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ কর্তৃক ৭ই জুন পালনের সিদ্ধান্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শনিবার পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় '৭ই জুন' পালনের সিদ্ধান্ত করা হয়। এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটকে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত এই দিবস পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থন তহবিল গঠন

এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত বিভিন্ন মামলায় তাহাদের পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সহিত সহযোগিতা ও উপরোক্ত তহবিলে মুক্তহস্তে দান করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন করা হয়। কমিটির সদস্যগণ হইলেন মেসার্স সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিসেস আমেনা বেগম, মোল্লা জালালউদ্দীন আহমদ, আবদুল মালেক এম, পি, এ, এম, এ, আজিজ, মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন (আহ্বায়ক) ও আবদুল মান্নান।

সংবাদ

২২শে মে ১৯৬৮

৭ই জুন পালনের জন্য ছাত্রলীগের আহ্বান

ঢাকা, ২১শে মে (পিপিআই)।– গতকল্য সমাপ্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের ৩ দিনব্যাপী বর্ধিত সভায় ৭ই জুন পালনের জন্য সংগঠনের সকল শাখার প্রতি আহ্বান জানান হয়। এই মর্মে গৃহীত এক প্রস্তাবে সভা, শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান ও প্রচারপত্র বিলির মাধ্যমে এই দিবসটি পালন করিতে বলা হয়।

সভায় গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাবে জরুরী আইন প্রত্যাহার, ৬-দফার বাস্তবায়ন, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জগন্নাথ কলেজ খোলা, 'ইত্তেফাক'-এর উপর হইতে বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার, তৃতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগদান ও ব্যাঙ্ক বীমাসহ সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবরের আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আজাদ
২৪শে মে ১৯৬৮
শেখ মুজিবের মামলায় সাহায্যকল্পে ডিফেন্স কমিটী গঠন
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা মামলার সহিত জড়িত বলিয়া কথিত আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানকে আসন্ন বিচারের সময় আইনের সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে সম্প্রতি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্য্যকরী সংসদের সভায় গঠিত ডিফেন্স কমিটির সহিত সম্ভাব্য সকল সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে।

এডভোকেট মোহাম্মদ মাঈজ উদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত করিয়া এডভোকেট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মিসেস আমেনা বেগম, এডভোকেট মোল্লা জালালউদ্দিন আহমদ, জনাব এম এ আজিজ, জনাব আবদুল মালেক উকিল ও জনাব আবদুল মান্নানসহ মোট সাত সদস্যবিশিষ্ট এই ডিফেন্স কমিটী গঠিত হয়।

সংবাদ
২৮শে মে ১৯৬৮
পাঁচালাইশ থানা আওয়ামী লীগের সভা
('সংবাদ'-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি)

২৫শে মে।– গতকল্য বিকালে পাঁচালাইশ থানার বহদ্দারহাটে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব সালেহ আহমদ খান এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ ৬ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করিয়া সর্বস্তরের জনগণের প্রতি উহা বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় শহর আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আশরাফ খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান, সদর উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সভায় উপস্থিত থাকিলেও বক্তৃতা করেন নাই।

সভায় রাজবন্দীর মুক্তি দাবী, শেখ মজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এক প্রস্তাবে জনবহুল বহদ্দারহাটে একটি ডাকঘর প্রতিষ্ঠারও দাবী জানান হয়।

সংবাদ
৩১শে মে ১৯৬৮
ঈশানহাটের ময়দানে আঃ লীগের জনসভা
৬-দফার বাস্তবায়ন ও জরুরী আইন প্রত্যাহার দাবী

হালীশহর (চট্টগ্রাম), ২৯শে মে (সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি ডবলমুরিং থানার ঈশানহাটের ময়দানের স্থানীয় আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অভূতপূর্ব জনসমাগম হয়।

কর্ণফুলি নদী তীরে অনুষ্ঠিত স্মরণাতীতকালের এই বৃহত্তম জনসভায় বক্তৃতা করেন, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম। জেলা সম্পাদক জনাব এম, এ, আজিজ, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব এম, এ, হান্নান, সহ-সভাপতি জনাব আবদুল ওহাব, প্রচার সম্পাদক জনাব আবু সালেহ, শ্রম সম্পাদক জনাব কফিল উদ্দিন বি, কম, শহর আওয়ামী লীগ নেতা জয়নাল আবেদীন প্রধান এবং অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'নূতন দিন' পত্রিকার সম্পাদক জনাব জুলফিকার আলী। সভায় সভাপতিত্ব করেন, হালী শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব বাদশা মিঞা সওদাগর।

বিপুল করতালির মধ্যে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া আমেনা বেগম ঘোষণা করেন যে, ৬-দফার বাস্তবায়নের মধ্যেই জাতীয় সংহতি নিহিত। একমাত্র ৬ দফাই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির নিরসন করিতে পারে। ৬-দফার বাস্তবায়নের জন্য তিনি সর্বস্তরের জনসাধারণকে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। জনাব এম, এ, আজিজ তাঁহার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন যে, ৬-দফার বাস্তবায়ন কেবল শক্তিশালী আওয়ামী লীগের দ্বারাই সম্ভব। চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত 'শেখ মুজিব ফাণ্ডে' অকাতরে সাহায্য করার জন্য দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন জানান। শেখ মুজিবের প্রকাশ্য আদালতে দেশের প্রচলিত আইনে বিচার, ষড়যন্ত্র মামলাসংশ্লিষ্ট নবম ধারা বাতিল, তাজুদ্দিন, খোন্দকার মোশতাক, ওয়ায়দুর রহমান, ফজলুল হক মনি, মতিয়া চৌধুরী, পূর্ণেন্দু দস্তিদার, আবদুল মন্নান, নূরুল ইসলামসহ সকল রাজবন্দীর আশুমুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, ৬-দফার বাস্তবায়ন, শ্রমিক কালাকানুন বাতিল, শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী পূরণ, কৃষকদের খাজনার সুদ মওকুফ ও সার্টিফিকেট প্রত্যাহার, ডবলমুরিং থানার

বাকী অংশে পূর্ণ রেশনিং প্রবর্তন, হালিশহর এলাকা হইতে পৌরসভা কর্তৃক ময়লার ডিপো সরাইয়া নেওয়ার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

৩১শে মে ১৯৬৮

জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু হইবে

রাওয়ালপিণ্ডি, ২৯শে মে (এপিপি)।– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বিশেষ আদালতের সম্মুখে শুরু হইবে বলিয়া অদ্য এখানে জানা গিয়াছে।

বিচারপতি এম, এ, রহমানের নেতৃত্বে তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট অভিযোগ পাঠের উদ্দেশ্যে দুইদিন ধরিয়া অধিবেশনে মিলিত হইবে। বিশেষ আদালতের অধিবেশন অতঃপর এক সপ্তাহ মুলতবী হইতে পারে। সরকারের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার নাগাদ আদালতের নিকট মামলার একটি বিবরণী অর্পণ করিবেন। এই বিবরণীতে আসামীদের একটি তালিকা, অপরাধের আনুষ্ঠানিক চার্জ এবং সরকার পক্ষের সাক্ষীদের একটি তালিকা থাকিবে।

বিশেষ আদালতে প্রকাশ্যে এই বিচার হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের জনৈক মুখপাত্র উল্লেখ করেন। তবে জনসাধারণের মধ্য হইতে কতজন লোককে আদালত কক্ষে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে এবং কোন এক পর্যায়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার হইবে কিনা, আদালত তাহা নির্ধারণ করিবেন। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান এবং তিনজন সিএসপি অফিসারসহ সামরিক বাহিনীর ত্রিশজন লোকের বিরুদ্ধে এই বিশেষ আদালতে ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার হইবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্র-বিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার দায়ে দুইজন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। ১৯৬৭ সনের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে এই ষড়যন্ত্র উদঘাটন করা হয়। বিদেশী সাহায্যে তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। ১৮ই জানুয়ারী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, আগে হইতে দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবর রহমানকে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়ায় তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। অপর একজন সিএসপি অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়।

সংবাদ

১লা জুন ১৯৬৮

ডেপুটি স্পীকার কর্তৃক বৈধতার প্রশ্ন প্রত্যাখ্যান
বিশেষ ট্রাইব্যুনালের জন্য অর্থ মঞ্জুরী প্রাদেশিক পরিষদের এখতিয়ার বহির্ভূতঃ বিরোধীদল

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শুক্রবার) বিরোধীদল কর্তৃক প্রাদেশিক পরিষদ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলার বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে ১৯৬৭-১৯৬৮ সালের অতিরিক্ত বাজেটে ২ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা হইলে উহার উপর উত্তেজনাপূর্ণ বিতর্ক শুরু হয়। ডেপুটি স্পীকার জনাব গমীরউদ্দীন প্রধান এইদিন পরিষদে স্পীকারের আসন গ্রহণ করেন।

বিরোধী দলেরনেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান প্রথমে এই ব্যয় বরাদ্দের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন যে, এই পরিষদে ইতিপূর্বে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে এবং শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ ও তাঁহাদের কোথায় রাখা হইয়াছে উহা জানিতে চাওয়া হইলে সরকার এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করেন।

পিপিআই জানাইতেছেন যে, সম্মিলিত বিরোধীদলের নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল শাসনতান্ত্রিক বিধানবলীর উল্লেখক্রমে এই ব্যাপারে স্পীকারের রুলিং দাবী করেন।

সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় বিষয় হওয়ায় উক্ত খাতে প্রাদেশিক পরিষদের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর এখতিয়ার আছে কিনা, উক্ত মর্মে তিনি রুলিং দাবী করেন। তিনি বলেন যে, শাসনতন্ত্রের ৮৮ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অর্থ মঞ্জুরী করা এই পরিষদের পক্ষে আইনসঙ্গত হইবে না।

পরিষদে বিরোধীদলের নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খানও জনাব মালেকের দাবী সমর্থন করিয়া বলেন যে, ট্রাইব্যুনাল গঠন ও মামলার তদন্ত সব কিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপর ভোট প্রদান প্রাদেশিক সরকারের সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূত। তিনি আরও বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারে পক্ষে অর্থব্যয় করিতে পারেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় বিষয়ের জন্য ব্যয় বরাদ্দের দাবী এই পরিষদে মঞ্জুরীর কোন ক্ষমতা নাই। প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী ডঃ এম এন হুদা উত্তরে দাবী করেন যে, প্রাদেশিক সরকারের এ ব্যাপারে নিরঙ্কুশ এখতিয়ার রহিয়াছে। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে শাসনতান্ত্রিক কোন বিধিনিষেধ নাই এবং জনাব আবদুল মালেক শাসনতন্ত্রের যে উদ্ধৃতি প্রদান করিয়াছেন উহা বর্তমান

দাবীর সহিত সঙ্গতিসম্পন্ন নহে। এই পর্যায়ে ডেপুটি স্পীকার বলেন যে, বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারাধীন। এক্ষণে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারে পক্ষে অনুরূপ ব্যয় বরাদ্দের দাবী মঞ্জুর করার অধিকার এই পরিষদের আছে কিনা।

কোন বিধি বিধান সংশোধন করা যায় না

এই পর্যায়ে ডঃ হুদা পুনরায় দণ্ডায়মান হইয়া বলেন যে, প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে প্রাদেশিক সরকারকে উক্ত খাতে ব্যয় মঞ্জুরীর ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন এবং উহা সম্পূর্ণরূপে আদায়যোগ্য।

অতঃপর জনাব আবদুল মালেক উকিল স্পীকারকে বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান এবং বিষয়টি শাসনতন্ত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত বিধায় এই ব্যাপারে রুলিং দানের জন্য পর্যাপ্ত সময় গ্রহণের অনুরোধ জানান।

কিন্তু ডেপুটি স্পীকার আর সময় ক্ষেপণ না করিয়া তাঁহার রুলিং দান করেন এবং বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ব্যয় মঞ্জুরীর পূর্ণ অধিকার এই পরিষদের। অতিরিক্ত বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা অসমাপ্ত থাকায় ডেপুটি স্পীকার আজ (শনিবার) সকাল ৯টা পর্যন্ত পরিষদের অধিবেশন মূলতবী ঘোষণা করেন।

আইনমন্ত্রী জনাব আবদুল হাই এই পর্যায়ে পরিষদের অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতবী রাখার প্রস্তাব করেন। অতঃপর পরিষদের অধিবেশন পুনরায় শুরু হইলে আইনমন্ত্রী শাসনতন্ত্রের কতিপয় বিধির উদ্ধৃতি দান করিয়া দাবী করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী করার এখতিয়ার এই পরিষদের রহিয়াছে এবং অর্থ আদায়যোগ্য।

আহমদুল কবীর

বিরোধীদলের বলিষ্ঠ সদস্য জনাব আহমদুল কবীর আইনমন্ত্রীর অভিমতের বিরুদ্ধে ততোধিক বলিষ্ঠ যুক্তি খাড়া করেন। তিনি বলেন, শাসনতন্ত্রের বিধি অনুযায়ী অনুরূপ কোন দাবী বিবেচনা করার অধিকার এই পরিষদের নাই। তিনি শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন ধারায় উদ্ধৃতি দিয়া প্রমাণ করেন যে, বাজেটের উল্লেখযোগ্য যে, গতকাল ডাঃ আজাহারউদ্দীন আহমদ (পিডিএম বরিশাল) বিরোধীদলের পক্ষেই আলোচনার সূত্রপাত করেন। জনাব এ, এস, ওয়াহিদ খানও (পিডিএম, কিশোরগঞ্জ) অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর বিরোধিতা করেন। পক্ষান্তরে সরকারপক্ষে জনাব আসগর হোসেন ব্যয় বরাদ্দের দাবীর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন এবং প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আবদুল মোনায়েম খান ও প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাঁহাদের নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশ করেন। সরকারপক্ষে জনাব সরওয়ার জান মিয়া অবশ্য সরকারের

সকল দফতরে দুর্নীতির প্রসার ও উহার প্রতিকারের দাবী জানান। তিনি সরকারী তহবিলের যথাযথ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উন্নয়নখাতে বরাদ্দকৃত অর্থের যাহাতে সদ্ব্যবহার হয় তাহার দাবী জানান।

সংবাদ

৭ই জুন ১৯৬৮

১৯শে জুন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু

রাওয়ালপিণ্ডি, ৬ই জুন (এপিপি)।– আজ এখানে প্রকাশিত এক বিশেষ গেজেটে বলা হয় যে, আগামী ১৯শে জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচার শুরু হইবে।

বিশেষ ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এই তারিখ ঘোষণা করিয়া জানান যে, 'সিগনাল মেসে' সকাল নয়টা হইতে অপরাহ্ন ১টা পর্যন্ত শুনানী চলিবে।

বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, তিনজন সি, এস, পি, অফিসারসহ ৩০ ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগের বিচার করিবেন।

দৈনিক পাকিস্তান

৭ই জুন ১৯৬৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা : ১৯শে জুন বিচার শুরু

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ই জুন (এপিপি)।– আগামী ১৯শে জুন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী শুরু হবে বলে আজ এখানে প্রকাশিত এক অতিরিক্ত গেজেট নোটিশে বলা হয়েছে।

স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যানের এই ঘোষণায় বলা হয় যে, সিগনালস মেস নামক স্থানে বিচার অনুষ্ঠিত হবে। শুনানী চলবে সকাল ন'টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত।

বিচারপতি এস এ রহমানের নেতৃত্বে গঠিত তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালে ষড়যন্ত্র ও সামরিক কর্মচারীদের প্ররোচিত করার অভিযোগে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তিনজন সিএসপি অফিসারসহ তিরিশ ব্যক্তির বিচার হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে জানুয়ারী মাসের প্রথমদিকে ঘোষণা করা হয় যে, দু'জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত বছরের ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে উদঘাটিত রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

আজাদ
৯ই জুন ১৯৬৮
মোমেনশাহী জেলাবাসীর প্রতি মুজিব ফাণ্ডে মুক্তহস্তে অর্থ দানের আহ্বান
(সংবাদদাতা প্রেরিত)

মোমেনশাহী, ৫ই জুন।– মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের অনুষ্ঠিত জরুরী সভায় 'মুজিব ফাণ্ডে মুক্ত হস্তে অর্থদান করার জন্য জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান হয়।

এতদুপলক্ষে জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়াকে আহবায়ক করিয়া জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব আবদুল মান্নান, জনাব আনিসুর রহমান খান, জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ, জনাব ফজলুর রহমান খান, জনাব আবদুল হাকিম, জনাব আনোয়ারুল কাদির ও জনাব মোস্তাফিজুর রহমান খানকে সদস্য করিয়া একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়।

জেলায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং দাবী

মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়ার বাসভবনে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সভায় জেলাব্যাপী তীব্র খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলার জন্য অনতিবিলম্বে সারা জেলায় পূর্ণাঙ্গ রেশনিং প্রথা প্রবর্ত্তন এবং রেশনের চাউল ও আটার মূল্য যথাক্রমে ২০ টাকা ও ১০ টাকা ধার্য্যের জোর দাবী জানানো হয়।

অপর এক প্রস্তাবে খাজনা আদায়ের নামে গ্রামাঞ্চলে যে সরকারী তাণ্ডব চলিতেছে, উহার তীব্র নিন্দা করিয়া অবিলম্বে বডি ওয়ারেন্ট, ক্রোকী পরোয়ানা ও সার্টিফিকেট প্রথা রহিতের জোর দাবী জানান হয়।

অপর এক প্রস্তাবে অনতিবিলম্বে জগন্নাথ কলেজ খোলার জোর দাবী জানান হয়।

সভার একটি প্রস্তাবে সকল রাজবন্দীর আশু ও বিনাশর্তে মুক্তির জোর দাবী জানানো হয়।

সভায় গৃহীত অপর একটি প্রস্তাবে ৭ই জুনের প্রাক্কালে ঢাকাসহ প্রদেশের অন্যান্য স্থানে ১৪৪ ধারা জারীর তীব্র নিন্দা করা হয় এবং অবিলম্বে ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানানো হয়।

সংবাদ
১২ই জুন ১৯৬৮
নরসিংদীতে বিরাট জনসভা : জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী

নরসিংদী, ১০ই জুন (সংবাদদাতা)।– ৭ই জুনের শহীদ স্মৃতি উদযাপনের জন্য ও ৬-দফা দাবীর সমর্থনে নরসিংদী শহর আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যুক্ত উদ্যোগে গত ৯ই জুন নরসিংদী চৌ-রাস্তায় এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত

হয়। শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মোঃ মতিউর রহমান সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এনাজুর রহমান চৌধুরী বর্তমান অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা, খাজনা আদায়, রাজস্ব কর্মচারীদের জুলুম ও অবিলম্বে দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন। সভায় রাজবন্দীদের মুক্তি দান ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরাইয়া আনার দাবী জানাইয়া বক্তৃতা করেন স্থানীয় ছাত্রনেতা মেসার্স শহীদুল্লা বাহার, মুজিবর রহমান, আবুল হোসেন ও কৃষক সমিতির ঢাকা জেলার সহ-সম্পাদক মোঃ বাবর আলী। সভায় শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের কুশল কামনা করিয়া মোনাজাত করা হয়। সভায় প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারী ও কৃষকদের বর্তমান অর্থনৈতিক দুর্যোগে বডিওয়ারেন্ট, সার্টিফিকেট ইস্যু প্রভৃতির নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

আজাদ
১৪ই জুন ১৯৬৮
ঢাকা জেলা আঃ লীগ কর্তৃক মুজিব তহবিলে অর্থ দানের আহ্বান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ (ছয় দফা পন্থী) ওয়ারকিং কমিটীর গত বুধবার অনুষ্ঠিত এক সভায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক "মুজীব তহবিলে" মুক্তহস্তে দান করার জন্য ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, কনট্রাক্টর, শিল্পপতিসহ সকল শ্রেণীর নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন। উক্ত "মুজীব তহবিল' শেখ মুজিবর রহমানকে আইনানুগ সাহায্যদানের ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্য গঠিত হইয়াছে।

জনাব সামসুল হকের সভাপতিত্বে উক্ত সভায় আইনানুগ সাহায্য দান কমিটিকে প্রয়োজন হইলে শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের জন্য বিদেশ হইতে আইনজ্ঞ আনার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দসহ সভায় সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী করা হইয়াছে।

সংবাদ
১৪ই জুন ১৯৬৮
ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত বুধবার জনাব শামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির এক সভায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতার

মামলা পরিচালনায় সহায়তা করার উদ্দেশ্যে গঠিত লিগ্যাল এইড কমিটির সহিত সহযোগিতা করার জন্য সকল সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি এবং সাধারণভাবে আইনজীবীদের প্রতি অনুরোধ জানান হইয়াছে।

আজাদ

১৬ই জুন ১৯৬৮

আওয়ামী লীগের "মামলা পরিচালনা কমিটির" সভা আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ (ছয়দফা পন্থী) কর্তৃক গঠিত 'মামলা পরিচালনা কমিটির' এক সভা আগামী মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটায় আওয়ামী লীগ কার্য্যালয় ১৫ নম্বর পুরানা পলটনে অনুষ্ঠিত হইবে।

আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আইনানুগ সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ কর্তৃক গঠিত 'মুজিব তহবিলে' চাঁদা সংগ্রহের জন্য একটাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, পঁচিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা ও একশত টাকার কুপন তৈরী করা হইয়াছে। এই কুপন এডভোকেট মাঈজউদ্দিন, ৩০ নম্বর সেন্ট্রাল রোড, কামালপুর, ঢাকা-১৪ এবং জনাব মহিবুস সামাদ, ৬০ নম্বর ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা (৭ নম্বর রোড), ঢাকা-২ হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৬ই জুন ১৯৬৮

মুজিব মামলা : দর্শকদের প্রবেশপত্র সংগ্রহের আহ্বান

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যরা' মামলার শুনানীর সময় বিচারকক্ষে প্রবেশের জন্য অনুমতিপত্র দেখাতে হবে। একথা জানিয়েছেন বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার জনাব এ এ মীর্জা।

গতকাল শনিবারে জনাব মীর্জা এক বিবৃতিতে জানান যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারকক্ষে সীমিত স্থান থাকবে বিধায় প্রবেশপত্রের মাধ্যমে দর্শকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হয়েছে। তাই বিচারকক্ষে প্রবেশে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বেশ আগে থেকেই প্রবেশ-পত্র সংগ্রহের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের অফিসে আবেদন করতে হবে। আগামী ১৭ই জুন থেকে প্রত্যেক কার্য দিবসে সকাল ন'টা থেকে দুপুর একটা পর্যন্ত ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগনাল মেসে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের অফিসে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে।

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিমধ্যে এক গেজেট নোটিশে জানানো হয় যে, আগামী ১৯শে জুন থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সিগনাল মেসে উপরোক্ত মামলার বিচার শুরু হচ্ছে।

সরকার কৌঁসুলী

সরকারপক্ষে যেসব এডভোকেট এই মামলা পরিচালনা করবেন গতরাতে তাদের নাম ঘোষণা করা হয়।

এরা হলেনঃ জনাব মঞ্জুর কাদের, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী; জনাব টি এইচ খান, এডভোকেট ঢাকা; গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম, এডভোকেট করাচী; জনাব এ আলিম, এডভোকেট, ঢাকা এবং জনাব খাকান বাবর, এডভোকেট, লাহোর।

সংবাদ

১৮ই জুন ১৯৬৮

প্রদেশের সর্বত্র ৭ই জুন উদযাপিত : স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে : এক ইউনিট বাতিল কর : প্রত্যক্ষ নির্বাচন কায়েম কর : রাজবন্দীর মুক্তি চাই : খাজনা আদায়ে জুলুমবাজী বন্ধ কর : শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী আইন বাতিল কর

এইবার প্রদেশের সর্বত্রই শাহীদের স্মৃতিবিজড়িত ৭ই জুন যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হইয়াছে। এই উপলক্ষে প্রদেশের বিভিন্ন শহরে-বন্দরে পোষ্টারিং, পথসভা, কর্মীসভা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সর্বত্রই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, রাজবন্দীদের মুক্তি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, খাজনা-ট্যাক্স আদায়ে আমলাদের জুলুম বন্ধ, কৃষকদের জন্য স্বল্পহারে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ব্যবস্থা, গরীব কৃষকদের বকেয়া খাজনা-ট্যাক্স মওকুফ ও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী আইনসমূহ বাতিলের দাবী জানান হয়।

ফরিদপুর

গত ৭ই জুন জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় অম্বিকা ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আদেল উদ্দীন আহাম্মদ এডভোকেটের সভাপতিত্বে এক মহতী জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বক্তৃতা করেন সদর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব হায়দার হোসেন এডভোকেট, প্রাক্তন মন্ত্রী বাবু গৌরন্দ্রে বালা, জনাব আমীনুজ্জামান এডভোকেট এবং জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা এডভোকেট।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব আমিনুজ্জামান বলেন যে, রাষ্ট্র ভাষার জন্য সংগ্রাম করিয়া আমরা ভাষার দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছি। কারণ, আমাদের দাবী ছিল ন্যায্য এবং সঠিক।

দাবী যদি সঠিক হয় এবং জনসাধারণ যদি সেই দাবীকে নিজের দাবী বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে দাবী আদায় হইবেই–তাহার প্রমাণ ভাষার দাবী। আজ গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীও ন্যায্য দাবী এবং ইহা জনসাধারণের প্রাণের দাবী। অতএব এ দাবী অর্জিত হইবেই।

সভাপতির ভাষণের পর ৭ই জুনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। এক ইউনিট বাতিল, সমাজতন্ত্র কায়েম, ছয়দফার পূর্ণ বাস্তবায়ন, সকল রাজবন্দীর মুক্তিসহ কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

রাজেন্দ্র কলেজ

৭ই জুন উপলক্ষে ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্র ইউনিয়নের স্বতন্ত্র গ্রুপ এর যৌথ উদ্যোগে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি এ, কে, এম মামুনুর রশিদ সভায় সভাপতিত্ব করেন।

সভায় ৭ই জুনের শহীদদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা, ছয়দফার বাস্তবায়ন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, আঃ রাজ্জাক, মেননসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী আইন প্রত্যাহার, এক ইউনিট বাতিল, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম, ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, শিক্ষা সংকোচন নীতির সমালোচনা, খাদ্যসহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, সকল সামরিক চুক্তি বাতিল, ভিয়েৎনামে মার্কিন বর্বরতার নিন্দা ও নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল বিরোধী দলীয় ঐক্যফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

নরসিংদী

নরসিংদী, ঢাকা ১০ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কর্ম্মচঞ্চল বিপনীকেন্দ্র সুতাপট্টীতে গতকল্য স্থানীয় বিশিষ্ট সমাজকর্মী মতিউর রহমানের সভাপতিত্বে ৭ই জুনের ডাকে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। সভায় প্রারম্ভে ৭ই জুনের শহীদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, প্রত্যক্ষ নির্ব্বাচন ও সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজবন্দীর মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, শ্রমিক-কৃষকদের বাঁচার দাবী, এক ইউনিট বাতিল প্রভৃতির জোর দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে সকল বিরোধীদলকে নিম্নতম কর্মসূচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ তুমুল গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার আকুল আহ্বান জানান হয়। সভায় যাহারা বক্তৃতা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জনাব মজিবুর রহমান, শহীদুল্লাহ বাহার, এ রহমান চৌধুরী, আবুল হোসেন খান প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত সভা স্থানীয় জিন্না পার্কে অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া সংগ্রামী ছাত্রসমাজের পক্ষে জনাব শহীদুল্লাহ

বাহার কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত ছাপানো বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়। কিন্তু ঐদিন উক্ত জিন্না পার্কে ঈদ-এ-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে দরিদ্র মিসকিনদের মধ্যে স্থানীয় কোন বিশেষ মহল কর্তৃক খিচুরী বিতরণ করার ফলে এই সভা সুতাপট্টিতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

বরিশাল

বরিশাল, ৮ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)। – গতকল্য পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ৭ই জুন উপলক্ষে এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন বরিশাল জেলা সংসদের সভাপতি মোঃ শাজাহান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বিভিন্ন বক্তা ৭ই জুনের আন্দোলন হইতে অভিজ্ঞতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহার করতঃ গণশিক্ষার ব্যাপক প্রসার, রাজবন্দীর মুক্তি প্রভৃতি আশু দাবীর ভিত্তিতে সকল গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় আলোচনা করেন জিলা ছাত্র ইউনিয়নের কার্যকরী সাধারণ সম্পাদক মাসুদ আহমেদ মাসুদ, নওশের জাহান, নূরুর রহমান প্রমুখ। শেখ মুজিবসহ সামরিক আইনে আটক সকলকে স্বাভাবিক পরিবেশে এবং সাধারণ আইনে বিচার অনুষ্ঠান, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, বেগম মতিয়া চৌধুরী, মানবেন্দ্র বটব্যাল ও আলী হায়দর খানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, তৃতীয় বিভাগে পাস করা ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগদান প্রভৃতি দাবীতে কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গৌরীপুর

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ১২ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)। – গত ৭ই জুন শুক্রবার থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে বিকাল ৪ টায় স্থানীয় বাজার ময়দানে জনাব জামশেদ আলীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুমান ৫ হাজার লোক ও বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও যুবক যোগদান করেন। আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক জনাব হাতেম আলী মিয়া বর্তমান সরকারের প্রতিটি গণ-বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। ৭ই জুনের মর্মান্তিক ঘটনার ইতিহাস ব্যাখ্যা করে।

সভায় থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এম এ সোবহান, জনাব আবদুল ওয়াহেদ, সহ-সম্পাদক জনাব মুরতোজ আলী ফকির, গৌরীপুর কলেজের ছাত্রনেতা জনাব ফজলুল হক, স্থানীয় আর কে হাই স্কুলের ছাত্র জহিরউদ্দীন সরকারের ছাত্র নির্যাতনের তীব্র নিন্দা করেন। সভায় কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভায় ৭ই জুনের শহীদদের আত্মার মাগফেরাৎ কামনা, শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সহানুভূতি ও শহীদদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

অন্যান্য প্রস্তাব হইল সকল রাজবন্দীর আশুমুক্তি, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা, ৬-দফার বাস্তবায়ন, ১৪৪ ধারার নিন্দা, জরুরী আইন প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা, দৈনিক ইত্তেফাকের উপর হইতে বাজেয়াপ্তি প্রত্যাহার, বর্ধিত খাজনা হ্রাস, শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিবর্তন, পাটের মণ ৪০ টাকা ধার্যকরণ, সকল প্রকার দুর্নীতি বন্ধকরণ, সার্টিফিকেট ও বডি ওয়ারেন্ট স্থগিত রাখার দাবী।

নেত্রকোনা

নেত্রকোনা, ৮ই জুন (নিজস্ব সংবাদদাতা)। – পূর্ব পাকিস্তানের অধিকার হারা শোষিত জনসাধারণের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবী দাওয়া বিশেষ করিয়া স্বায়ত্তশাসন-এর দাবীর 'স্মৃতি বিজড়িত' ৭ই জুন যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত নেত্রকোনাতে প্রতিপালিত হইয়াছে। এই দিবসকে সম্মুখে রাখিয়া নেত্রকোনার সংগ্রামী সমাজ রাজবন্দীর মুক্তি, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা কমানো, ছাত্রদের ২২ দফা প্রভৃতি দাবী দাওয়ার উপর সমস্ত শহরে পোষ্টারিং-এর ব্যবস্থা করে। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হইতে ৭ই জুনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছোট ছোট পথসভার আয়োজন করিয়া কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র তথা শোষিত জনতার বিভিন্ন দাবী দাওয়া ও গণবিরোধী সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যাবলীর উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন। ঐদিন বিকাল ৪টায় নেত্রকোনা তরকারী মহালে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। জনাব ফজলুর রহমান খান মোক্তার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় জনসাধারণ এর বিভিন্ন দাবী দাওয়ার প্রেক্ষিতে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগের পক্ষে সাফায়েত উদ্দীন খান, মহকুমা ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে সেন্টু রায়, হাসান ইমাম ও নুরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের পক্ষে জনাব আবদুল খালেক ও জামালউদ্দীন আহম্মদ, মহকুমা ন্যাপের পক্ষে আবদুল কুদ্দুস ও শাহ আবদুল মোতালিব। সকল বক্তাই স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা, সংগঠন গড়ার প্রয়োজনীয়তা, দাবী আদায়ের পন্থা প্রভৃতির উপর আলোচনা করেন।

৭ই জুন সকাল হইতে সমস্ত শহরে বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র পুলিস মোতায়েন করা হয়। জনসভার স্থানেও লাঠিধারী পুলিসের বেষ্টনী সৃষ্টি করা হয়। শুধু তাই নয় শহরে যে সমস্ত পোষ্টার লাগান হয় কোন অদৃশ্য শক্তির যাদুবলে সেই সমস্ত পোষ্টার রাত্রির গভীর অন্ধকারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়।

সভায় মনি সিং, তাজুদ্দিন, মতিয়া চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, এডভোকেট মোমেন, মিহির মজুমদার ও শ্রী সুকুমার ভাওয়ালসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, ৬-দফার প্রতি সমর্থন, পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, খাজনা-ট্যাক্স কমান, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী দান, ছাত্রদের ২২-দফা দাবী কায়েম প্রভৃতি দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গৈলা

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন গৈলা শাখার উদ্যোগে ৭ই জুন পালন করা হয়। এই উপলক্ষে গৈলার ছাত্রগণ এক সভায় মিলিত হইয়া ৭ই জুনের তাৎপর্য আলোচনা করেন এবং এই আন্দোলনের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। সভায় বিভিন্ন স্থানে ১৪৪ ধারা জারীর নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, এক ইউনিট বাতিল, পূর্ণ গণতন্ত্র, রাজবন্দীদের মুক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১৯শে জুন ১৯৬৮

আজ 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'র বিচার শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য (বুধবার) সকাল ৯টায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ৩ সদস্যবিশিষ্ট বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে পরিচিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের মামলায় বিচার শুরু হইবে। সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমানের নেতৃত্বাধীনে এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুইজন সদস্য হইতেছে বিচারপতি জনাব এম, আর, খান ও বিচারপতি জনাব মকসুমুল হাকিম।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানসহ ৩০ জন সামরিক ও বেসামরিক অফিসার এবং বেসরকারী ব্যক্তি যাঁহাদের বিরুদ্ধে "পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের ও সামরিক বাহিনীর লোকজনের আনুগত্য বিনষ্টের অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে আজ তাঁহাদিগকেই ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে উপস্থিত করা হইবে। অভিযুক্তদের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া আর বেসরকারী ব্যক্তিগণ হইতেছেন চট্টগ্রামের ডঃ সাইদুর রহমান, শ্রী ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ও শ্রী বিধান কৃষ্ণ সেন, ও দিনাজপুরের জনাব আলী রেজা। অভিযুক্ত সি এস পি অফিসারত্রয় হইতেছেন মেসার্স রুহুল কুদ্দুস, আহমদ ফজলুল রহমান এবং শামসুর রহমান খান।

এ পি পি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র গত ডিসেম্বর মাসে উদঘাটিত করা হয়। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার অভিযোগ আনয়ন করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত ৬ই জানুয়ারী সরকারী প্রেসনোটে যে ২৮ জনের গ্রেফতারের ঘোষণা প্রকাশ করা হয়, উহাতে শেখ মুজিবর রহমানের নাম ছিল না।

১৮ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত অপর এক প্রেসনোটে দেশরক্ষা বিধিবলে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে এই ব্যাপারে অভিযুক্ত করা হয়।

পরবর্তীকালে জনাব শামসুর রহমান খান সিএসপিকেও একই অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ৬ই জানুয়ারীতে প্রকাশিত সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, অভিযুক্তদের মধ্যে কেহ কেহ আগরতলা গমন করিয়া ভারতীয় সামরিক অফিসারদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড়ে তৎপর হইয়াছিলেন। ঘোষণায় আরও অভিযোগ করা হইয়াছিল যে, অভিযুক্তরা প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কেহ কেহ ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনের ফার্ষ্ট সেক্রেটারী মিঃ ওঝার সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। ইহার পরপরই মিঃ ওঝাকে পাকিস্তান ত্যাগ করিতে হয়।

পরবর্তী সময়ে সরকার 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' বিচারের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন।

সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করিবেন মেসার্স মনজুর কাদির, টি, এইচ, খান, এ আলিম, খাকমে বাবর ও গ্রুপ ক্যাপটেন আসলাম।

অভিযুক্তদের পক্ষে কৌঁসুলী হিসাবে উপস্থিত হইবেন মেসার্স খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল, আবদুস সালাম খান, আবু হোসেন সরকার, আতাউর রহমান খান, মীর্জা গোলাম হাফিজ, সৈয়দ আজিজুল হক, জহিরুদ্দীন, আনোয়ারুল হক, মোল্লা জালালুদ্দিন, আমিনুল হক, দেওয়ান মাহবুব আলী, কে, এম, আলম, খোন্দকার দেলওয়ার হোসেন, আবদুল হক প্রমুখ ৫০ জন আইনজীবী। মামলার পরবর্তী পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় খ্যাতনামা আইনজীবীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রহিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

সংবাদ

২৪শে জুন ১৯৬৮

প্রতিরক্ষা বন্দীর মামলার শুনানী সমাপ্ত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গত শনিবার ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি অনুযায়ী শেখ ফজলুল হকের (মনী) বিরুদ্ধে আনীত সুনির্দিষ্ট মামলার শুনানী সমাপ্ত

হয়। ১৯৬৬ সালের ১৩ই মে ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে আপত্তিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগে এই মামলা আনয়ন করা হয়।

শেখ মুজিবর রহমানের ভাগিনা শেখ ফজলুল হক (মনী) বর্তমানে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি অনুযায়ী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রহিয়াছেন।

প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এম, এস, আলীর কোর্টে এই মামলা চলিতেছে। এডভোকেট আনওয়ারুল হক এইদিন অভিযুক্ত ফজলুল হক মনীর পক্ষে সওয়াল জবাব করেন। পক্ষান্তরে এসিসট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর জনাব মেসবাহউদ্দীন আহমদ সরকার পক্ষে সওয়াল জবাব করেন। অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, বিগত ১৯৬৬ সালের ১৩ই মে ঢাকার আউটার ষ্টেডিয়ামে খাদ্য সমস্যার উপর আলোচনা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত এক জনসভায় অভিযুক্ত শেখ ফজলুল হক (মনী) আপত্তিকর বক্তৃতা করেন। সরকার পক্ষে উক্ত সভায় সভার 'লং হ্যাণ্ড' নোটের মাধ্যমে গৃহীত কার্যবিবরণী অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করা হয়। কতিপয় সাক্ষী ইতিপূর্বে সাক্ষ্যদান ও অভিযোগ প্রমাণ করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এডভোকেট আনওয়ারুল হক সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করেন এবং সওয়াল জবাবকালে বলেন যে, বাদীপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তৃতায় অংশবিশেষের উপর ভিত্তি করিয়া বর্তমান মামলা দায়ের করেন। তিনি বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সমগ্র বক্তৃতা একত্রে বিবেচনা করিলে তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষতিকর বক্তৃতাদানের অভিযোগ আদৌ টিকে না।

সরকারপক্ষ অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তৃতা সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি বা উহাকে উচ্ছেদ করার প্ররোচনামূলক কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁহার বক্তৃতায় সরকারের কাজের ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা করিয়াছেন এবং এই সমালোচনা করার অধিকার তাঁহার রহিয়াছে। শাসনতন্ত্রের বিধিবলেও সরকারের কাজের সমালোচনা করার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

এডভোকেট হক আরও বলেন যে, সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচী এবং অর্থনীতির সমালোচনা করার অর্থ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা বা সরকারকে উচ্ছেদের প্ররোচনা বা উস্কানি প্রমাণ করে না। উপরন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির দেশের আইন সঙ্গত রাজনৈতিক দল হিসাবে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচীর সমর্থনে বক্তৃতা করার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে।

জনাব আনওয়ারুল হক আরও বলেন যে, ১৯৬২ সালের রাজনৈতিক দল আইনেও স্বীয় দলের পক্ষে প্রচার এবং সরকারী কাজের সমালোচনার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। পূর্বাহ্নে সরকার পক্ষের কৌঁসুলী বলেন যে,

অভিযুক্ত ব্যক্তি সরকার নীতির সমালোচনা করিতে পারেন কিন্তু সরকারের সমালোচনা করার কোন অধিকার তাহার নাই। উহার উত্তরে এডভোকেট আনোয়ারুল হক বলেন যে, সরকারী নীতির সহিত সরকারকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার উপায় নাই। কেননা সরকারী নীতির সমালোচনার অর্থ হইল সরকারের সমালোচনা করা আর সরকার হইল একটি প্রতিষ্ঠান। উহা পরিচালিত হয় কতিপয় এজেন্সীর মাধ্যমে। জনাব হক সরকারী সাক্ষীদের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ২টি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব কয়জন সরকারের সহিত সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন যে, যে ২টি বেসরকারী সাক্ষী বর্তমান ক্ষেত্রে উপস্থিত করা হইয়াছে উহার মধ্যে একটি হইল কোন এক হোটেলের বয়। দ্বিতীয় সাক্ষী আমীর হোসেনকে সরকার এক ডজনের উপর বিভিন্ন রাজনৈতিক মামলার সাক্ষী হিসাবে পেশ করিয়াছেন। সরকার পক্ষ দাবী করিতেছেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তৃতার ফলে সরকারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার লোকের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু সাক্ষীদের সাক্ষ্যদানকালে উহা প্রতিফলিত হয় নাই।

এই মামলার রায় আগামী ২০শে জুলাই অবধি স্থগিত রাখা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রধান কৌঁসুলীকে সাহায্য করেন এডভোকেট এএফএম আবদুল হক।

আজাদ

২৭শে জুন ১৯৬৮

শেখ মুজিব তহবিলের জন্য কুপনের ব্যবস্থা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা) মামলা পরিচালনার ব্যয়ভার বহনের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের "মামলা পরিচালনা কমিটী" অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মূল্যের কুপন প্রস্তুত করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের মামলা পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক গতকাল বুধবার এক প্রেস রিলিজে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন।

প্রেস রিলিজে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান হইতে কৌঁসুলী আনয়নের জন্য যোগাযোগ করা হইয়াছে। ইহাছাড়া বিদেশ হইতে কৌঁসুলী আনারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে।

উক্ত মামলা পরিচালনার জন্য কুপন ক্রয় করিয়া মুক্তহস্তে "মুজিব তহবিলে" সাহায্যের উদ্দেশ্যে দেশের সকল মহলের প্রতি প্রেস রিলিজে আহ্বান জানান হয়।

"মুজিব তহবিলে" যাহারা সাহায্য করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের ১৫ নম্বর পুরানা পল্টন; পুর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান কার্য্যালয়ের ঠিকানায় মানি অর্ডার অথবা অর্থ প্রেরণের জন্য বলা হইয়াছে।

আজাদ

৪ঠা জুলাই ১৯৬৮

মোমেনশাহীর বিভিন্ন স্থানে শেখ মুজিব মামলা পরিচালনা কমিটী গঠিত

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

মোমেনশাহী, ১লা জুলাই।– আওয়ামী লীগ সুত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, জনাব ইমান আলী এডভোকেটকে আহ্বায়ক করিয়া মোমেনশাহী সদর (দক্ষিণ) মহকুমা 'মামলা পরিচালনা কমিটী' গঠিত হইয়াছে।

কমিটি আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে।

জামালপুরে আওয়ামী লীগ সুত্রে প্রাপ্ত এক খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের মামলা পরিচালনার জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে জনাব আবদুল হাকিম এডভোকেটকে চেয়ারম্যান ও জনাব মাকছুদ আলী খান এডভোকেটকে আহ্বায়ক করিয়া জামালপুর মহকুমা মামলা পরিচালনা কমিটি গঠিত হইয়াছে।

মোমেনশাহী সদর (উত্তর মহকুমা) আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শামছুল হককে আহ্বায়ক করিয়া সদর (উত্তর) মহকুমা 'মামলাটি পরিচালনা কমিটি' গঠিত হইয়াছে বলিয়া আওয়ামী লীগ সুত্রে প্রাপ্ত অপর এক খবরে প্রকাশ।

আজাদ

১৪ই জুলাই ১৯৬৮

মানিকগঞ্জে শেখ মুজিবর সাহায্য তহবিলে অর্থ সংগ্রহ শুরু

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

মানিকগঞ্জ, ১২ই জুলাই।– মানিকগঞ্জ মহকুমা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে মহকুমার সর্ব্বত্র পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবরকে আইনানুগ সাহায্য প্রদানের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য 'মুজিব তহবিলে' অর্থ সংগ্রহ অভিযান শুরু হইয়াছে বলিয়া মহকুমা ছাত্রলীগ সুত্রে প্রকাশ। ছাত্রলীগ কর্ম্মিগণ মহকুমার সর্বত্র ব্যাপক সফর করিয়া এবং রাস্তায় রাস্তায় দল বাধিয়া গান গাহিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছে। মহকুমা ছাত্র লীগের সভাপতি জনাব খন্দকার ফারুক হাসান এই অভিযানের নেতৃত্ব করিতেছেন।

সংবাদ
৮ই আগস্ট ১৯৬৮
মিসেস মুজিবের সহিত উইলিয়ামসের সাক্ষাৎ
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

প্রখ্যাত বৃটিশ আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস আজ সন্ধ্যায় জনাব আমিরুল ইসলাম বার-এট-ল' সমভিব্যবহারে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের পত্নী মিসেস মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বর্তমানে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ প্রধানের পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে মিঃ টমাস উইলিয়ামস মিসেস মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বৃটিশ পার্লামেন্ট ও কুইন্স কাউন্সিলের বিশিষ্ট আইনজীবী মিঃ টমাস উইলিয়ামস ষড়যন্ত্র মামলায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছেন। আগামীকাল তিনি যুক্তরাজ্য রওয়ানা হইবেন এবং এই মামলার শেষ পর্যায়ে পুনরায় তিনি এখানে আসিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আজাদ
২৩শে আগস্ট ১৯৬৮
মওলানা ছাহেবের এন্তেকালে শেখ মুজিবের শোকবার্তা

ঢাকা, ২২শে আগষ্ট।–পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান আজাদী সংগ্রামের বীর সেনানী, প্রবীণ সাংবাদিক ও প্রখ্যাত আলেম মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এন্তেকালে শোক প্রকাশ করিয়াছেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট হইতে প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় আওয়ামী লীগ প্রধান বলিয়াছেন, 'আমাদের মহান নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর এন্তেকালের সংবাদে গভীরভাবে মর্ম্মাহত ও বেদনার্ত্ত হইয়াছি। শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ৩৪ জন রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় বর্ত্তমানে বিচারাধীন রহিয়াছেন।

মরহুমের পুত্র জনাব কামরুল আনম খাঁর (আজাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর) নিকট প্রেরিত তারবার্ত্তায় শেখ মুজিবর রহমান মরহুমের রুহের মাগফেরৎ কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের নিকট শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

তারবার্ত্তায় বলা হইয়াছে যে, আমাদের মহান নেতা মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর দুঃখজনক এন্তেকালে মর্ম্মাহত ও বেদনার্ত্ত হইয়াছি।

দয়া করিয়া আমার আন্তরিক শোক গ্রহণ করুন। আল্লাহর নিকট মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করিতেছি। –পিপিআই

Pakistan Observer
23rd August 1968
Sheikh Mujib condoles Akram Khan's death

Sheikh Mujibur Rahman, President of the East Pakistan Awami League has mourned the 'unfortunate demise' of Maulana Mohammad Akram Khan, reports PPI.

In a telegram sent from the Dacca Cantonment where he along with 34 others is being tried in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and others the Awami League chief said that he was deeply shocked and grieved to learn the unfortunate demise of 'our great leader' Maulana Mohammed Akam Khan.

The telegram which was sent to Mr. Kamrul Anam Khan son of the late Maulana on Tuesday also contained his prayer to Allah for the peace of the departed soul and condolence to the members of the bereaved family.

The telegram reads: 'Deeply shocked and grieved to learn the unfortunate demise of our great leader Maulana Mohammad Akram Khan'.

"Kindly accept my heartfelt condolences. Pray to Allah for the peace of departed soul".

সংবাদ
২৯শে আগস্ট ১৯৬৮
আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভার প্রস্তাব

ঢাকা, ২৭শে আগষ্ট (পিপিআই)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে সম্প্রতি ছাত্র বিক্ষোভ-মিছিলের উপর পুলিসের লাঠি চার্জের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জন্য ও শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি পরিহারের জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহবান জানানো হয়।

ভিয়েতনাম হইতে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহার দাবী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে গৃহীত এক প্রস্তাবে ভিয়েৎনাম প্রশ্নে আওয়ামী লীগের নীতির পুনরুল্লেখ করা হয় এবং ভিয়েৎনাম হইতে সমস্ত মার্কিন ও ভাড়াটিয়া সৈন্য প্রত্যাহার এবং কোনরূপ বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই ভিয়েৎনামী জনগণকে তাহাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার দানের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

চেকোশ্লোভিয়া সমস্যা প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির বৈঠকে গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে চেকোশ্লাভাকিয়া হইতে অবিলম্বে সকল সোভিয়েট সৈন্য প্রত্যাহার এবং বাহিরের কোনরূপ প্রভাব ব্যতিরেকে চেক জনগণকে তাহাদের নিজ সমস্যা সমাধান ও পদ নির্বাচনের অধিকার দানের জন্য সোভিয়েট সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

গত রবিবার আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ণ সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশীয় সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

সংবাদ

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক 'আওয়াজ' এর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

ঢাকা, ১০ই সেপ্টেম্বর (এপিপি/পিপিআই)।–আজ সকালে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যের ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে 'আওয়াজ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের পক্ষ হইতে তাঁহাদের উপর জারীকৃত কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব দান করা হয়।

মাননীয় ট্রাইব্যুনালের নিকট পেশকৃত এক আবেদনে তাঁহারা শর্ত্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল উহা গ্রহণ করিয়া আওয়াজ এর পরবর্ত্তী সংখ্যায় উক্ত ক্ষমা প্রার্থনা প্রকাশের নির্দেশ দেন।

দৈনিক পয়গাম

১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

আওয়াজ এর ক্ষমা প্রার্থনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকারী বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশন শুরু হইলে 'আওয়াজের' ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, প্রকাশক ও মুদ্রাকরের পক্ষ হইতে তাহাদের উপর জারিকৃত কারণ দর্শাইবার নোটিশের জবাব দান করা হয়।

মাননীয় বিশেষ আদালতের নিকট পেশকৃত এক আবেদনে তাঁহার শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

বিশেষ আদালতে উহা গ্রহণ করিয়া 'আওয়াজ' এর পরবর্তী সংখ্যায় উক্ত শর্তহীন ক্ষমা প্রার্থনা প্রকাশের নির্দেশ দান করেন।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি জনাব এস, এ, রহমান 'আওয়াজ' কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, ভবিষ্যতে ট্রাইব্যুনালের বিবরণ প্রকাশে কোনরূপ ত্রুটি হইলে তাঁহাদের গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

আজাদ

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

অদ্য চট্টগ্রামে সালাম খানের সম্বর্দ্ধনা

(সংবাদদাতার তার)

চট্টগ্রাম, ১৪ই সেপ্টেম্বর।–চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ আগামীকল্য অপরাহ্ন ৫টায় ২৩ ষ্টেশন রোড, চট্টগ্রাম-এ বিশিষ্ট আইনজীবী এবং আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমানের প্রধান কৌঁসুলী জনাব এম এ সালাম খানকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবে। অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

আজাদ

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের মাতা মরণাপন্ন

(সংবাদদাতার তার)

খূলনা, ১৯শে সেপ্টেম্বর।– জনাব শেখ মুজিবর রহমানের মাতা তাহার গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ বাসভবনে মৃত্যুশয্যায় শায়িত এবং তাহার অবস্থা মূমুর্ষূ। অসুস্থ মাতা পুত্র জনাব মুজিবর রহমানকে দেখার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। মানবতার খাতিরে জনাব মুজিবর রহমানকে মুক্তিদানের আবেদন জানানো হইয়াছে।

সংবাদ

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের মাতা গুরুতর অসুস্থ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের মাতা গুরুতর অসুস্থ বলিয়া জানা গিয়াছে। গতরাত্রে মিসেস মুজিবর রহমানের নিকট প্রেরিত এক জরুরী তারবার্তায় এই সংবাদ জানান হইয়াছে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান বর্তমানে ষড়যন্ত্র মামলায় সামরিক হেফাজতে আটক রহিয়াছেন এবং ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে এক বিশেষ ট্রাইব্যুনালে তাঁহার বিচার চলিতেছে।

মিসেস মুজিবর রহমান গতকাল (শনিবার) অপরাহ্নে মৃত্যুশয্যায় শায়িত শ্বাশুড়িকে দেখিবার জন্য গোপালগঞ্জ রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। যাবার আগে কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি লইয়া তিনি গতকল্য স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রকাশ, মৃত্যুপথযাত্রী মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি তাঁহার স্বামীকে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানাইয়াছেন। ইহার ফলাফল এখনও জানা যায় নাই।

Dawn

23 September 1968

Mujib's mother Improving

DACCA, Sept. 22: The condition of Sheikh Mujibur Rahman's mother Begum Sahera Khatun, 66, was reported to have slightly improved this evening according to a telephonic message received here from Khulna.– PPI

সংবাদ

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবরের মাতার অবস্থার পুনরায় অবনতি

ঢাকা, ২৬শে সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।–অদ্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থ মাতার অবস্থার পুনরায় অবনতি ঘটিয়াছে বলিয়া অদ্য রাতে এখানে প্রাপ্ত খবরে জানা গিয়াছে।

'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্যে'র মামলার ব্যাপারে বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক শেখ মুজিবর রহমানের ৬৬ বৎসর বয়স্কা মাতা বেগম শেরা খাতুন গত কিছুদিন ধরিয়া অন্ত্রের রক্তক্ষরণে ভুগিতেছেন এবং তাঁহার পুত্রের গোপালগঞ্জস্থ বাসভবনে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। বেগম শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহাদের পুত্র কামাল বর্ত্তমানে বেগম শেরা খাতুনের শয্যাপাশে রহিয়াছেন।

জনাব কামাল অদ্য রাতে টেলিফোনে জানান যে, গত দুইদিন তাহার মাতামহীর অবস্থার উন্নতি ঘটিলেও অদ্য পুনরায় অবনতি ঘটিতে শুরু করে।

Dawn

28th September 1968

Mujib's mother in critical condition

DACCA, Sept. 27: The condition of the ailing mother of the Awami League Chief, Sheikh Mujibur Rahman, has deteriorated further today and she is now in critical stage, a message received here tonight stated.–PPI.

সংবাদ

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের মাতার অবস্থার আরও অবনতি

ঢাকা, ২৭শে সেপ্টেম্বর (পিপিআই)।–আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের রুগ্ন মাতার অবস্থার অদ্য আরও অবনতি ঘটিয়াছে। তাঁহার অবস্থা বর্তমানে এক সঙ্কটজনক পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে বলিয়া অদ্য রাত্রে এখানে এক খবর পাওয়া গিয়াছে।

খুলনা হইতে শেখ মজিবরের জনৈক আত্মীয় কর্তৃক ঢাকায় তাঁহার কন্যার নিকট লিখিত এক পত্রে প্রকাশ, চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শেখ সাহেবের মাতার অবস্থা ক্রমশঃই অবনতির দিকে চলিয়াছে।

এই খবর পাওয়ার পর শেখ পরিবারের নিকটতম আত্মীয়গণ অদ্য গোপালগঞ্জের ৯ মাইল দূরে টুঙ্গীপাড়া যাত্রা করেন।

আজাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের মাতার অবস্থা সঙ্কটজনক

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রুগ্ন বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার সুযোগ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানান হইয়াছে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে গতকাল রবিবার উক্ত আবেদন জানান হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, কঠিন রোগে আক্রান্ত শেখ মুজিবের বৃদ্ধা মাতা বেগম সাহেরা খাতুনের (৭৬) অবস্থা খুবই সঙ্কটজনক।

উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রথম ব্যক্তি।

আজাদ

৩০ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের মাতার অবস্থার অবনতি

ঢাকা, ২৮শে সেপ্টেম্বর।– আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থ মাতার অবস্থার গতকল্য আরও অবনতি ঘটিয়াছে এবং তাঁহার অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক বলিয়া অদ্য রাত্রে এখানে প্রাপ্ত এক খবরে জানা গিয়াছে। চিকিৎসকদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শেখ মুজিবের মাতার অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতেছে বলিয়া খুলনা হইতে শেখ মুজিবের জনৈক আত্মীয় ঢাকায় তাঁহার কন্যাকে জানাইয়াছেন।

খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শেখ সাহেবের আত্মীয়-স্বজন তাঁহার মাতাকে দেখার জন্য ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। শেখ সাহেবের মাতা তথায় তাহার ছেলের বাড়ীতে শয্যাশায়ী রহিয়াছেন।

শেখ মুজিবের মাতা বেগম ছাহেরা খাতুন আন্ত্রিক রক্তক্ষরণ রোগে ভুগিতেছেন। তাঁহার শয্যা পাশে বর্ত্তমানে তাঁহার বৃদ্ধ স্বামী শেখ লুৎফর রহমান, পুত্রবধু মিসেস শেখ মুজিব ও পৌত্র কামাল রহিয়াছে। শেখ মুজিবর রহমান বর্তমানে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী রহিয়াছেন।

প্রাপ্ত খবরে আরও জানা যায় যে, গোপালগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ্জ উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাক্রমে গতকল্য টুঙ্গিপাড়া গমন করেন।

অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের জন্য মিসেস শেখ মুজিবর রহমান যে আবেদন জানাইয়াছেন, সেই সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি টুঙ্গীপাড়া গঠন করেন বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।–পিপিআই

Dawn

30th September 1968

Condition of Mujib's mother grave

DACCA, Sept 29: A Press release of the East Pakistan Awami League tonight described the condition of the Party Chief Sheikh Mujibur Rahman's mother as "very serious".

The release said that Begum Shahera Khatoon's "condition has further deteriorated and her condition is very serious".

It urged the Government to take immediate step for allowing Sheikh Mujibur Rahman to see his ailing mother on parole.

The release mentioned that Sheikh Sahib's mother has been suffering from serious illness (bleeding) since long and that application has already been made to the Government for his release on parole to see his mother. "But it is sad that the Government has not taken any step in this regard". it added.–PPI.

LAHORE, Sept 29: The Employment Exchanges in West Pakistan provided jobs to 2,375 persons and registered for employment assistance 12,226 during the first fortnight of the current month.–PPI.

সংবাদ

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবরের মাতার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬ বৎসর বয়স্ক রুগ্না মাতা বেগম সাহেরা খাতুনের স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটিয়াছে এবং তাঁহার অবস্থা গুরুতর বলিয়া আওয়ামী লীগের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা গিয়াছে। প্রকাশ, সরকারের প্রতি রুগ্না মা'কে দেখার জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে অনুমতি দেওয়ার আবেদন জানানো হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবের মাতা দীর্ঘদিন যাবৎ বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছেন।

আজাদ

১লা অক্টেবর ১৯৬৮

ছাত্রলীগ কর্তৃক শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের আহ্বান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গুরুতর রোগে আক্রান্ত বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার সুযোগ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের আহ্বান জানাইয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক গতকাল সোমবার এক বিবৃতি দিয়াছেন।

তিনি বিবৃতিতে বলেন যে, কঠিন রোগে আক্রান্ত শেখ মুজিবরের বৃদ্ধা মাতার অবস্থা খুবই সঙ্কটাপন্ন। এমতাবস্থায় মানবিক কারণে শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের জন্য তিনি সরকারের নিকট দাবী জানাইয়াছেন।

সংবাদ

১লা অক্টোবর ১৯৬৮

সরকারের প্রতি ছাত্রলীগ সম্পাদকের অনুরোধ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ষড়যন্ত্র মামলায় আটক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে রোগ শয্যায় শায়িতা তদীয় বৃদ্ধা মাতাকে একবারের জন্য দেখার সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাইয়া গতকাল (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

আজাদ
২রা অক্টোবর ১৯৬৮
আমেনা বেগম কর্তৃক শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের আহ্বান
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে মৃত্যুশয্যায় শায়িত বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগদানের জন্য অবিলম্বে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে মানবিক কারণে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, শেখ মুজিবের বৃদ্ধা জননী (৭৬) গত কিছুদিন যাবৎ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ পল্লীভবনে কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শায়িত রহিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা বর্ত্তমানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। অসুস্থ জননী তাঁহার পুত্র শেখ মুজিবকে দেখার জন্য উদ্বিগ্ন রহিয়াছেন।

তিনি অভিযোগ করিয়া বলেন যে, শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য ইতিপূর্ব্বে মিসেস শেখ মুজিব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছেন, এই পর্য্যন্ত তাহার কোন জওয়াব পাওয়া যায় নাই।

মিসেস আমেনা বেগম মানবতার খাতিরে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি প্রদান করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সরকারের সহিঞ্চুতার পরিচয় প্রদানের আহ্বান জানান।

সংবাদ
২রা অক্টোবর ১৯৬৮
আমেনা বেগম কর্তৃক শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদান করিয়া তাঁহার মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধা মাতাকে একবার দেখার সুযোগ দানের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম সরকারের প্রতি আবেদন জানাইয়াছেন। গতকাল মঙ্গলবার সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে মিসেস আমেনা বেগম বলেন:

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বৃদ্ধা জননী (৭৬) কিছুদিন হইতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়াস্থ পল্লী ভবনে কঠিন রোগে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষায় রহিয়াছেন।

তাঁহার অবস্থা বর্তমানে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। বৃদ্ধা জননী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তাঁহার পুত্র শেখ মুজিবকে দেখার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

জনাব শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে মিসেস শেখ মুজিব বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করিয়াও এ পর্যন্ত কোন সদুত্তর পান নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

আমি সরকারের মানবতাবোধ এবং বিবেকের কাছে দাবী করিতেছি মানবতার খাতিরে জনাব শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি প্রদান করিয়া রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি সরকারের আত্ম সহিঞ্চুতার পরিচয় প্রদান করিবেন।

আজাদ
৩রা অক্টোবর ১৯৬৮
শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের অনুরোধ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ প্রদানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য সরকারে প্রতি অনুরোধ জানাইয়া গতকাল বুধবার পূর্ব্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের (মতিয়া গ্রুপ) কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও সম্পাদক এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, শেখ মুজিবরের মাতার অবস্থা বর্ত্তমানে সংকটাপন্ন। এমতাবস্থায় তাঁহারা মানবিক কারণে তাঁহাকে মুক্তিদানের আবেদন জানাইয়াছে।

সংবাদ
৩রা অক্টোবর ১৯৬৮
শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের আহ্বান
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

বন্দী শেখ মুজিবর রহমানকে রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধা মাতাকে একবারের জন্য দেখার সুযোগদানের দাবী জানাইয়া পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে সভাপতি সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক শামসুদ্দোহা গতকাল একটি বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, "পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানের বৃদ্ধা মাতা কিছুদিন ধরিয়া কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়াছেন। রোগগ্রস্তা মাতাকে একবার দেখার সুযোগদান করার জন্য শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিতেছি।"

আজাদ

৪ঠা অক্টোবর ১৯৬৮

প্রদেশে নয়া রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু

ত্রিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠনের প্রচেষ্টা

(রাজনৈতিক ভাষ্যকার)

ত্রিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করায় সক্রিয় প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে আন্দোলনের শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসাবে গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে একত্রীকরণে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

ইতিমধ্যেই কয়েকজন বিশিষ্ট ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতার সাবেক আওয়ামী লীগে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন লইয়া ঢাকায় কয়েক দফা বৈঠক হইয়াছে। এই সমস্ত বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশ্বস্তসূত্র হইতে প্রকাশ, সাবেক উজিরে আলা আতাউর রহমান খান, সাবেক কেন্দ্রীয় উজির আবুল মনসুর আহমদ ও জহিরুদ্দিন, সাবেক প্রাদেশিক উজির মশিউর রহমান (যশোর), পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের সাবেক সেক্রেটারী মুজিবর রহমান এবং আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাবেক আওয়ামী লীগপন্থী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সম্ভবতঃ সাবেক আওয়ামী লীগে ফিরিয়া আসিবেন।

'উপযুক্ত পরিবেশের ভিত্তিতে' পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা তর্কবাগীশ ও প্রাদেশিক পিডিএম এর সভাপতি জনাব সালাম খান ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগে যে যোগদান করিতে চাহেন না তাহা নহে।

সংশ্লিষ্ট মহলের মতে মামলায় জড়িত পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের (ছয় দফা পন্থী) সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান সাবেক ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্ম্মীদের সমন্বয়ে পুনর্গঠিত শক্তিশালী আওয়ামী লীগের পক্ষে। তদুপরি তিনি রাজনৈতিক কর্ম্মসূচী হিসাবে "ছয়-দফাকে" একদিকে যেমন গ্রহণযোগ্য মনে করেন, অপরদিকে তেমনই 'অপরিবর্তনীয়' বলিয়া মনে করেন না। তাহার প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক এম এন এ মিজানুর রহমান চৌধুরী বিশেষ করিয়া জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পর হইতে বিভিন্ন আওয়ামী লীগকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে অগ্রণী হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ।

আগামীকাল শনিবার ছয়-দফা পন্থী আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক হইবে। এই বৈঠকে ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ গড়িয়া তোলা সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া জানা যায়। সম্ভবতঃ কমিটির এক প্রস্তাবে সাবেক ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ পন্থীদের পুনরায় ঐক্যবদ্ধ এক আওয়ামী লীগে যোগদানের আহ্বান জানান হইবে। কেহ কেহ মনে করেন যে, উক্ত বৈঠকে এই প্রতিষ্ঠানের বাহিরের আওয়ামী লীগপন্থীদের সাথে

একত্রীকরণ সম্পর্কিত আলোচনার জন্য কয়েকজন সদস্যবিশিষ্ট একটি সাবকমিটি গঠিত হইতে পারে। প্রতিষ্ঠানের আগামী ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর অনুষ্ঠিতব্য কাউন্সিল অধিবেশনেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি প্রেরিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে কাউন্সিল অধিবেশনেই পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগারদের প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে হয়ত কাউন্সিলকেই উক্তসদস্যদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হইবার চূড়ান্ত রায় দিতে হইবে।

ছয়-দফাপন্থী ও পিডিএমপন্থী উভয় আওয়ামী লীগেরই বিশিষ্ট নেতৃবর্গের মতে দেশে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং জনগণের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য শক্তিশালী নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইলে ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলের দ্বারা বর্ত্তমানে একা অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে। সেই কারণেই তাঁহারা প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণের কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন।

তাঁহাদের মতে জনগণের সাথে যোগসূত্র রক্ষাকারী অপর প্রতিষ্ঠান ন্যাপ (চীনপন্থী) ও ভবিষ্যতের বৃহৎ আওয়ামী লীগ উভয়ের গ্রহণযোগ্য কর্ম্মসুচীর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইলে দেশে একটি সুপরিচালিত গণজাগরণ আনয়ন করা সম্ভব হইবে।

প্রকাশ কোন একটি মহল হইতে এই ব্যাপারে প্রাথমিক আলোচনার জন্য ইতিমধ্যেই ন্যাপ নেতার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা হইয়াছে। সম্ভবতঃ আগামী শনিবার ন্যাপ-এর জনৈক নেতার মাধ্যমে মওলানা ভাসানীর সাথে যোগাযোগ করা হইবে।

পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগের জনৈক প্রবীণ নেতা গতরাত্রে স্বীকার করেন যে, দ্বিধাবিভক্ত আওয়ামী লীগকে একত্র করার প্রশ্নটি লইয়া সংশ্লিষ্ট মহলে আলোচনা হইতেছে। তবে এই জাতীয় ঐক্যের বিষয় বিবেচনা করিতে হইলে দুই দলের প্রতিনিধিদের সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সম্প্রতি ঐক্য সম্পর্কে ঘরোয়া বৈঠকে যে আলোচনা হইয়াছে, আওয়ামী লীগের শনিবারের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তাহারই বাস্তব প্রস্তাব আসিতে পারে।

উল্লেখ্য যে, দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পুনরুজ্জীবনের সময় জনাব আতাউর রহমান খানসহ বেশ কিছুসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়া আসেন নাই। পুনরায় আওয়ামী লীগ ছয় দফার প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয় । গত বছর পার্টি প্রধান শেখ মুজিব কারাগারে অবস্থানকালে পার্টি ভাগ হইয়া যায় এবং একটী অংশ পিডিএম-এ যোগদান করে।

সংবাদ

৫ই অক্টোবর ১৯৬৮

অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি দানের আহ্বান

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ), ৪ঠা অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- বর্তমানে ষড়যন্ত্র মামলার ব্যাপারে আটক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অসুস্থ মাতাকে শেষ বারের মত দেখার সুযোগ দানের জন্য ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সহকারী সম্পাদক জনাব হাতেম আলী মিয়া, গৌরীপুর থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ এম, এ, সোবহান, গৌরীপুর শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব সুলতান উদ্দিন তালুকদার প্রমুখ এক বিবৃতিতে মানবতার খাতিরে শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

সিরাজগঞ্জ আওয়ামী লীগ প্রধানের আবেদন

সিরাজগঞ্জ হইতে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতার এক তার বার্তায় প্রকাশ, শেখ মুজিবর রহমানের মরণাপন্ন মাতাকে শেষবারের মত দেখার সুযোগদানের জন্য সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোতাহার হোসেন তালুকদার শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দানের আবেদন জানান।

আজাদ

৭ই অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের আহ্বান

ফরিদপুর, ৫ই অক্টোবর।- ফরিদপুর জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী এডভোকেট শামসুদ্দিন মোল্লা অদ্য সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারলে মুক্তি দানের জন্য আহ্বান জানান।

সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবরের বৃদ্ধা মাতা আজ মৃত্যুশয্যায়। এই সময়ে মাতার মৃত্যু শয্যাপার্শ্বে তাঁহাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য সরকার যেন তাহাকে প্যারলে মুক্তি দেন। তিনি মানবিক কারণে শেখ মুজিবকে প্যারলে মুক্তি দানের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। -পিপিআই

মোমেনশাহী

মোমেনশাহী, ৫ই অক্টোবর।- মোমেনশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খন্দকার আবদুল মালেক শহীদুল্লা মানবিক কারণে

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে অনতিবিলম্বে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানাইয়াছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব শেখ মুজিবের রুগ্ন মাতার অবস্থার আরো অবনতি ঘটীয়াছে বলিয়া বিভিন্ন সুত্রে খবর পাওয়া যাইতেছে। তাঁহার অবস্থা বর্তমানে এক সংকটজনক পর্যায়ে আসিয়া পৌছিয়াছে। -সংবাদদাতা

আজাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি : প্রেসিডেন্ট সমীপে ভাসানীর তার

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

মৃত্যুশয্যায় শায়িতা বৃদ্ধা মাতাকে এক নজর দেখিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং বর্ত্তমানে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য ন্যাশানাল আওয়ামী পার্টির (পিকিংপন্থী) সভাপতি মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

গতকাল মঙ্গলবার ন্যাপ প্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরিত তারবার্ত্তায় উক্ত আবেদন জানান। তারবার্ত্তায় বলা হইয়াছে, "অনুগ্রহপূর্ব্বক মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মাতাকে দেখিবার জন্য শেখ মুজিবকে অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তিদান করুন।"

সংবাদ

৯ই অক্টোবর ১৯৬৮

প্রেসিডেন্টের নিকট ভাসানীর তারবার্তা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

মরণাপন্ন বৃদ্ধা মাতাকে দেখার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে অন্ততঃপক্ষে প্যারোলে মুক্তি প্রদানের অনুরোধ জানাইয়া মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিকট একটি তারবার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন।

ভাসানীপন্থী ন্যাপ সম্পাদক মোঃ তোয়াহা গতকাল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত এই তারবার্ত্তা প্রেরণের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

সংবাদ
৯ই অক্টোবর ১৯৬৮
মূল ন্যাপকে আমন্ত্রণ না জানাইবার দরুন–
আওয়ামী লীগ কর্তৃক ভাসানী আহূত সম্মেলনে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জনাব ওয়ালী খানের নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিকে আমন্ত্রণ না জানাইবার কারণে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ মওলানা ভাসানী আহূত নেতৃ সম্মেলনে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

গত সোমবার মগবাজারে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির শেষদিনের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে মওলানা ভাসানীর আমন্ত্রণ গ্রহণে অপারগতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, ওয়ালী খান নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অনুপস্থিতিতে ঐক্যের মূল উদ্দেশ্য তথা সকল বিরোধী গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার কাজ ব্যাহত হইতে বাধ্য।

উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা ভাসানী আগামী ১১ই অক্টোবর টাঙ্গাইলের সন্তোষে এক নেতৃ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রতি আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে "গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্য" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ভারপ্রাপ্ত সভাপতিকে ইতিপূর্বেই প্রদত্ত দায়িত্বের পুনরুনুমোদন করা হয়।

দাবীর ভিত্তিতে ঐক্যের আহ্বান

আগামী সাধারণ নির্বাচন প্রশ্নে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার কায়েম, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন, জরুরী আইনের আশু অবসান, প্রেস অর্ডিন্যান্স বাতিল, নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেসের বাজেয়াফতি আদেশ প্রত্যাহার, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, সকল রাজনৈতিক মামলার প্রত্যাহার দাবী করা হয়। উপরোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হওয়ার জন্য দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানান হইয়াছে।

উপরোক্ত দাবীসমূহ সম্পর্কিত প্রস্তাবে আরও বলা হয় যে, যেহেতু প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের অবর্তমানে জনমতের সত্যিকার প্রতিফলন কখনই সম্ভব হইতে পারে না এবং যেহেতু দেশরক্ষা বিধির প্রয়োগে বিরোধী শক্তিকে ইচ্ছামত নির্যাতন করার জন্য জরুরী অবস্থা বহাল রাখা হইতেছে, যেহেতু বাকস্বাধীনতা ও সমাবেশের অধিকার সংকুচিত করা হইতেছে, যেহেতু প্রেস অর্ডিন্যান্সের প্রয়োগে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হইতেছে এবং একই

সঙ্গে প্রেস ট্রাষ্ট মারফত বিরোধীদলের বিরুদ্ধে লাগামহীন মিথ্যা প্রচারণা চালান হইতেছে, যেহেতু অসংখ্য দেশপ্রেমিককে কারাগারে পুরিয়া তাঁহাদের জীবনীশক্তি তিলে তিলে ক্ষয় করা হইতেছে, যেহেতু বিরোধীদলের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালান হইতেছে এবং নিকৃষ্ট ধরনের "টোটালিটেরিয়ালিজম" ও "রেজিমেন্টেশন" চালান হইতেছে সেইহেতু এই সভার দৃঢ় অভিমত এই যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় গৃহীতব্য আসন্ন নির্বাচন কখনই সুষ্ঠু ও নির্বাদ হইতে পারে না এবং এই নির্বাচনে কখনই জনমতের সত্যিকার প্রতিধ্বনি হইতে পারে না।

২০শে অক্টোবর জনসভা

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশন শেষে ২০শে অক্টোবর ঢাকায় একটি জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬-দফা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অন্তরায় নয়

সভায় ৬-দফার প্রতি দৃঢ় সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া বলা হয় যে, ৬ দফা কর্মসূচী ইস্যুভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পথে কোন অন্তরায় নয়। ওয়ার্কিং কমিটি গত ৪ঠা অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধানের অভিমত ৬-দফা কর্মসূচী এবং অন্যান্য বিষয় সংক্রান্ত জল্পনা-কল্পনামূলক যে খবর কতিপয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সত্যতা অস্বীকার করিয়া সামরিক হেফাজতে থাকাকালীন রাজনৈতিক ব্যাপারে শেখ মুজিবের উদ্ধৃতি প্রদান হইতে বিরত থাকার জন্য সংবাদপত্রসমূহের প্রতি অনুরোধ জানায়।

সভায় পূর্ব কর্মসূচী অনুযায়ী ১৯শে ও ২০শে অক্টোবর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই মর্মে ইতিপূর্বে স্বতন্ত্র নোটিশ প্রেরণ সত্ত্বেও জেলা ও মহকুমা নেতৃবৃন্দের প্রতি ইহাকে নোটিশ হিসাবে গ্রহণের অনুরোধ করা হইয়াছে।

সভায় মামলা পরিচালনা কমিটি পরিচালিত হিসাব পরীক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহের পরিমাণ সন্তোষজনক না হওয়ায় অর্থ-সংগ্রহ তৎপরতা জোরদার করার আহ্বান জানানো হয় এবং কাউন্সিল অধিবেশনের পূর্বে ইতিমধ্যে সংগৃহীত অর্থ প্রেরণ করার জন্য বলা হয়।

ওয়ার্কিং কমিটি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধানের বৃদ্ধা মাতার মরণাপন্ন অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া মাতাকে দেখার জন্য মানবতার খাতিরে শেখ মুজিবর রহমানকে 'প্যারোলে' মুক্তি দেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানায়।

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্ক সৃষ্টি না করার আহ্বান

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে প্রথমতঃ ভাষা এবং দ্বিতীয়তঃ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও 'লিঙ্গুর ফ্রাঙ্কা' প্রসংগের অবতারণা করিয়া দেশের উভয়াঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে কতিপয় মহল বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা চালাইতেছে তাহার

নিন্দা করা হয়। সভায় কতিপয় মহল কর্তৃক মীমাংসিত রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পুনরায় গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টার প্রতিবাদ করিয়া বলা হয় যে, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা হইতে অপসারণের যে কোন প্রচেষ্টা বাংলাভাষী জনসাধারণ প্রতিহত করিবে।

দৈনিক পয়গাম

৯ই অক্টোবর ১৯৬৮

প্যারোলে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবী

ঢাকা, ৮ই অক্টোবর।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ মাতার সহিত সাক্ষাতের সুযোগ দানের জন্য প্যারোলে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দানের দাবী জানাইয়াছে।

ওয়ার্কিং কমিটির তিনদিন ব্যাপী বৈঠকে এই দাবী জানান হয়। গতরাত্রে এই সভা সমাপ্ত হয়। –পিপিআই

Pakistan Observer

10th October 1968

Release Mujib on parole

Mr. Tofael Ahmed, Vice-President, Dacca University Central students Union (DUCSU) and Mr. Khaled Hashim, Vice-President, Iqbal Hall Students Union have appealed to the Government to release Sheikh Mujibur Rahman, Chief of the East Pakistan Awami League on parole, reports PPI.

In two separate Press statements in Dacca on Tuesday night they said the Government should on humanitrian ground release the Sheikh on parole to enable him see his old ailing mother.

সংবাদ

১১ই অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের দাবী

ঝালকাঠি (বরিশাল), ৭ই অক্টোবর (সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ঝালকাঠি থানার নেতৃবৃন্দ এক যুক্ত বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তি দানের দাবী জানাইয়াছেন। বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন যে, কিছুদিন পূর্বে আমরা পত্রিকার মাধ্যমে জানিতে পারিলাম যে, শেখ মুজিবের বৃদ্ধা মাতা গুরুতর অসুস্থ। এমতাবস্থায় একান্ত মানবতার খাতিরে অসুস্থ বৃদ্ধা মাতাকে দেখার উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য সরকারের নিকট

আবেদন জানাইতেছি। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষে ডাঃ লুৎফর রহমান, অরুণ সাহা, আনওয়ার জাহিদ। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পক্ষে মোবারক হোসেন, দেলওয়ার হোসেন, সঞ্জীব বোস, বজলুল হক তালুকদার।

আজাদ

১৫ই অক্টোবর ১৯৬৮

ট্রাইব্যুনাল শেখ মুজিবকে বিচার চলাকালে প্যারোলে মুক্তিদানে সক্ষম নহে: আবেদনের জবাবে চেয়ারম্যানের বক্তব্য

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় পয়লা নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার চলাকালে প্যারোলে মুক্তি দানের নির্দেশ দিতে সক্ষম নহেন বলিয়া চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান গতকাল সোমবার বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলীকে জানান। কারণ অড্যিন্যান্স অনুযায়ী বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্তদের সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর তাহার আটকের দায়িত্ব রহিয়াছে।

গুরুতররূপে অসুস্থ বৃদ্ধা মাতাকে দেখিবার উদ্দেশ্যে প্যারোলে মুক্তির জন্য সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ হইতে একটা দরখাস্ত করা হয়। গতকাল বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব সালাম খান উক্ত দরখাস্তের কথা উল্লেখ করিলে ট্রাইব্যুনালের ‘চেয়ারম্যান উক্ত মন্তব্য করেন।’

মুক্তির নির্দ্দেশ দানের অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া, বিচারপতি জনাব রহমান বলেন যে, আমি দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ফরওয়ার্ড করিয়াছি। ইহাই কেবল করিতে পারি। অভিযুক্তগণ সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছেন। আমি কোন মন্তব্য করিতে পারিব না। অভিযুক্তকে মুক্তি দেওয়া হইবে কি হইবে না, তাহা উক্ত কর্তৃপক্ষ স্থির করিবেন। তিনি অর্ডিন্যান্স হইতে সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন।

জনাব সালাম খান বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জুডিশিয়াল কাষ্টডিতে আটক রহিয়াছেন। সেইজন্য ট্রাইব্যুনাল এই জাতীয় আবেদন দৃষ্টে মুক্তির ব্যবস্থা করিতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি একজন রাজসাক্ষী মাতাকে দেখিবার অনুমতি পাইয়াছেন।

বিচারপতি রহমান অর্ডিন্যান্সের বিধান দৃষ্টে জনাব সালাম খানের সাথে একমত হইতে পারেন নাই এবং বলেন যে, অর্ডিন্যান্স মোতাবেক ফরওয়ার্ড করা ছাড়া মুক্তির নির্দ্দেশ দেওয়া যায় না।

অতঃপর এই বিষয়টির প্রতি জনাব খান বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

জনাব কাদের বলেন যে, এই ব্যাপারটি সম্পর্কে কি করিতে পারি, তাহা আমি দেখিব। ইতিপূর্ব্বে দুই-একটি কেসে এইরূপ করা হইয়াছে। আমি মনে করি, কিছু একটা করা যাইতে পারে।

বিচারপতি রহমান বাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব কাদেরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলেন যে, মানবতার দিক হইতে বিষয়টি আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।

সংবাদ
১৫ই অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের আবেদন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁহার অসুস্থা মাতার সহিত সাক্ষাতের সুযোগদানের উদ্দেশ্যে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য গতকল্য (সোমবার) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে আবেদন পেশ করা হইলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি এস, এ, রহমান আবেদনপত্রটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেন। বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি জনাব আবদুস সালাম খান শেখ মুজিবের পক্ষে আবেদন পেশ করেন।

আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কোন সুপারিশ না করায় বিবাদী পক্ষের কৌঁসুলি বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির মাতার অসুস্থতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য ট্রাইব্যুনালের নির্দেশ দেওয়া উচিত।

ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ইহার উত্তরে বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সামরিক বাহিনী কর্তৃক আটক আছেন। সুতরাং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাও তাঁহাদের।

এই পর্যায়ে জনাব আবদুস সালাম খান যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেদিন হইতে মামলার শুনানী শুরু হইয়াছে সেদিন হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ট্রাইব্যুনালের কর্তৃত্বাধীন রহিয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে সামরিক বিভাগ তত্ত্বাবধায়ক মাত্র।

কিন্তু বিচারপতি এস, এ, রহমান বলেন যে, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহা প্রযোজ্য নহে। যতক্ষণ আদালতকক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ আছেন, ততক্ষণই তাঁহারা আদালতের তত্ত্বাবধানে আছেন। আদালত কক্ষের বাহিরে চলিয়া গেলে তাঁহাদের সামরিক তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

জনাব সালাম খান বলেন যে, এইরূপ পরিস্থিতিতে জনৈক রাজসাক্ষীর মায়ের অসুস্থতার সময় তাঁহাকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং সেই যুক্তি এখানেও প্রযোজ্য হইতে পারে।

এ সম্পর্কে চেয়ারম্যান বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি জনাব মঞ্জুর কাদিরের মতামত জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, এই সম্পর্কে কি করা যায় তাহা তিনি দেখিবেন। তিনি আরও বলেন, “আমার সন্দেহ নাই যে, এই সম্পর্কে কিছু করা যাইতে পারে।”

সংবাদ
১৬ই অক্টোবর ১৯৬৮

ময়মনসিংহের নেতৃবৃন্দের বিবৃতি
শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দানের আবেদন

ময়মনসিংহ, ১২ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানাইয়া ময়মনসিংহ জেলার আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পি, ডি, এম, ভাসানীপন্থী ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), সাবেক এম, পি, এ, শ্রমিক ও নেতৃবৃন্দসহ ৩৯ জন এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

যুক্ত বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, “ষড়যন্ত্র মামলায় আটক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মজিবুর রহমানের ৭৬ বৎসর বয়স্কা জননী আজ দীর্ঘদিন যাবৎ রোগশয্যায় শায়িতা। বর্ত্তমানে তাঁহার অবস্থা সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত। মৃত্যুপথযাত্রী মাতা পুত্র জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে শেষবারের মত একবার দেখিতে চাহিতেছেন।

পরিশেষে নেতৃবৃন্দ মানবিক কারণে শেখ মুজিবর রহমানকে অনতিবিলম্বে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে রহিয়াছেন: ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভুঁইয়া, জেলা পি, ডি, এম সভাপতি মওলানা আলতাফ হোসেন, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আখতারুজ্জামান এডভোকেট, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুস সাত্তার এডভোকেট, জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব মোঃ লাল মিঞা, জেলা ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব কাজী আবদুল বারী, জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব খোন্দকার আবদুল মালেক, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আবদুল মতিন এডভোকেট, জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব আবুল মনসুর আহমদ

এডভোকেট, প্রাদেশিক কাউন্সিল মুসলিম লীগের যুগ্ম-সম্পাদক জনাব ইসমাইল হোসেন এডভোকেট, জেলা ভাসানীপন্থী ন্যাপের সহ-সভাপতি জনাব আমিনুল হক এডভোকেট, জেলা ভাসানীপন্থী ন্যাপ সম্পাদক জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমদ, সদর দক্ষিণ মহকুমা লীগ সভাপতি জনাব মফিজউদ্দিন আহমদ, সদর-উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আনোয়ারুল কাদির এডভোকেট, জামালপুর মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব আবদুল হাকিম এডভোকেট, সদর-উত্তর মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শামছুল হক, সদর দক্ষিণ মহঃ আওঃ লীগ সম্পাদক জনাব ইমান আলী এডভোকেট, জেলা ন্যাপ কোষাধ্যক্ষ জনাব আবদুল কুদ্দুস এডভোকেট, জেলা কাউঃ মুসলিম লীগ, সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম এডভোকেট, শহর আওয়ামী লীগ, সভাপতি জনাব মকবুল আহমদ, শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব মোঃ কমরউদ্দিন, সদর ভাসানীপন্থী ন্যাপের সভাপতি জনাব এ, কে, সিরাজুল ইসলাম এডভোকেট, প্রাক্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব মোঃ কালাম আলী এডভোকেট, জেলা রিক্সা মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক জনাব হাফিজউদ্দিন আহমদ, এডভোকেট এম, এ, মোত্তালিব (আওঃ লীগ), এডভোকেট জমরুদুল হোসেন খান (আওঃ লীগ), এডভোকেট মোঃ নূরুল ইসলাম (ঐ), মোঃ শামসুল হক মোক্তার (ঐ), মুক্তাগাছা থানা আওঃ লীগ সভাপতি মৌলবী ইয়াকুব আলী, মুক্তাগাছা শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদক শ্রী শিশির কুমার রক্ষিত, জেলা ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ফারুক আনোয়ার, জেলা ছাত্র ইউনিয়ন সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, শহর ছাত্র ইউনিয়নের আহবায়ক জনাব নজরুল ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জনাব মোশারফ হোসেন আনোয়ার, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি জনাব আবুল হাসনাৎ, জেলা ছাত্রলীগ সম্পাদক জনাব এম, আই চৌধুরী, ছাত্র ইউনিয়নের মেনন গ্রুপের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সৈয়দ লুৎফর রহমান, মেনন গ্রুপের জেলা কমিটির সভাপতি জনাব দেলোয়ার আহমদ ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব নূর আকবর ফকির।

সংবাদ

১৮ই অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের প্যারোলে মুক্তি দাবী

ভৈরব, ১৫ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ভৈরব শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক জনাব আবুবকর সিদ্দিক এবং প্রচার সম্পাদক জনাব হুমায়ুন কবীর সরকারের নিকট পূর্ব পাকিস্তান

আওয়ামী প্রধান শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের আবেদন করিয়াছেন।

মৃত্যুশয্যায় শায়িত অসুস্থ বৃদ্ধা মাতাকে শেষ বারের মত দেখার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে একান্তই মানবিক কারণে আওয়ামী লীগ প্রধান এবং বর্তমান ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানকে প্যারোলে মুক্তিদানের জন্য তাঁহারা এক যুক্ত বিবৃতিতে সরকারের নিকট উপরোক্ত আবেদন জানান।

সংবাদ

১৯ শে অক্টোবর ১৯৬৮

অদ্য আওয়ামী লীগের দুই দিবস ব্যাপী কাউন্সিল সভা

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

অদ্য (শনিবার) ৯-৩০ মিঃ হোটেল ইডেনে (মতিঝিল) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হইতেছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমানে ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত হিসাবে সামরিক হেফাজতে বন্দী থাকার কারণে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

দুই দিনব্যাপী এই কাউন্সিল অধিবেশনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করিবেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। দলে সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ দীর্ঘ ২ বৎসর ধরিয়া দেশরক্ষা বিধিবলে কারাগারে আটক রহিয়াছেন।

অদ্য কাউন্সিল অধিবেশন উদ্বোধন করিবেন ‘ইত্তেফাক’ সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা)।

কাউন্সিল অধিবেশনে বিরোধী দলীয় ঐক্য গঠন ও আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। আশু আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে সকল স্তরে সংগঠনকে সক্রিয় করার ব্যাপারেও আলোচনা অনুষ্ঠিত হইবে।

আওয়ামী লীগ মহল হইতে স্পষ্ট আভাস পাওয়া গিয়াছে যে, যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুনরায় নির্বাচিত হইবেন কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব তাজুদ্দিন আহমদ।

কাউন্সিলে যোগদানের উদ্দেশ্যে গতকাল বিভিন্ন জেলা হইতে বিপুলসংখ্যক কাউন্সিলার ও ডেলিগেট ঢাকায় আসিয়া পৌছিয়াছেন। আওয়ামী লীগ মহল আশা করিতেছেন যে, প্রায় দেড় সহস্র কাউন্সিলার-ডেলিগেট এই অধিবেশনে যোগদান করিবেন।

সংবাদ

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

কুষ্টিয়া জেলা আঃ লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা'র নামে নয়া চক্রান্তের নিন্দা

কুষ্টিয়া, ১৬ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসনগ্রহণ করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জাতীয় পরিষদের সদস্য জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী। প্রধান অতিথির ভাষণে জনাব চৌধুরী গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও বাক-স্বাধীনতাসহ নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য দুর্বার গণআন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি জনগণের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি সংগ্রাম ও ত্যাগের মনোভাব লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান। উপরোক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আখতার হোসেন জোয়ারদার। জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব আজিজুর রহমান আক্কাস সম্পাদকীয় রিপোর্ট পেশ করেন।

প্রায় শতাধিক কাউন্সিল ও ডেলিগেট উপরোক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে গৃহীত এক সর্বসম্মত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ মানবিক কারণে মৃত্যুপথযাত্রী রুগ্না বৃদ্ধা মাতাকে শেষ বারের মত দেখার সুযোগদানের উদ্দেশ্যে সামরিক হেফাজতে রক্ষিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের প্যারোলে মুক্তির আবেদন জানানো হয়।

অপর এক বিশেষ প্রস্তাবে জনগণের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সত্যিকারের গণ-আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সকল বিরোধী দলের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ওবায়দুর রহমান, ন্যাপ নেতা আব্দুল হালিম ও বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ সকল রাজবন্দীর আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, পার্লামেন্টারী সরকার প্রবর্ত্তন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার কায়েম, প্রতিরক্ষা আইন বাতিল প্রভৃতি দাবী করিয়াও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যাকে একটি জরুরী জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করা এবং স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য এক বাস্তবমুখী মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তাহার আশু বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

'লিংগুয়া ফ্রাঙ্কা'র নামে সম্প্রতি একটি মুখচেনা মহল যেভাবে একটি 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টি তথা পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষীর জনগণের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর হামলা করিবার নয়া চক্রান্তে মাতিয়া উঠিয়াছে সম্মেলনে তাহাদের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ভাষা ও সংস্কৃতির উপর যে কোন হামলাকে রুখিয়া দাঁড়াইবার দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করা হয়।

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যের উর্ধগতি রোধ, শ্রমিকদলন, ছাত্রদলন বন্ধ এবং শিক্ষা সংকোচন নীতি পরিহারের দাবী জানাইয়াও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মোহিনী মিলের সাম্প্রতিক সংকটজনক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে মিলের সকল বিভাগ পূর্ণ উদ্যমে পুরাপুরি চালু করতঃ শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জোর দাবী জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর এক প্রস্তাবে তাঁতশিল্পজীবীদের জীবনধারণের মানোন্নয়নের জন্য তাহাদেরকে স্বল্প হারে ঋণ মঞ্জুর করা এবং সুতা ও রং এর মূল্য বাধিয়া দেওয়া এবং বেকার বিড়ি শ্রমিকদের পূনর্বাসনের জোর দাবী জানানো হয়।

সম্মেলনে জেলা আওয়ামী লীগের নূতন কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। আখতার হোসেন জোয়ারদার সভাপতি ও আজিজুর রহমান আক্কাস সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

জনসভা

সম্মেলন শেষে কুষ্টিয়া ঈদগাহ ময়দানে জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মিজানুর রহমান চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন ও আবুল কালামসহ বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বিরোধী দলগুলি সম্পর্কে সরকারী অপপ্রচারের কঠোর সমালোচনা করেন। পূর্ব বাংলার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশসহ পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন একই সূত্রে গ্রথিত বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

সংবাদ

১৯শে অক্টোবর ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রাক্কালে–

আজ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হইতেছে। দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই অধিবেশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাংগঠনিক দিক হইতেও এবারের কাউন্সিল অন্যান্য বারের অধিবেশন হইতে স্বতন্ত্র। দলের দুইজন প্রধান কর্মকর্তাসহ বেশ কিছুসংখ্যক

নেতৃস্থানীয় সদস্যকে কারাগারে রাখিয়া এবারের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান 'সশস্ত্র বিদ্রোহ' দ্বারা পাকিস্তানের একাংশকে বিচ্ছিন্ন করার' দায়ে অভিযুক্ত–সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দিন আহমদ প্রায় আড়াই বৎসর যাবৎ দেশরক্ষা আইনে বিনাবিচারে বন্দী। আওয়ামী লীগের বিগত নিয়মিত কাউন্সিল অধিবেশনের পরবর্তী তিনটি বৎসরের ইতিহাস মোটেই সহজ সরল বা কুসুমাস্তীর্ণ নয়। এই সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ একদিকে স্বায়ত্তশাসন ও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন করিয়া বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, অপরদিকে সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বিভেদ ও ভাঙ্গনের সম্মুখীন হইয়াছে। আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একটি অংশ পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে (পি ডি এম) যোগদান করিয়াছেন।

আসন্ন নির্বাচনে বিরোধী দলসমূহের ভূমিকা এবং বিরোধীদলীয় ঐক্যজোট গঠনের প্রশ্ন দুইটি অন্যান্য দলের ন্যায় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ ও কাউন্সিলারগণের মন ও মস্তিষ্ককেও আলোড়িত করিতেছে নিশ্চয়। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথাযথরূপে বিশ্লেষণ করিয়া এই সকল জরুরী প্রশ্নে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি। বর্তমান সরকারের কুশাসনে দেশে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে উহার নিগড় হইতে দেশবাসীকে মুক্ত করার জন্য বর্ত্তমান অগণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে একটি জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করা মৌলিক ও জরুরী কর্তব্য। এই কর্তব্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সকল দেশপ্রেমিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করা দরকার। কারণ, অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কোন দলের পক্ষের এককভাবে যে এই দায়িত্ব সম্পাদন করা সম্ভব নয়। ইহা ছাড়াও জনগণের আশু ও জরুরী দাবী-দাওয়া যেমন পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও রাজনৈতিক কারণে সাজাপ্রাপ্তদের দণ্ড মওকুব, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ সকল মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি প্রবর্ত্তন, বর্ধিত খাজনা-ট্যাক্স বাতিল, একচেটিয়া পুঁজি খর্ব করার জন্য ব্যাঙ্ক–ইনস্যুরেন্স কোম্পানী জাতীয়করণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকর বৈষম্য নিরসন, স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ণাঙ্গ মহাপরিকল্পনা গ্রহণ, কৃষক-শ্রমিক-মধ্যবিত্তের অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়া প্রভৃতি আদায় করিতে হইলেও সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে। বিরোধীদলীয় ঐক্যজোটের কর্মসূচী কি

হইবে অর্থাৎ জনসাধারণের দাবী-দাওয়ায় কোন্ কোন্টি বিরোধীদলীয় ঐক্যজোটের আশু কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হইবে, তাহা বিরোধীদলসমূহের আলাপ-আলোচনার দ্বারা স্থির করিতে হইবে। অবশ্য ঐক্য বলিতে আমরা নেতৃবৃন্দের বৈঠকখানার ঐক্য বুঝাইতেছি না, আন্দোলনের ঐক্য, সংগ্রামের ঐক্যকেই বুঝাইতেছি।

নির্বাচনে অংশগ্রহণ বা নির্বাচন বর্জনের প্রশ্নটিও বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার সঠিক বিশ্লেষণের আলোকে সমাধানের অপেক্ষা রাখে। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগের ভূমিকা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ তথা কাউন্সিলরগণই নির্ধারণ করিবেন। কিন্তু এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার যে, বর্ত্তমান পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির ফলে বিরোধীদলের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা না করা প্রায় সমার্থক। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল হইতেও এই শিক্ষাই পাওয়া যায়। তদুপরি বর্তমানে জরুরী অবস্থা ও দেশরক্ষা আইন বহাল থাকায় এবং বিপুলসংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারারুদ্ধ থাকায় অবাধ নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি হইতে পারে না। সে যাহাই হউক, নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে দেশের বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকল দলের মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন বলিয়া আমরা মনে করি। নির্বাচন সম্পর্কে বিরোধীদলসমূহের যে সিদ্ধান্তই হউক না কেন, বিরোধীদলসমূহকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ কিম্বা নির্বাচন বর্জনকে কেন্দ্র করিয়া ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে।

দেশের দারুণ দুর্দিনে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল একটি সঠিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিবেন এবং ঐক্যবদ্ধ ও জঙ্গী গণআন্দোলনের পতাকা উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিবেন, দেশবাসী এই প্রত্যাশাই করে।

ড্রোলজি ডাইরেক্টবেটের অধীনে প্রায় ২ শত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর উপর ছাঁটাইয়ের খড়গ ঝুলিতেছে বলিয়া এক খবরে প্রকাশ। যে সকল কর্মচারীকে ছাঁটাইয়ের ধুম্রকাষ্ঠে বলিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের নামের একটি তালিকাও নাকি প্রস্তুত করা হইয়াছে। কর্মচারীদের পক্ষ হইতে ছাঁটাই বন্ধ রাখা অথবা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানাইয়া উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষীয়গণের নিকট একটি আবেদনপত্রও ইতিমধ্যেই পেশ করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

উক্ত কর্মচারীদের ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্তের কারণ কি তাহা আমাদের জানা নাই। আমাদের কথা হইল ছাঁটাইয়ের কারণ যাহাই হউক, কর্মসংস্থানের বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া ইহাদিগকে ছাঁটাই করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক হইবে। কেননা, এই সকল স্বল্প আয়ের কর্মচারীর প্রত্যেকেরই সঞ্চয়ের ঘর শূন্য।

তদুপরি, দেশের অবস্থা এমন নয় যে, একস্থান হইতে কর্মচ্যুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যত্র কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের মূল্য আকাশচুম্বী। চাকুরী করিয়া যে বেতন পাওয়া যায়, তাহাতেই সংসার চলে না। সুতরাং অকস্মাৎ এই দুইশত কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হইলে পরিবারপরিজন লইয়া তাঁহাদের দাঁড়াইবার উপায় থাকিবে না।

আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করিয়া হয় ছাঁটাই বন্ধ করিবেন, নতুবা বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবেন।

Pakistan Observer

20th October 1968

EPSL demands : Release Sk. Mujib on parole

(By Our Varsity Correspondent)

A meeting of the Central Committee of the East Pakistan Students League held on October 18 at the EPSL office under the chairmanship of Mr. Abdur Rouf demanded the immediate release of Sheikh Mujibur Rahman on parole to see his ailing mother.

The meeting condoled the deaths of Shamsul Haq, General Secretary, Sylhet unit of EPSL, Rafiqul Islam, an eminent party leader and Maulana Akram Khan the vateran politician and journalist.

The meeting also condoled the deaths of the flood victims of East Pakistan.

The meeting bitterly condemned the huge expenditure in the celebration of the so-called Decade of Reforms and termed it as “the decade of oppression.”

The two-day meeting was attended by the representatives from almost all districts and sub-divisions of the province.

সংবাদ

২০শে অক্টোবর ১৯৬৮

জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দলসমূহকে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনে শরিক হইতে হইবেঃ ঢাকায় আওয়ামী লীগের দুই দিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন শুরু

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (শনিবার) সকালে ঢাকার হোটেল ইডেনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ

আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য সকল বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করেন যে, গণ-আন্দোলনের জন্যই আওয়ামী লীগ ঐক্য কামনা করে, অন্য কোন প্রয়োজনে নয়।

তিনি বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে জনগণের মধ্যে আজ ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করিতে হইবে।

গতকাল সকাল ১০টায় মোট ১৪৫৩ জন কাউন্সিলার ও ডেলিগেটের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন শুরু হয়।

সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ইত্তেফাক সম্পাদক জনাব তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা)। তিনি অসুস্থ বিধায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ পাঠ করিয়া শোনান হয়।

উদ্বোধনী অধিবেশনে বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে যোগদান করেন পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অন্যতম নেতা জনাব মহিউদ্দীন আহমদ এবং পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ-এর যুগ্ম-সম্পাদক পীর হাবিবুর রহমান।

উদ্বোধনী অধিবেশনে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম-এন-এ, সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন। এই অধিবেশনে মরহুম মওলানা আকরম খাঁ এবং আওয়ামী লীগের পরলোকগত নেতা ও কর্মীদের নামে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সম্মেলন প্যাণ্ডেলটি “৬-দফা জিন্দাবাদ,” “শেখ মুজিব জিন্দাবাদ,” “রাজবন্দীদের মুক্তি চাই,” “প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে”, “গণতন্ত্র কায়েম কর,” “একনায়কত্ব চলবে না,” “জরুরী আইন বাতিল কর”, “বন্যার স্থায়ী সমাধান চাই,” “সোনার বাংলা শ্মোশান কেন”? প্রভৃতি দাবী সম্বলিত অসংখ্য পোষ্টারে সুশোভিত করা হয়। প্যাণ্ডেলের সম্মুখভাগে শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের প্রতিকৃতি টাঙ্গান হয়।

সম্মেলন চলাকালে কাউন্সিলার-ডেলিগেটরা মূহুর্মুহূ “নির্বাচন বর্জন কর”, “সংগ্রামে মুক্তি” প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করেন।

সম্মেলনে সন্দ্বীপের শফি মিঞাসহ কয়েকজন কয়েকটি গণ-সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

৬-দফা আংশিক কর্মসূচী

সভাপতির ভাষণে সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিরোধীদলীয় ঐক্যের আহ্বান জানান ছাড়াও আওয়ামী লীগ সংগঠনকে সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়ার জন্য কর্মীদের অনুরোধ করেন। তিনি আওয়ামী লীগের কর্মসূচী ও লক্ষ্য এবং ৬-দফা কর্মসূচীর ব্যাখ্যাও প্রদান করেন।

তিনি বলেন যে, ৬-দফা আওয়ামী লীগের পরিপূর্ণ মেনিফেস্টো নয়। ইহা মেনিফেস্টোর একটি প্রধান অংশ মাত্র।

তিনি আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ ইহার মেনিফেস্টোতে দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করিয়া তিনি জানান, "সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা আওয়ামী লীগ জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করিয়া বিশেষ পার্টি তথা একশ্রেণীর ব্যুরোক্রেটিক ডিক্টেটরশীপ-এর প্রবর্তন করিতে চায় না।"

তিনি আরও বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৬-দফার আশু রূপায়ণ আওয়ামী লীগ কর্তব্য বলিয়া মনে করে। ৬-দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইলে একচেটিয়া পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর পণ্যদ্রব্যের বাজার হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানকে ব্যবহার করা আর চলিবে না এবং পূর্ব পাকিস্তানে উৎপন্ন কাঁচামাল রপ্তানি মারফত অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাত করিয়া বর্তমানে যে একচেটিয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে উহারও ভিত্তিমূল ধসিয়া পড়িবে।

জনাব নজরুল ইসলাম ৬-দফা কর্মসূচী সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া বলেন যে, ইহার দ্বারা তিনি পূর্ণ গণতন্ত্র, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, আন্তঃজাতিসত্তা ভুল বুঝাবুঝির অবসানের জন্য একটি সত্যিকারের ফেডারেল শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন, মুষ্টিমেয় ২২টি শিল্পপতি পরিবারের শোষণ বন্ধকরণ, পূর্ব পাকিস্তানের তথা সারা পাকিস্তানের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের অবসান সাধারণ মানুষ কল্যাণ সাধনের একটি দলিল বুঝেন।

তিনি ৬-দফা কর্মসূচীর বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন শাসকবর্গের এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত একটি ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের জঘন্য অপপ্রচার ও যুদ্ধংদেহী মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। অতীতে কতিপয় বামপন্থী নেতার ভুল ব্যাখ্যার জন্যও তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ১৯৬৫-এর বেদনাদায়ক পাক-ভারত যুদ্ধ সৃষ্ট পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে ৬-দফার আকারে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ প্রদান করে।

তিনি বলেন যে, ৬-দফার দ্বারা পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না বরং ৬-দফা কর্মসূচী শক্তিশালী কেন্দ্রের বদলে দেশে শক্তিশালী পাকিস্তান গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিবে। ৬-দফা কর্মসূচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতর রাখার এবং দুই অঞ্চলে আলাদা আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে আলাদা অর্থ সার্কুলেশনের হিসাব রাখিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার বন্ধ করার শর্তে বিকল্প হিসাবে অর্থ বিভাগ কেন্দ্রের হাতে রাখার প্রস্তাব রহিয়াছে। ইহাতে কানাডার মত

আঞ্চলিক রাষ্ট্রের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ন্যস্ত করা, সোভিয়েট ইউনিয়নের মত অর্থ দফতরকে অঙ্গ রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া এবং ট্যাক্স আদায়ের পূর্ণ ক্ষমতা আঞ্চলিক সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব রহিয়াছে। কেন্দ্রের খরচ নির্বাহের জন্য আঞ্চলিক সরকারের আয় হারাহারিভাবে কেন্দ্রের হাতে জমা দেওয়ার কথাও রহিয়াছে।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানকে লইয়াই চিন্তা করিতেছে না বলিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিলের দাবী ইহার কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করিয়াছে। তিনি ভুয়া গণতন্ত্রের নামে বর্তমানের একনায়কত্ববাদী শাসনব্যবস্থার ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য পরিণাম হিসাবে প্রাধান্যপ্রাপ্ত আমলাশাহীর কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এই আমলাতন্ত্রের সহায়তায় কয়েকটি পরিবারের বৃহৎ ও একচেটিয়া পুঁজিপতিরা দেশের প্রায় সকল সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করিয়াছে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী শ্রেণী নিজেদের প্রাধান্যকে আঁকড়াইয়া থাকিতেছে ও পূর্ব পাকিস্তানে আধা সামন্তবাদ শ্রেণী শক্তিশালী হইতেছে। সরকারী পয়সার ছড়াছড়ি এবং কন্ট্রাক্ট লাইসেন্সের মারফত গ্রাম ও শহরে যথাক্রমে একদল টাউট ও উঠন্ত ধনীক এই দুর্নীতিপরায়ণ শাসনব্যবস্থায় অন্ধ সমর্থকে পরিণত হইতেছে।

ইহারই অপর পার্শ্বের চিত্র তুলিয়া ধরিয়া তিনি বলেন যে, এই সব শোষক শ্রেণীর স্বার্থেই জনগণকে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। খাজনা ও ঋণের ভারে কৃষকের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা হইতেছে, শ্রমিকদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। শিক্ষা-সংকোচন নীতি অনুসরণ করা হইতেছে, ভাষা ও সংস্কৃতির উপর হামলা চালান হইতেছে, ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস ও বুদ্ধির আড়ষ্টতায় জীবন জিজ্ঞাসার পথ রুদ্ধ করা হইতেছে, নৈতিকতার অধঃপতন ঘটান হইতেছে, দমননীতি ও গুণ্ডামির আশ্রয়ে জনগণকে হতচকিত করার চেষ্টা হইতেছে।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের নূতন পররাষ্ট্র নীতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির আলোকে আজ জোটবিহীন নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির সপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে এবং সকল যুদ্ধ জোট হইতে পাকিস্তানের বাহির হইয়া আসার দাবীকে ইহার কর্মসূচীর অঙ্গীভূত করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতির মারফত ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব নয়। এই ব্যবস্থায় অবদানের জন্য তিনি গণ-আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আন্দোলনের নিম্মোক্ত ৪টি

পন্থার কথা উল্লেখ করেনঃ- (১) সভা-সমিতি ও মিছিল, (২) হরতাল, (৩) অসহযোগ আন্দোলন, (৪) আইন অমান্য আন্দোলন।

তিনি বলেন যে, এ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রথমোক্ত দুইটি পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

জনাব নজরুল ইসলাম প্যারিটি প্রশ্নের পুনরুজ্জীবন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে পরিষদের আসন সংখ্যা বন্টনের দাবী উত্থাপন করেন।

সম্পাদকের রিপোর্ট

সম্পাদকের রিপোর্টে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বলেন যে, সরকারী দমননীতি ও গুণ্ডামী, ব্যাপক গ্রেফতার, পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের যথেচ্ছ ব্যবহার, ৭ই জুন পরবর্তী ব্যাপক ধরপাকড়, ১৪৪ ধারা জারী, কথায় কথায় লাঠি ও গুলী চালনা, কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, 'ইত্তেফাক' প্রেসের বাজেয়াফতি, শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার বিলোপ এবং সর্বোপরি ষড়যন্ত্র মামলায় দলীয় প্রধানের জড়িত হওয়া, সাধারণ সম্পাদকের এবং অন্যান্য কর্মকর্তা, নেতা ও কর্মীর দেশরক্ষা বিধিবলে একটানা আটক থাকা এবং পি-ডি-এম গঠনের প্রশ্নে কিছু সহকর্মীর দলত্যাগ সত্ত্বেও গত দুই বৎসর আওয়ামী লীগ সংগঠন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র দলীয় কর্মসূচীর প্রচার অভিযান অব্যাহত রাখিয়াছে।

তিনি অন্যান্য দলের সাথে ইস্যুভিত্তিক আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে প্রাদেশিক কমিটির তৎপরতার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন যে, এই ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত সভাপতিকেই ভার দেওয়া হইয়াছে। এই প্রচেষ্টাকে তিনি আশাপ্রদ বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, অপর ন্যাপকে আমন্ত্রণ না জানানোর কারণে তাঁহারা মওলানা ভাসানী আহূত নেতৃ সম্মেলনে যোগদানে অস্বীকৃত হন । তিনি আরও বলেন, এই ন্যাপকে বাদ দিয়া জোট করা অর্থহীন, তিনি দলত্যাগী আওয়ামী লীগারদের দলে ফিরাইয়া আনার প্রসঙ্গে বলেন যে, এই ব্যাপারেও প্রচেষ্টা চালান হইয়াছে।

দৈনিক পূর্বদেশ

২০শে অক্টোবর ১৯৬৮

শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদান প্রশ্ন

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় পয়লা নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবকে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচার চলাকালে প্যারোলে মুক্তি দানের নির্দেশ দিতে সক্ষম নন বলে চেয়ারম্যান বিচারপতি এস,এ,রহমান গত সোমবার বিবাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলীকে জানান। কারণ অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের সামরিক তত্ত্বাবধানে

রাখতে হবে। সামরিক কর্তৃপক্ষের উপর তার আটকের দায়িত্ব রয়েছে। গুরুতররূপে অসুস্থ বৃদ্ধা মাতাকে দেখবার উদ্দেশ্যে প্যারোলে মুক্তির জন্য সম্প্রতি শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষ থেকে একটা দরখাস্ত করা হয়। গত সোমবার বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব সালাম খান দরখাস্তের কথা উল্লেখ করলে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান উক্ত মন্তব্য করেন। মুক্তির নির্দেশ দানের অক্ষমতা প্রকাশ করে বিচারপতি জনাব রহমান বলেন যে, আমি দরখাস্তটি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট ফরওয়ার্ড করেছি। ইহাই কেবল করতে পারি। অভিযুক্তগণ সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। আমি কোন মন্তব্য করতে পারি না। অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হবে কি হবে না, তা উক্ত কর্তৃপক্ষ স্থির করবেন। তিনি অর্ডিন্যান্সের সংশ্লিষ্ট অংশ উল্লেখ করেন। জনাব সালাম খান বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি জুডিশিয়াল কাষ্টডিতে আটক রয়েছেন। সেইজন্য ট্রাইব্যুনাল এই জাতীয় আবেদনদৃষ্টে মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। তিনি আরও বলেন যে, সম্প্রতি একজন রাজসাক্ষী মাতাকে দেখবার অনুমতি পেয়েছেন। বিচারপতি রহমান অর্ডিন্যান্সের বিধানদৃষ্টে জনাব সালাম খানের সাথে একমত হতে পারেননি। এবং বলেন যে, অর্ডিন্যান্স মোতাবেক ফরওয়ার্ড করা ছাড়া মুক্তির নির্দেশ দেওয়া যায় না। অতঃপর এই বিষয়টির প্রতি জনাব খান বাদীপক্ষের প্রধান কৌঁসুলী জনাব মঞ্জুর কাদেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব কাদের বলেন, "এ ব্যাপারটি সম্পর্কে কি করতে পারি, তা আমি দেখব।" ইতিপূর্বে দুই-একটি কেসে এরূপ করা হয়েছে। আমি মনে করি, কিছু একটা করা যেতে পারে। বিচারপতি রহমান বাদীপক্ষের কৌঁসুলী জনাব কাদেরের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, "মানবতার দিক থেকে বিষয়টি আপনারা বিবেচনা করে দেখতে পারেন।"

আজাদ

২১ শে অক্টোবর ১৯৬৮

আওয়ামী লীগের অধিবেশন সমাপ্ত : নির্ব্বাচন প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণ মুলতবী

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করিবে, না নির্ব্বাচন বর্জন করিবে, সেই সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী পরিষদের আগামী বর্ধিত সভার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। গতকাল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের দুই দিবসব্যাপী দ্বি-বার্ষিকী সভার সমাপ্তি অধিবেশনে কার্যকর পরিষদের উপর নির্ব্বাচনের প্রশ্নটি সম্পর্কে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে।

কাউন্সিল অধিবেশনে অধিকাংশ বক্তাই নির্ব্বাচন বর্জ্জনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের নেতৃবর্গের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাপারে আলোচনা সাপেক্ষে শেষ পর্য্যন্ত এই বিষয়টির উপর সিদ্ধান্তের দায়িত্ব কার্যকরী পরিষদের সভার উপর অর্পণ করা হয়। শেখ মুজিবর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে পুনরায় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে এবং এক প্রস্তাবে তাহার প্রতি গভীর আস্থা প্রকাশ করা হয়। চট্টগ্রামের শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ডাক্তার সায়েদুর রহমানকে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে বলিয়া প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধিবেশনে ঘোষণা করেন।

অধিবেশনের এক প্রস্তাবে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের বিগত অধিবেশনে গৃহীত ইস্যুভিত্তিক যৌথ আন্দোলন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হইয়াছে।

প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী বছর জানুয়ারী মাসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্য্যকরী পরিষদের সভা হইবে। সমাপ্তি অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তা তাহাদের মত প্রকাশ করেন যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন হওয়া সম্ভব নহে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ নির্ব্বাচন বর্জ্জন করাই শ্রেয় এবং আওয়ামী লীগের নির্ব্বাচনে অংশগ্রহণ করা উচিত হইবে না। নির্বাচন বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অধিবেশনে বেশ মতবিরোধ ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সমাপ্তি অধিবেশনে নির্ব্বাচন বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত লওয়ার জন্য জনৈক কাউন্সিলার প্রস্তাব করেন। অপর একজন কাউন্সিলার প্রস্তাব করেন যে, অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলের সহিত আলোচনা চালাইয়া নির্ব্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের কার্য্যকরী কমিটির বর্ধিত সভার উপর দায়িত্ব অর্পণ করা হউক। এই দুইটি প্রস্তাবের দুই দল সমর্থকদের মধ্যে অধিবেশনে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অতঃপর দীর্ঘ আলোচনার পর সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এই প্রস্তাবটি কাউন্সিলারদের ভোটাভুটির মাধ্যমে গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, নির্ব্বাচন বর্জ্জন সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে কি হইবে না, ইহা আলোচনা সাপেক্ষ। ইহার পর সাধারণ নির্বাচন বর্জ্জন সম্পর্কে অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত লওয়ার প্রস্তাব উত্থাপনকারী কাউন্সিলর তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতামত যাচাইয়ের পর কার্য্যকরী পরিষদের আগামী বর্দ্ধিত সভায় নির্বাচন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম অধিবেশনে জানান যে, ডাক্তার সায়েদুর রহমানকে ইতিমধ্যেই চট্টগ্রাম জেলা শহর আওয়ামী লীগ হইতে বহিষ্কার করা হইয়াছে এবং এই বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের পত্র আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। তাহাকে কার্যকরী পরিষদের আগামী বর্ধিত সভায় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পার্টি হইতে বহিষ্কার করা হইবে।

সমাপ্তি অধিবেশনে আওয়ামী লীগ ও প্রাদেশিক পরিষদের যুক্ত পালামেন্টারী পার্টির নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল আগামী দুই বছরের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সংসদের কর্ম্মকর্তা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে প্যানেল পাঠ করেন। শেখ মুজিবর রহমানকে পুনরায় সভাপতি করিয়া কেন্দ্রীয় সংসদের পূর্ববর্তী সকল কর্মকর্তার নামই প্যানেলে ঘোষণা করা হয়। জনাব মালেক উকিল বলেন যে, কারাগারে আটক আমাদের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি আস্থা ও অন্যান্য আটক আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই পুনরায় কেন্দ্রীয় সংসদের পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মকর্ত্তাদের নাম প্রস্তাব করা হইয়াছে। প্যানেলে একমাত্র সাংগঠনিক সম্পাদক ছাড়া অন্যান্য সকলের নাম সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জনৈক কাউন্সিলার সাংগঠনিক সম্পাদকের পদে মিসেস আমেনা বেগমের নাম প্রস্তাব করেন। পরে এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর মাধ্যমে কৃষি সম্পাদক নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রস্তাবাবলী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিকী কাউন্সিল সভার সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত প্রথম প্রস্তাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর অগ্রনায়ক প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক, প্রবীণ চিন্তানায়ক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর এন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়।

অপর এক প্রস্তাবে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি পূর্ণ অবস্থা জ্ঞাপন করা হয়। আরও একটি প্রস্তাবে শেখ মুজিবর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীদের সকল প্রকার রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানাইয়া তাহাদের মুক্তি দাবী করা হইয়াছে।

ইহাছাড়া পূর্ব্ব পাকিস্তানে চিরস্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শিক্ষা সংকোচন নীতি বর্জ্জন এবং ভিয়েতনামে মার্কিনী হামলা বন্ধ করার দাবী করিয়া আরও কতিপয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

Dawn

21st October 1968

Pro-Six Point AL Puts off decision on general elections

From MAHBUBUL ALAM

DACCA, Oct. 20: The pro-Six point Awami League today deferred decision on the controversial issue of whether or not to contest the next general election.

The two-day Council meeting of Awami League, which concluded here today, discussed at lenght the question of participation in the coming general elections, but could not reach a unanimous decision as opinion was sharply divided. Further controversy on the subject was avoided for the time being by agreeing to authorise the working Committee to decide by January next whether or not to contest the elections. The decision to put off the issue of contesting the elections was taken in order to "have a more realistic public opinion and opinion of other political parties."

The Awami League Council reiterated in general terms its pervious decision to launch a united movement in collaboration with other political parties on common issues. It however did not spell out the issue and terms and conditions on which such a collaboration was possible. So far an opposition unity has not been possible as different opposition parties have failed to draw up a minimum working programme.

The Council today elected new office bearers for the next two years. Sheikh Mujibur Rahman, now facing trial in the Agartala Conspiracy Case and Mr Tajuddin, also under detention, were re-elected President and Secretary respectively of the party. Apart from re-electing Sheikh Mujib as the president, the Council reaffirmmed its confidence in his leadership.

The Council has amended the constitution to create a new section – the peasants section–in the party. Mr Sohrab Husain was elected Secretary of this newly-created branch of Awami League. All other office-bearers were re-elected.

Although the council did not adopt a positive attitude towards opposition unity, the presence in the meeting of the Council of two pro-Moscow NAP leaders, Messrs Mohiuddin Ahmed and Habibur Rahman, were interpreted by political observers as an indication of pro-six point Awami Leaguers growing friendship with pro-Moscow NAP. It could not be ascertained whether similar invitation to attend the council meeting as observers was also extended to other opposition leaders.

By a resolution the Council condemned the Israeli occupation of Arab territories and asked Israel to pull out from Arab soil.

By another resolution the Council demanded withdrawal of state of emergency. It demanded release of all political prisoners and withdrawal of all "political cases" against Sheikh Mujib and others.

Morning News

21st October 1968

Awamis Avoid decision on contesting next general election

(By Our Staff Reporter)

The biennial council meeting of the East Pakistan Awami League (six-point group), as expected avoided decision on the issue of contesting the forthcoming general elections in the country when it put off the final verdict on it till January next.

Amidst nosiy scenes the council hastily passed on the issue to the newly elected working committee led by Syed Nazrul Islam and Mr. Mizanur Rahman Chowduury, MNA, to avoid any serious breach of discipline within the party. It authorised the working committee to decide by January next whether or not to contest the elections.

The two equally militant groups holding opposite views on the Issue of elections pressed the council for a clear-cut decision, but the Acting President Mr. Nazrul Islam who was piloting the meeting ultimately prevailed upon the group which was demanding outright boycott of the elections to withdraw their demand. Quite a few councillors and delegates left the venue of the meeting apparently protesting the decision of the meeting.

Later a resolution passed "unanimously" claimed that the final decision on the election issue had been put off in order "to have a more realistic public opinion and also the opinion of other political parties on it."

The meeting briefly reviewed the political situation in the country and observed that "free and fair elections could not be held under the present system."

Earlier the council witnessed the political elimination of the former Acting Secretary of the party Mrs.Amena Begum who was once again an aspirant for the job. After showering praise on Mrs. Amena Begum for her services to the party the Acting President Mr. Nazrul Islam asked her proposers to withdraw the proposal.

Promptly came a wave of protest from amongst the councillors and delegates but they were effectively shouted down by the supporters of Mr. Mizanur Rahman Choudhury.

The council also re-elected Sheikh Mujibur Rahman and Mr.Tajuddin as President and Secretary respectively of the party for the next two years.

Syed Nazrul Islam and Mr. Mizanur Rahman Choudhury will however, continue to work as Acting President and Acting Secretary of the party. The meeting also re-elected all the previous office-bearers.

The council by a resolution reaffirmed its faith in the leadership of Sheikh Mujibur Rahman and in the six-point programme of the party.

The council passed resolution which included implementation of Krug Mission report for flood control, and withdrawal of state of emergency. A revolution demanding exemption of taxes on the flood affected people was also passed.

The Awami League also condemned the American aggression in Viet Nam and demanded that people of Viet Nam be allowed to decide their fate. It also condemned Israeli aggression on Arab land and demanded immediate pull out of the Israeli forces from Arab land.

সংবাদ

২১শে অক্টোবর ১৯৬৮

পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভাঃ

৬-দফা কর্মসূচী জরুরী দাবী-দাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন গড়িয়া তোলার পরিপন্থী

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল রবিবার পল্টন ময়দানে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, ৬-দফা কর্মসূচী, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রাজবন্দীদের মুক্তি, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার, খাদ্যশস্যসহ নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যমূল্য হ্রাস প্রভৃতি আশু ও জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অন্তরায় নয়। তিনি আন্দোলনের জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান।

জনাব নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ৬-দফার বিরুদ্ধবাদী এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগ উত্থাপনকারীদের 'প্রচারণার' কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি ৬-দফার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে বলেন যে, আওয়ামী লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রের পরিবর্তে শক্তিশালী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী।

তিনি বলেন যে, ২২টি ধনিক পরিবারের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তানকে পণ্যের বাজারে পরিণত করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পাচার বন্ধের দাবী ৬-দফা কর্মসূচীতে সন্নিবেশিত করিয়া তাহারা পাকিস্তানের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর কোন কাজ করেন নাই। তিনি বলেন যে, পাকিস্তানের দুইটি অঞ্চল শক্তিশালী হইলে পাকিস্তান শক্তিশালী হইবে। যাহারা শক্তিশালী কেন্দ্রের কথা বলেন, তাহাদের মানসিকতা গণতান্ত্রিক ভাবধারা লালিতপালিত নয়। তিনি বলেন, শক্তিশালী কেন্দ্র সাম্রাজ্যে শোভা পায়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নয়।

তিনি জিজ্ঞাসা করেন, বিচ্ছিন্নতাবাদ আওয়ামী লীগের কাম্য হইলে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক দফতর কেন্দ্রের হস্তে দিতে আওয়ামী লীগ সম্মত কেন?

তিনি ৬-দফার ব্যাখ্যাদান প্রসঙ্গে আরো বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান হইতে অর্থ পাচার বন্ধ করা হইলে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে উহার বঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রার ন্যায্য অংশ প্রদানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হইলে আওয়ামী লীগ অর্থ দফতরও কেন্দ্রের হস্তে ছাড়িয়া দিতে সম্মত রহিয়াছে।

দেশরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পূর্ব পাকিস্তানে যে একটি আধা সামরিক বাহিনী গঠনের প্রস্তাব ৬-দফায় করা হইয়াছে উহাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ কেমন করিয়া থাকিতে পারে তাহা বুঝিতে তিনি অক্ষম বলিয়া জানান। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা এই প্রদেশের প্রতিরক্ষার প্রশ্নকে কখনই পরমুখাপেক্ষী সর্বনাশ ও বিনিময়ের বিষয়ে পরিণত হইতে দিতে পারে না।

সভায় জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব কাজী মোহাম্মদ ফয়েজ , জনাব নুরুল হক, জনাব রফিক উদ্দিন ভুঁইয়া, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ইহা ছাড়া সন্দীপের জনাব শফি মিঞা দুইটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

বৈদেশিক ঋণ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিপতিদের ভাগ্য উন্নয়নের সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বর্তমানে বিদেশী ঋণের পরিমাণ প্রায় দুই হাজার কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। প্রাক্ উন্নয়ন দশক আমলে বিদেশী ঋণ শোধ করিতে যে ক্ষেত্রে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় শতকরা এক ভাগের

প্রয়োজন পড়িত বর্তমানে তাহা শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত হইয়াছে বলিয়া তিনি জানান। তিনি বলেন যে, এই বৈদেশিক ঋণ পুঁজিপতিদের স্বার্থে-আনা হইয়াছে, উহার সুযোগ ১১ কোটি মানুষের নিকট পৌঁছে নাই।

তারবেলা হোক্ কিন্তু আমাদের বেলায় কার্পণ্য কেন?

তিনি বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে মঙ্গলা বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে, লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূর করিয়া আবাদী জমির পরিমাণ বাড়ানোর প্রচেষ্টা চলিতেছে–তারবেলা নির্মিত হইতেছে ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ অসন্তুষ্ট নয়। পশ্চিম পাকিস্তানের সর্বহারা মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হোক–পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ তাহা চায়। কিন্তু প্রতি বৎসর যে বন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় একশত কোটি টাকার শস্য-সম্পদ বিনষ্ট হইতেছে, সেই বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কার্পণ্য কেন? তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের উপরোক্ত প্রকল্পসমূহের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানের বন্যাও এজমালী তহবিল হইতে নিয়ন্ত্রণের দাবী জানান।

সেনাবাহিনীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীর সংখ্যা

জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্য দূর করার দাবী জানাইয়া বলেন যে, সেনাবাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানীর সংখ্যা যেক্ষেত্রে সাড়ে ৯২ ভাগ সেক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানীর সংখ্যা সাড়ে ৭ ভাগ মাত্র। অথচ শৌর্যবীর্য্যে পূর্ব পাকিস্তানীরা যে কাহারো চাইতে কম নয় বিগত পাক-ভারত যুদ্ধ তাহার প্রমাণ বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

ট্যাক্সের বোঝা

জনাব চৌধুরী ট্যাক্সের হার বৃদ্ধির তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সাম্প্রতিককালে এক টাকার ট্যাক্স ১১ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর আবার বসানো হইয়াছে শতকরা ৫৫ ভাগ উন্নয়ন কর। ইহা ছাড়া বহু নূতন নূতন ট্যাক্স ধার্য করা হইয়াছে।

শক্তিশালী পাকিস্তান

জনাব আবদুল মালেক উকিল স্বার্থান্বেষী মহল কর্তৃক আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচ্ছিন্নতাবাদের অভিযোগের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি নেতা ও কর্মী এবং পাকিস্তানের প্রতিটি মানুষ খাঁটি দেশপ্রেমিক নাগরিক। তিনি বলেন যে, আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে যে স্বার্থান্বেষী মহল এই অভিযোগ উত্থাপন করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারাই দেশের গুরুতর ক্ষতিসাধন করিতেছেন। তিনি শক্তিশালী কেন্দ্র নয়– সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শক্তিশালী পাকিস্তান গড়াই আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য বলিয়া মন্তব্য করেন।

একটি পয়সা মাফ করা হয় নাই

জনাব আবদুল মালেক উকিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল এবং প্রদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলির সাম্প্রতিক বন্যা দুর্গত মানবতার নিদারুণ অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, বড় বড় পুঁজিপতিদের 'ট্যাক্স হলিডে' প্রদান করা হইতেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানার অধিবাসীদের ইতিপূর্বে কর মওকুফ করা হইয়াছে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের দুর্গত মানবতার উপর হইতে এক কপর্দকও কর মওকুফ করা হয় নাই; বরং সার্টিফিকেট জারীর মাধ্যমে হয়রানি করা হইতেছে।

উন্নয়ন দশক

জনাব মালেক উকিল উন্নয়ন দশক উদযাপন অন্তঃসারশূন্য বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন দশকে উন্নয়নের প্রচারণা ভুয়া। জনাব মালেক উকিল উন্নয়ন দশকে কেবলমাত্র দুর্নীতি ও জনসাধারণের দুর্গতের প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়া মন্তব্য করেন।

আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতি

পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির সমর্থন এবং লিঙ্গুরা ফ্রাঙ্কার সমালোচনা করিয়া বলেন যে, প্রত্যেকটি অঞ্চলের ভাষা ও সংস্কৃতির অবাধ শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য। উহা পাকিস্তানী জাতীয়তার পক্ষে হানিকর নয়। তিনি বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষাভাষীর আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভাষার স্বাধীন বিকাশের অপরিহার্যতা ব্যাখ্যা করেন।

নেতার ঐক্য নয়

প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব নূরুল হক বর্তমান অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন করিয়া দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাকল্পে গুটিকতক নেতার ঐক্য নয়– জনতার ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। তিনি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করিয়া সর্বপ্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের উপর জোর দেন।

ভাষার উপর হস্তক্ষেপ

জনাব রফিক উদ্দিন ভূইয়া বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্তের ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন

ক্যাপ্টেন মনসুর আলী বলেন যে, আমাদের সমস্যা একটি– তাহা হইল আমরা বাঁচিব, না মরিব এবং বাঁচার মত বাঁচিতে হইলে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলন প্রয়োজন।

সংগ্রাম অসত্যের বিরুদ্ধে

জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বন্যা, ভাষা, দুর্নীতি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া আওয়ামী লীগের সংগ্রাম শোষণ, নির্যাতন, অসত্য ও অসুন্দরের বিরুদ্ধে বলিয়া মন্তব্য করেন।

প্রস্তাব

সভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা, রাজবন্দীর মুক্তি, রাজনৈতিক মামলা-মোকদ্দমা প্রত্যাহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন্যা দুর্গতদের পর্যাপ্ত সাহায্যদান, দীর্ঘমেয়াদী কৃষি ঋণসহ দুর্গত জনসাধারণকে অন্যান্য ঋণদান, ক্রুগ মিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন এবং ৬-দফা বাস্তবায়নে দুর্বার আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা সংহতির নামে বাংলা ভাষার উপর কোন প্রকার আঘাত সহ্য করা হইবে না এবং রাষ্ট্রভাষা লইয়া কোনরূপ বিতর্ক সৃষ্টি এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার আবদার অব্যাহত থাকিলে ৬ কোটি বাংলাভাষী শতকরা ৫৬ জন পাকিস্তানীর মুখের ভাষা বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দাবী করিতে ও তজ্জন্য মৃত্যুপণ করিতে বাধ্য হইবেন বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ইহা ছাড়া সভায় জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, 'ইত্তেফাক'-এর ছাপাখানা বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য হ্রাস, শ্রমিক শোষণ বন্ধ ও তাহাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদান, প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠান, দেশরক্ষা আইনে বন্দী খোন্দকার মুশতাক আহমদকে চিকিৎসার্থ হাসপাতালে স্থানান্তর এবং শিক্ষাসংকোচন ও ছাত্র নির্যাতন বন্ধ প্রভৃতি দাবী জানাইয়া কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

২১শে অক্টোবর ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রের কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত :
শেখ মুজিব পুনর্বার সভাপতি নির্বাচিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

আসন্ন সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে আগামী ৩ মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির বর্ধিত সভার উপর অর্পণ করিয়া সকল বিরোধীদলের প্রতি জনগণের জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে সত্যিকারের

আন্দোলনের জন্য ঐক্য গঠনের আহ্বান জানাইয়া, শেখ মুজিবর রহমানের উপর আস্থার পুনরুক্তি করিয়া এবং আগামী ২ বৎসরের জন্য তাঁহাকে পুনর্বার সভাপতি এবং দেশরক্ষা বিধিবলে আটক জনাব তাজুদ্দিন আহমদকে পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করিয়া গতকাল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হইয়াছে।

অধিবেশন শেষে গতকাল অপরাহ্নে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে পল্টন ময়দানে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভা শেষে এক শোভাযাত্রা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। জনসভা ও শোভাযাত্রায় 'রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার দিতে হবে', 'জরুরী অবস্থার অবসান চাই', 'বন্যা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা চাই', '৬-দফা জিন্দাবাদ' 'বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বন্ধ কর' প্রভৃতি ধ্বনি প্রদান করা হয়।

গতকাল কাউন্সিল সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে গৃহীত এক রাজনৈতিক প্রস্তাবে আগামী সাধারণ নির্বাচন সম্পর্কে জানুয়ারী মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব কার্যকরী কমিটির এক বিশেষ বর্দ্ধিত সভার উপর অর্পণ করা হইয়াছে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, যেহেতু সমগ্র পাকিস্তানে জরুরী আইন বলবৎ রাখা হইয়াছে, যেহেতু মৌলিক গণতন্ত্রে জনগণের ভোটাধিকার নাই, যেহেতু জনসাধারণের বাকব্যক্তি স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হইয়াছে, জেল-জুলুম ও চরম নির্যাতনে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নাজেহাল করা হইতেছে, সেহেতু দেশে কোন স্বাধীন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে পারে না এবং এই নির্বাচনের ফলাফলে জনমত প্রতিফলিত হইতে পারে না। উপরোক্ত অবস্থার পর্যালোচনা করিয়া এবং অন্যান্য বিরোধীদলের সহিত এই ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করিয়া জানুয়ারী মাসের মধ্যেই আগামী নির্বাচন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির এক বিশেষ বর্ধিত সভার প্রতি প্রদান করা হইতেছে। এই সভায় প্রাদেশিক কমিটির সদস্যবৃন্দ ছাড়াও জেলা ও মহকুমাসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণ উপস্থিত থাকিবেন। বিষয় নির্বাচনী কমিটির পক্ষে পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব কামরুজ্জামান এম, এন, এ, প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং সমর্থন করেন জনাব নূরুল হক এডভোকেট।

এই প্রস্তাবটি লইয়াই কাউন্সিল অধিবেশনে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামের জনাব এম, এ, আজিজ একটি পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এই কাউন্সিলেই নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আহ্বান জানান। তদীয়

প্রস্তাবের সমর্থনে তিনি বলেন যে, এই ব্যাপারে কালক্ষেপণ করা উচিত হইবে না। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বিষয়-নির্বাচনী কমিটির প্রস্তাবের স্বপক্ষে স্বীয় প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। এই প্রস্তাবটি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপনের পূর্বেই ইহার মর্মের স্বপক্ষে বক্তৃতা করেন খুলনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব শেখ আবদুল আজিজ, চট্টগ্রাম সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী ও নোয়াখালী জেলা সম্পাদক জনাব নূরুল হক এম, পি, এ ও জনাব আবদুল মালেক উকিল। জনাব এম, এ, আজিজের প্রস্তাবের মর্মের অনূকুলে বক্তৃতা করেন মিসেস আমেনা বেগম।

কাউন্সিল অধিবেশনে প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, রাজবন্দী মুক্তি, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি জরুরী দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ গণ-আন্দোলনে শামিল হওয়ার জন্য সকল বিরোধীদলের প্রতি আহ্বান সম্বলিত ইতিপূর্বেকার দলীয় সিদ্ধান্তের পূনরুক্তি করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতক্রমে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণকে নির্বাচিত করা হয়।

সভাপতি শেখ মুজিবর রহমান, সহ-সভাপতি–সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ও খোন্দকার মূশতাক আহমদ (দেশরক্ষা বিধিবলে কারারুদ্ধ), সাধারণ সম্পাদক– জনাব তাজুদ্দিন আহমদ (কারারুদ্ধ), সাংগঠনিক সম্পাদক–জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রচার সম্পাদক–এ্যাডভোকেট আবদুল মোমেন (কারারুদ্ধ) ও শ্রম সম্পাদক–জহুর আহমদ চৌধুরী, কৃষি সম্পাদক– (নূতন সৃষ্ট পদ)–জনাব সোহরাব হোসেন, দপ্তর সম্পাদক–জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ; মহিলা সম্পাদিকা– মিসেস আমেনা বেগম, সাংস্কৃতিক, সমাজকল্যাণ, সাহায্য ও পূনর্বাসন সম্পাদক–জনাব ওবায়েদুর রহমান (কারারুদ্ধ)। কোষাধ্যক্ষ–মুহিবুস সামাদ।

কার্যকরী কমিটির সদস্যগণ সভাপতি কর্তৃক মনোনীত হইবেন। কাউন্সিলে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিলারদেরও নির্বাচিত করা হয়।

কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের দাবী করা হয়।

রাজবন্দীর মুক্তি

অপর এক প্রস্তাবে বন্দী আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শ্রমিক, ছাত্র ও গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দের বিনাশর্তে আশু মুক্তি দাবী করা হয়।

রংপুর-দিনাজপুরকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণার দাবী

অপরাপর প্রস্তাবে বন্যার্তদের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য প্রদান, রংপুর ও দিনাজপুর জেলাকে দুর্ভিক্ষ এলাকা ঘোষণা, বন্যা-উপদ্রুত এলাকায় যাবতীয় ঋণ ও খাজনা মওকুফ, বন্যা সমস্যাকে জাতীয় সমস্যায় হিসাবে বিবেচনাপূর্বক ত্বরিৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, জরুরী অবস্থার অবসান, দমননীতির অবসান, সকল নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কায়েম, 'ইত্তেফাকের' বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার, শিক্ষা সংকোচন নীতির অবসান, বেসরকারী কলেজসমূহের প্রাদেশিকীকরণের নীতি প্রত্যাহার, সকল ছাত্রের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত করা, আই-এল-ও সনদ অনুযায়ী সকল শ্রম আইন প্রণয়ন, মোহাজের সম্পত্তি এওয়াজ হস্তান্তর (এক্সচেঞ্জ) রেজিস্ট্রীকরণ, মোহাজেরদের পুনর্বাসন, উপদ্রুত ব্যক্তি অর্ডিন্যান্স বাতিল, শত্রু সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত মালিকানায় তুলিয়া দেওয়ার পরিবর্তে ঐগুলিকে সরকারী মালিকানায় আনয়ন ইপিআইডিসি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে পুঁজিপতিদের হাতে না দিয়া মিল শ্রমিকদের যৌথ মালিকানায় হস্তান্তর করা, সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের জন্য জনাব আবদুল কুদ্দুস এডভোকেট জামিনের আবেদন জানান। প্রতি ২ বৎসর অন্তর অন্তর ন্যূনতম বেতন বোর্ড গঠন, পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায় বন্ধ করার দাবী এবং নূতন করিয়া ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করার বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ, ফারাক্কা বাঁধ প্রশ্নে সরকারী ব্যর্থতার নিন্দা এবং ভিয়েৎনাম হইতে মার্কিনী সেনার অপসারণ এবং মধ্যপ্রাচ্যের দখলীকৃত আরব এলাকা হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে চট্টগ্রামের ডঃ সাইদুর রহমানকে আওয়ামী লীগ সংগঠন হইতে বহিষ্কার করা হয়।

কর্মসূচীর ব্যাখ্যা প্রদান

সমাপ্তি অধিবেশনে খুলনার জনাব শেখ আবদুল আজিজ আওয়ামী লীগের কর্মসুচী সম্পর্কে প্রতিটি সদস্যের পরিষ্কার ধারণা রাখার উপর জোর দেন। তিনি বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির যে দাবী আওয়ামী লীগের মেনিফেস্টোর অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উহার তাৎপর্য উপলব্ধি করার জন্য আওয়ামী লীগ সদস্যদের অনুরোধ জানান। আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতি তিনি শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের সাথী হওয়ার এবং ৬-দফা ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে ত্যাগের মনোভাব লইয়া অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নূতন ধারায় অগ্রসর করিয়া লওয়ায় এবং আন্দোলনের জন্য সম্ভাব্য ব্যাপকতম গণতান্ত্রিক ঐক্য গঠনের গুরুত্বও তিনি ব্যাখ্যা করেন।

মিসেস আমেনা বেগম বলেন যে, "জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাবের উপর আমাদের আস্থা রাখিতে হইবে।" তিনি নির্বাচন বর্জনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশনে জনাব আবদুল মালেক উকিল, জনাব জহুর আহমদ চৌধূরী ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনও বক্তৃতা করেন।

দৈনিক পয়গাম

২১শে অক্টোবর ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল : নরমে-গরমে লড়াই

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে প্রচণ্ড বাকবিতণ্ডা ও হৈ চৈ-এর মধ্যে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই গতকল্য (রবিবার) ছয়দফাপন্থী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সমাপ্তি অধিবেশনে শেখ মুজিবর রহমান ও জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ যথাক্রমে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে পুনর্নির্বাচিত হন। দলীয় নির্বাচনের প্রশ্নেও কাউন্সিলরদের মধ্যে সর্বক্ষণ বাকযুদ্ধ চলিতে থাকে এবং এক এক পর্যায়ে হাতাহাতিরও উপক্রম হয়।

গতকল্য (রবিবার) সকালে অধিবেশন শুরু হইলে প্রথমে অসমাপ্ত জেলা রিপোর্ট পেশ করা হয়। পরে আগামী সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রশ্নে কেহ কেহ নির্বাচন বর্জন করার দাবী উত্থাপন করেন। এই ব্যাপারে কোন কোন নেতার 'নরম নীতির' বিরুদ্ধে কাউন্সিলরদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতে দেখা যায়। ফলে ক্রমেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং সম্মেলন প্যাণ্ডেলে এক বিশৃঙ্খলা অবস্থার উদ্ভব হয়। অতঃপর এই ব্যাপারে অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করা সঙ্গত বিবেচনা না করিয়া এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রাদেশিক কার্যনির্বাহক কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়। দলীয় নির্বাচনের প্রশ্নে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও মিসেস আমেনা বেগমের সমর্থকদের মধ্যেই তীব্র বাকযুদ্ধ হয় এবং এক পর্যায়ে বাকযুদ্ধ হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার উপক্রম দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত একাধিক গ্রুপ বৈঠকের পর পরিস্থিতি আয়ত্তে আসে এবং মিজানুর রহমান চৌধুরীকেই উক্ত পদে নির্বাচিত করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, সাংগঠনিক সম্পাদকই ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করিবেন। এছাড়া সৈয়দ নজরুল ইসলামও ভারপ্রাপ্ত সভাপতির পদে পুনরায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম রাজসাক্ষী ডঃ সাইদুর রহমানের বহিষ্কারের প্রশ্নেও আর একদফা হৈচৈ হয়। পরে সম্মেলনের সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জানান যে, ডঃ রহমানের বহিষ্কারের জন্য চট্টগ্রাম কমিটি যে প্রস্তাব করিয়াছেন প্রাদেশিক কমিটিতে তাহা বিবেচনাধীন রহিয়াছে।

চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা এবং প্রখ্যাত শিল্পপতি জনাব এম, আর, সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে পার্টি বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ উত্থাপন করিলে আর একবার গোলযোগের সূত্রপাত হয়। সামগ্রিকভাবে শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত কাউন্সিল অধিবেশনে বিশৃঙ্খলা অবস্থা অব্যাহত থাকে।

সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবে ভিয়েৎনামে মার্কিন হামলার নিন্দা করা হয় এবং ভিয়েৎনাম ও প্যালেস্টাইনের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সমর্থন জানান হয়।

ইহাছাড়াও বহু সংখ্যক প্রস্তাব গ্রহণ করা হইলেও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান অথবা কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় নাই।

পল্টনে জনসভা

গতকল্য (রবিবার) অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে ছয়দফাপন্থী আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধীদলের অন্যতম নেতা জনাব আবদুল মালেক উকিল, পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ নেতা জনাব জহুর আহমেদ চৌধুরী, জনাব নূরুল হক এম, পি, এ, ময়মনসিংহের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব রফিকুদ্দিন ভুইয়া এবং পাবনার আওয়ামী লীগ নেতা জনাব মনসুর আলী সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় আওয়ামী নেতৃবৃন্দ প্রদেশের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান সম্পর্কে কোনরূপ বাস্তব ও গঠনমূলক সুপারিশ না করিয়া চিরাচরিত অগ্নিখরা ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারে বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন, "শক্তিশালী কেন্দ্রের উপর আঘাত হানাই ছয়দফার লক্ষ্য।"

তিনি বলেন যে, ছয়দফার মধ্যে এমন কিছু নাই যাহার জন্য অস্ত্রের ভাষা প্রয়োগের হুমকি প্রদান করা যাইতে পারে।

জনাব ইসলাম ভারতের সহিত সহযোগিতা, জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার এবং বর্তমানে শাসনতন্ত্র বাতিলের দাবী জানান।

সিন্ধুর হারী নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক কাজী ফয়েজ মোহাম্মদ পরোক্ষভাবে এক ইউনিট বাতিলের দাবী জানান। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে পূর্ব ও পশ্চিম– এই দুই নামে নামকরণ করিয়া বাঙ্গালী, সিন্ধী, পাঠান ও বেলুচী নাম মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করা হইয়াছে। তিনি পাকিস্তানের প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন দাবী করেন এবং লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কার সমালোচনা করেন।

হারী নেতা পাকিস্তানের এক অঞ্চলের সম্পদ অন্য অঞ্চলের জন্য ব্যবহারকে অন্যায় বলিয়া উল্লেখ করেন।

ময়মনসিংহের জনাব রফিকুদ্দিন ভুঁইয়া বলেন যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ফলপ্রসূ না হইলে অন্য পন্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করা হইবে।

জনাব আবদুল মালেক উকিল কোরিয়া যুদ্ধের সময় (মরহুম লিয়াকত আলী খান তখন পাকিস্তানের উজিরে আজম ছিলেন) পাট বিক্রয় হইতে ৪০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিরোধের জন্য ১০০ কোটি টাকাও ব্যয় না করার সমালোচনা করেন।

তিনি রংপুর-দিনাজপুর এলাকার বন্যাদুর্গত জনসাধারণের প্রতি চিরাচরিত প্রথার মৌখিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

জনাব আবদুল মালেক উকিলের মতে আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বিশ্বাসী হইলে পূর্ব পাকিস্তানে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরী এবং করাচী হইতে নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থানান্তরের দাবী জানাইতেন।

আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, বক্তৃতা প্রসঙ্গে অভিযোগ করেন যে, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানীরা শৌর্যের পরিচয়দানের পরও সেনাবাহিনীতে শতকরা মাত্র সাড়ে সাত ভাগ পূর্ব পাকিস্তানীকে ভর্তি করা হইয়াছে। প্রদেশে স্থায়ী বন্যা নিরোধের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কিছুই করেন নাই বলিয়া তিনি ঢালাও অভিযোগ করেন।

আজাদ
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
বিশেষ ব্যবস্থাধীনে অসুস্থা মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবকে গোপালগঞ্জে প্রেরণ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলায় প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমানকে অসুস্থা মাতাকে দেখিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনে গত রবিবার গোপালগঞ্জে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

গতকাল তিনি বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনের সময় উপস্থিত ছিলেন না।

জনাব সালাম খানের অবর্তমানে এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দিন গতকাল শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। সামরিক কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে শেখ মুজিবকে গোপালগঞ্জে লইয়া যাওয়া হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবের বৃদ্ধা মাতা দীর্ঘদিন যাবৎ গুরুতরভাবে অসুস্থ থাকায় কয়েকদিন পূর্ব্বে জনাব সালাম খান মাতাকে দেখিবার জন্য কোর্টের নিকট শেখ মুজিবর রহমানের প্যারোলে মুক্তি দানের আবেদন করিয়াছিলেন। আবেদনপত্রটি বিচারপতি রহমান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ‘ফরোয়ার্ড’ করেন। তিনি উক্ত আবেদনপত্রে কোন সুপারিশ বা মন্তব্য করেন নাই। কারণ অর্ডিন্যান্স মোতাবেক অভিযুক্তগণ মামলা চলাকালীন পর্য্যন্ত সামরিক তত্ত্বাবধানে থাকিবেন।

কিন্তু বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলী জনাব মনজুর কাদের উক্ত আবেদন সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি যাহা পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে, কিছু করা সম্ভব হইবে।

Pakistan Observer
22nd October 1968
Mujib taken to see his ailing mother
(By A Staff Correspondent)

Sheikh Mujibur Rahman accused No.1,in the case State versus Sheikh Mujibur Rahman and Others, has been taken by the military authorities to see his ailing mother. He was not present in the dock on Monday. He was represented before the Special Tribunal by Mr. Zahiruddin Advocate.

Sheikh Mujibur Rahman mother was ailing for sometime at Gopalganj, Faridpur.

Morning News
22th October 1968
Mujib taken to see ailing mother
(By Our Staff Reporter)

The Awami League Leader,Sheikh Mujibur Rahman, an accused in the Agartala Conspiracy Case was not present in the dock yesterday when the Special Tribunal hearing the conspiracy case resumed its session after week-end recess at the Dacca Cantonment.

Sheikh Mujibur Rahman has been taken by the military authorities to see his alling mother. He was, however represented before the Tribunal by Mr. Zahiruddin, Adcocate.

সংবাদ
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
অসুস্থা মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবকে স্বগ্রামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে

ঢাকা, ২১শে অক্টোবর (পিপিআই)।– আজ সকালে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যের মামলায় ট্রাইব্যুনাল কক্ষে শেখ মুজিবর রহমানকে অনুপস্থিত দেখা যায়, কেননা তাঁহার অসুস্থা মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহাকে স্বগ্রামে লইয়া যাওয়া হইয়াছে।

ট্রাইব্যুনালে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে বিবাদীপক্ষের কৌসুলি এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দীন হাজির হন।

আজ সকালে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের অধিবেশনে নিম্নোক্ত ভাষায় শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতি রেকর্ড করা হয়:

একমাত্র শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত সকল অভিযুক্ত পূর্বের ন্যায় উপস্থিত আছেন। অভিযুক্ত শেখ মুজিবর রহমান আজ ডকে উপস্থিত নহেন কেননা তাঁহার অসুস্থা মাকে দেখিবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার স্বগ্রামে লইয়া গিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার পক্ষে এডভোকেট জনাব জহিরুদ্দীন আমাদের সম্মুখে হাজির হইয়াছেন।

সংবাদ
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
রাজবন্দীদের মুক্তিদাবী : গাইবান্ধা মহকুমা আওয়ামী লীগের সভা অনুষ্ঠিত

গাইবান্ধা, ২০শে অক্টোবর (সংবাদদাতা)।– সম্প্রতি গাইবান্ধা মহকুমা আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের মহকুমা সভাপতি জনাব লুৎফর রহমান। সভায় দেশের বর্ত্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বন্যা পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করা হয়। সভায় তাজউদ্দিন, মুস্তাক আহমেদসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি, শেখ মুজিবকে অসুস্থ মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য অন্ততঃ প্যারোলে মুক্তিদান, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের ব্যাপকহারে সকল প্রকার সাহায্যদান, বন্যায় স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কর্তৃক ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তোলার জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করায় অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

দৈনিক পয়গাম
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
অসুস্থ মাতাকে দেখিবার জন্য শেখ মুজিবরের অনুমতিলাভ
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১নং আসামী শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) ট্রাইব্যুনাল কক্ষে উপস্থিত ছিলেন না। বিশেষ ট্রাইব্যুনালের

কার্যবিবরণীতে বলা হইয়াছে যে, অসুস্থ মাতাকে দেখিবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ শেখ মুজিবর রহমানকে লইয়া গিয়াছেন। জনাব জহীরউদ্দিন এডভোকেট ট্রাইব্যুনালে শেখ মুজিবের প্রতিনিধিত্ব করেন।

দৈনিক পাকিস্তান
২২শে অক্টোবর ১৯৬৮
অসুস্থা মাতাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবকে গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

রাষ্ট্র বনাম শেখ মজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার পয়লা নম্বরের বিবাদী শেখ মুজিবুর রহমানকে অসুস্থা মাকে দেখাবার জন্য গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই গতকাল সোমবার সকালে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালের মামলার শুনানী শুরু হলে আসামীর কাঠগড়ায় তাকে দেখা যায়নি।

পিপিআই-এর খবরে প্রকাশ, এডভোকেট জনাব জহিরউদ্দিন শেখ মুজিবরের হয়ে ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের গতকালের কার্যবিবরণী নিম্নলিখিতভাবে রেকর্ড করা হয়: "শেখ মুজিবর রহমান ব্যতীত সকল বিবাদীই হাজির রয়েছেন।"

"বিবাদী আজ ডকে উপস্থিত ছিলেন না। অসুস্থা মাকে দেখাবার জন্য সামরিক কর্তৃপক্ষ তাকে নিয়ে গেছেন। এডভোকেট জনাব জহিরউদ্দীন তার হয়ে আমাদের সামনে হাজির রয়েছেন।"

আজাদ
২৩শে অক্টোবর ১৯৬৮
অসুস্থা মাতার শয্যাপার্শ্বে ৯ ঘন্টাকাল শেখ মুজিব
(ষ্টাফ রিপোর্টার)

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার প্রথম অভিযুক্ত ব্যক্তি শেখ মুজিবর রহমান গত সোমবার গোপালগঞ্জে গ্রামের বাড়ীতে অসুস্থা মাতার শয্যাপার্শ্বে নয় ঘণ্টাকাল উপস্থিত ছিলেন বলিয়া সংশ্লিষ্ট কৌসুলীদের নিকট হইতে জানা গিয়াছে।

কর্তৃপক্ষ গত রবিবার অপরাহ্নে শেখ মুজিবকে সি-প্লেনযোগে খুলনা পর্যন্ত লইয়া যান এবং খুলনা হইতে লঞ্চযোগে তাহাকে গোপালগঞ্জে নেওয়া হয়। তিনি সোমবার ভোরে নিজ বাড়ীতে পৌছান এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনসহ (ভাই বোন স্ত্রী) অসুস্থা মাতার পাশে ছিলেন। ইহার পর তাঁহাকে ঢাকায় ফিরাইয়া আনা হয়।

কয়েকদিন পুর্ব্বে তাঁহার কৌসুলী জনাব সালাম খান অসুস্থা মাতাকে দেখিবার জন্য শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালের

নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক কর্তৃপক্ষ (যাহাদের কর্তৃত্বাধীনে তিনি আটক রহিয়াছেন) বিশেষ ব্যবস্থাধীনে তাঁহার মাতাকে দেখিবার জন্য এই ব্যবস্থা করেন। শেখ মুজিবর রহমান গতকাল বিশেষ ট্রাইব্যুনালে অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

Dawn

23rd October 1968

Mujib sees his ailing mother

DACCA, Oct 22: Sheikh Mujibur Rahman, principal accused in the Agartala Conspiracy Case was taken by military authorities to Gopalganj (Faridpur) to see his ailing mother during the last week-end.

Sheikh Mujib was not present in the court yesterday when it resumed hearing after week-end recess. He was present in the court today.

Last week the defence counsel had made a Prayer to the court requesting for release of Sheikh Mujib on parole to see his ailing mother.

The court had forwarded the application to the military authorities without ... Chief Prosecution Counsel. Mr. Manzur Qadir, had then told the court that he would look into it. -APP.

দৈনিক পূর্বদেশ

২৭শে অক্টোবর ১৯৬৮

অসুস্থ মাকে দেখার জন্য শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে

রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যদের মামলার পয়লা নম্বরের বিবাদী শেখ মুজিবুর রহমানকে সামরিক প্রহরার তত্বাবধানে অসুস্থ মাকে দেখাবার জন্য গ্রামের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাই গত সোমবার সকালে স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের মামলার শুনানী শুরু হলে আসামীর কাঠগড়ায় তাঁকে দেখা যায়নি।

সংবাদ

৬ই নভেম্বর ১৯৬৮

কুলাউড়া থানা আওয়ামী লীগ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

কুলাউড়া (সিলেট), ৪ঠা নভেম্বর (সংবাদদাতার তার)।– গত ৩রা নভেম্বর মৌলভী আবদুর রহিমের সভাপতিত্বে কুলাউড়া থানা আওয়ামী লীগ কর্মীদের

এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব ডি, এফ, গাজী ও সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল মুনিম ৬-দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা করেন এবং উহার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন।

শেখ মুজিবরের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি প্রতিরোধের দাবী জানাইয়া উক্ত সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সংবাদ

১৮ই নভেম্বর ১৯৬৮

পল্টন জনসভার প্রস্তাব

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) ন্যাপের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ও পশ্চিম পকিস্তান জনশৃঙ্খলা রক্ষা অর্ডিন্যান্সে ন্যাপ, পিপলস পার্টি ও অন্যান্য বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ, ছাত্র ও জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যদের ব্যাপক ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। সম্প্রতি পাকিস্তান ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান, পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো, পাকিস্তান ন্যাপের সেক্রেটারী জেনারেল মাহমুদুল হক ওসমানী ও যুগ্ম-সম্পাদক আজমল খাটক, পশ্চিম পাক ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আজিজুল্লাহ, সিন্ধু ন্যাপের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হাফিজ কোরেশী ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ বাকের শাহ, সরহাদ ন্যাপের সভাপতি আরবাব সিকান্দার খান, জাতীয় পরিষদের সদস্য মমতাজ আলী ভুট্টো ও গোলাম মোস্তফা খানসহ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়।

প্রস্তাবে আটক সকল নেতা ও কর্মীর অবিলম্বে মুক্তিদানের জন্য দাবী করা হয়। প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানে সংগ্রামী ছাত্র ও জনসাধারণের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং তাঁহাদের সহিত ঐক্যমত ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিসী নির্যাতনেরও নিন্দা করা হয় এবং বেপরোয়া গুলীবর্ষণ দ্বারা ছাত্র হত্যা, অন্যান্য নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সরকার কর্তৃক ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের উল্লেখক্রমে অবিলম্বে এই সকল নির্যাতনমূলক কার্যক্রম হইতে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান হয়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবে আরও অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাম্প্রতিক গোলযোগের দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে,

বর্তমান কলঙ্কিত সরকার দেশের কোন অংশেই গণ-সমর্থন ভোগ করে না। সরকার এক্ষণে ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন এবং নির্যাতনের হাতিয়ারসহ বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। সভায় সরকারের এই নীতির চুড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে তাহাদের সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়।

অপর প্রস্তাবে বলা হয় যে, বর্তমান অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে সরকারের নির্যাতনমূলক কাজের প্রেক্ষিতে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই যেকোন জনপ্রিয় দাবীর ভিত্তিতেই হউক না কেন এককভাবে সকল আন্দোলন গড়িয়া তোলা অথবা বর্ত্তমান ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী সরকার ও শাসনব্যবস্থাকে বাতিল করিয়া তদস্থলে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম করা সম্ভব নহে। এই সভা মনে করে যে, গণআন্দোলনই বর্তমান রাজনৈতিক অচলাবস্থা অবসানের একমাত্র উপায় এবং উহারই প্রেক্ষিতে সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও সংস্থাকে যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং স্বীকৃত সর্বনিম্ন কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রামী গণ-আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে।

উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি ছাড়াও পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র পুনর্বহাল, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচন, পুর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বাতিল, পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা সমস্যার স্থায়ী নিরোধের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপের যুগ্ম-সম্পাদক আবদুল হালিম, সদস্য মনিকৃষ্ণ সেন, মনি সিং, শেখ মুজিবর রহমান, হাতেম আলী খান, মিসেস মতিয়া চৌধুরী, তাজুদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মুশতাক আহমদ, শেখ ফজলুল হক মনি, ছাত্রনেতা আলী হায়দার খান, পংকজ ভট্টাচার্য, শফি আহমদ, আবদুর রাজ্জাক, রাশেদ খান মেনন, শ্রমিক নেতা আবদুল মান্নানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দীর আশুমুক্তি, সকল রাজনৈতিক মামলা ও গ্রেফতারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, দেশ হইতে জরুরী অবস্থা ও দেশরক্ষা বিধি প্রত্যাহার, খাদ্য ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্যহ্রাস, খাজনা ও করহ্রাস, খাজনা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, সকল ট্রেড ইউনিয়ন, সংস্থা ও উহার কার্যক্রমের উপর হইতে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, শ্রমিকদের বাঁচার মত মজুরী, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন এবং সিয়াটো, সেন্টো এবং পাক-আমেরিকান সামরিক চুক্তি বাতিল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ ফিরাইয়া আনা এবং অবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় খোলার দাবীতে বহুসংখ্যক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সংবাদ

২০শে নভেম্বর ১৯৬৮

মুক্তাগাছায় আওয়ামী লীগ জনসভায় রায়:

ওয়ালী খান, ভুট্টো প্রমুখসহ শত শত নেতা ও কর্মী গ্রেফতারের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হইবে না–

মুক্তাগাছা, ১৬ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম দেশে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখা, রাজবন্দীদের মুক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

গত বৃহস্পতিবার মুক্তাগাছা শহর আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত বিরাট জনসভায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এই জনসভা রাজবাড়ী মাঠে অনুষ্ঠানের কথা প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালিপনায় মাত্র সাড়ে ৬ ঘণ্টা আগে দরিচারাণীর বাজার ময়দানে জনসভা স্থানান্তরিত করিতে হয়।

এই জনসভায় জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাড়াও বক্তৃতা করেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী এম, এন, এ, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব রফিকউদ্দিন ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব খোন্দকার আবদুল মালেক (শহীদুল্লাহ), টাঙ্গাইলের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শামসুর রহমান খান, কিশোরগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব মোস্তাফিজুর রহমান খান ও চাঁদপুরের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব আবদুল মতিন পাটওয়ারী প্রমুখ নেতা ও কর্মী।

প্রত্যেক বক্তার বক্তৃতার সময় জনতার মধ্য হইতে মুহুর্মুহু "শেখ মুজিবসহ সকল আটক ও রাজবন্দীদের মুক্তি চাই", "ট্যাক্স-খাজনার বোঝা কমাতে হবে", "কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা এক হও" ইত্যাদি শ্লোগান উত্থিত হইতে থাকে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, আজ পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষও জাগিয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রচণ্ড গণআন্দোলনকে দমাইয়া দেওয়ার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ন্যায় ক্ষমতাসীন সরকার নগ্ন দমননীতির আশ্রয় লইয়াছে। আর তাই সারা পশ্চিম পাকিস্তানে বেপরোয়া গুলীবর্ষণ, কাঁদুনে গ্যাস, লাঠিচার্জ ও পাইকারী হারে গ্রেফতারী অভিযান পরিচালনা করিয়া ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের সম্প্রতিক ঘটনাবলীর আশু বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করেন।

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি নবপর্যায়ে গ্রেফতারী অভিযানের তীব্র নিন্দা করিয়া বলেন, ন্যাপ-সভাপতি খান আবদুল ওয়ালী খান, পিপলস পার্টির সভাপতি জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রমুখকে গ্রেফতার করিয়া কিংবা শত শত রাজনৈতিক ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক নেতা ও কর্মী অথবা সাংবাদিক-সাহিত্যিককে বৎসরের পর বৎসর বিনাবিচারে আটক করিয়া সমস্যার সমাধান হইবে না; বরং দেশপ্রেমের মনোভাব লইয়াই সকল রাজবন্দীকে মুক্তিদান করিয়া সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আড়াই বৎসর যাবৎ বিনাবিচারে আটক অসুস্থ আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আজ মৃত্যু পথযাত্রী।

তিনি মানবিক কারণে খোন্দকার মোশতাক আহমদকে মুক্তি দানের দাবী জানান।

মিজানুর রহমান চৌধুরী

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী বক্তৃতা প্রসঙ্গে কনভেনশন মুসলিম লীগের চাঁইদের সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন, "আপনারা জনাব ভুট্টোর পরিণতি হইতে শিক্ষা গ্রহণ করুন।"

তিনি আরো বলেন, যে তিনজন শক্তিধর জেনারেল পিস্তলের সাহায্যে ইস্কান্দার মীর্জাকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায়?

একনায়কত্ববাদী শাসনে একনায়কের আসনই শুধু স্থিতিশীল।

তিনি আরো বলেন, জনৈক বিশেষ ব্যক্তির পুত্রের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স দশ বছর আগে ছিল ৬৩৬ টাকা, আর এখন ইনকাম ট্যাক্সের রিটার্ণ দেন ২১ কোটি টাকা।

জনাব চৌধুরী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যের খতিয়ান তুলিয়া ধরিয়া বলেন, গত পাক-ভারত যুদ্ধে যে বাংগালী সৈনিকরা শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিল, সেনাবাহিনীতে সেই বাংগালীদেরই স্থান হইল শতকরা মাত্র সাড়ে ৭ ভাগ।

আমেনা বেগম

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ট্যাক্স ও খাজনা আদায়ে সরকারী জুলুমের তীব্র সমালোচনা

করিয়া বলেন, কোটি কোটি টাকা মুনাফা লুণ্ঠনকারী শিল্পপতিগণ ট্যাক্স হলিডের মাধ্যমে ট্যাক্স মাফ পাইতেছেন আর 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' যে কৃষক-সমাজের সেই কৃষক-সমাজ গত কুড়ি বছরে বহুগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত খাজনা পরিশোধ করিতে যাইয়া আজ সর্বহারা।

তিনি আরো বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিম পাকিস্তানের লারকানার অধিবাসীদের কর ইতিপূর্বে মওকুফ করা হইয়াছে। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার সর্বস্বান্ত মানুষদের ট্যাক্স-খাজনা এক পয়সাও মওকুফ করা হয় নাই; বরং সার্টিফিকেট জারী করিয়া বডিওয়ারেন্ট ও ক্রোকী পরোয়ানার মাধ্যমে খাজনা আদায় করিতে যাইয়া কৃষক সমাজকে হয়রানির মধ্যে ফেলা হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন, আজ দেশে আইনের শাসন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রদেশের বিভিন্ন শিক্ষায়তনের অঙ্গন আজ বিষাক্ত। প্রকাশ্যে গুণ্ডামি চলিয়াছে।

জনাব রফিকউদ্দিন ভুইয়াও সভায় বক্তৃতা করেন।

Pakistan Observer
2nd December 1968

Will Sex-Point Awami League
Change Its Go-It-Alone Policy?
(By A Staff correspondent)

A meeting of the Working Committee of the East Pakistan Awami League (pro-six-point) held on Sunday decided to observe an "anti-repression" day on December 13. The meeting also appointed a fiveman committee for "forgoing real unity for movement and action" of opposition parties.

But what may be considered as important is that Sunday's principal outcome of the pro-six point Awami League Working Committee meeting indicated a change in the go it-alone policy of the party. The pro-six point Awami League is now Psychologically prepared to go for united action with other opposition parties on specific issues without lying down **....** pre-conditions.

For example so for the pro-six point Awami Leaguers were reluctant to work with the pro-Peking faction of National Awami Party unless the latter came to terms with the pro-Moscow faction of NAP. Now they say that they hope to work in collaboration with both and if that was not possible they will work with any one of the two factions. They have held discussions with both sections and

expect to get the two NAP's work together. Further, the fiveman negotiating committee of the pro-six point Awami Leaguers will hold talks with the Pakistan Democratic Movement very shortly although not long ago the PDM was anathema to them.

The negotiaing committee of the pro-six point Awami League will meet Maulana Bhasani Monday morning. They also want to held discussions with the PDM leaders during the day.

Background of Six-point recounted

A lengthy resolution adopted at the meeting recounted the situation and conditions leading to the six-point programme, the buld- up of a movement insupport of the programme including the incidents of June 7, 1966, the arrests of the Awami League leaders the present state of mass upsurge in West Pakistan and the repressive measures adopted by the Government and then called upon the opposition parties to work unitedly for realisation of the people's rights.

The resolution listed a number of issues on which such action could be begun. These include release of all political leaders of all political parties including sheikh Mujibur Rahman, Wali khan, and Z.A. Bhutto, release of all student and labour leaders in both regions of Pakistan; withdrawal of all political cases; repeal of Press and Publication ordinance; withdrawal of forfeiture order on the New Nation printing Press and release of the Ittefaq; repeal of all black laws including the University Ordinance; immmediate reopening of all educational institutions; lifting of the state of emergency; full regional autonomy; dissolution of one Unit and restoration of former provinces in the western region of Pakistan; restoration of fundamental rights; direct election at all stages on the basis of universal adult franchise; flood control in East Pakistan and checking the price spiral.

The Working Committee meeting of the pro-six point East Pakistan Awami League also formally appointed Mr. Mizanur Rahman as the acting General-Secretary of the party as the General Secretary Mr. Tajudding Ahmed is in detention. The meeting was held at Mr. Tajuddin's house. This was first meeting of the working committee after its election in the last biennial council session of the pro-six point Awami League.

Meanwhile, a meeting of the working Committee of the Pro-PDM East Pakistan Awami League held on sunday made a specific request to the PDM to immediately contact the leaders of other parties to forge unity for the restoration of direct elections on the

basis of universal adult franchise, full regional autonomy and other democratic rights. The meeting called upon all the opposition parties to adopt a common plan for forging such a unity.

The working committee meeting of the Pro-PDM Awami League adopted a resolution condemning the repressive actions of the Government in West Pakistan. In another resolution it demanded the release of all political presioners including the alling Khondker Mustaq Ahmed.

The meeting also decided to observe Mr. H.S. Suhrawardv's death anniversary on December 5 in a befitting manner. The programme includes a discussion session on Mr. Suhrawardy's life and work.

সংবাদ

২রা ডিসেম্বর ১৯৬৮

আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটির সভায় বিরোধী দলসমূহের প্রতি ঐক্যের আহ্বান: আলাপ-আলোচনার্থে উপসংঘ গঠিত

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নব-গঠিত কার্যকরী কমিটি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবীতে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে সত্যিকার ঐক্য গঠনের জন্য সকল বিরোধীদল ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে। ১৩ই ডিসেম্বর "জুলুম প্রতিরোধ দিবস" পালনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিরোধীদলীয় ঐক্য গঠনের প্রশ্নে সংশ্লিষ্ট দলসমূহের সহিত যোগাযোগ করার জন্য সভায় ৫ জনকে লইয়া একটি সাব-কমিটিও গঠন করা হইয়াছে।

সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে জনগণের নিম্নোক্ত দাবীসমূহের ভিত্তিতে সংগ্রামের উদ্দেশ্যে দেশের সকল বিরোধীদল ও গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান হইয়াছে।

(১) আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, ন্যাপ প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান ও পিপলস পার্টির প্রধান জেড, এ, ভুট্টোসহ সকল রাজনৈতিক নেতার আশুমুক্তি, দেশের উভয় অঞ্চলে আটক সকল ছাত্র ও শ্রমিক নেতার মুক্তি।

(২) সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার।

(৩) প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বাতিল, নিউনেশন প্রিন্টিং প্রেস (ইত্তেফাক ছাপাখানা) বাজেয়াপ্তি আদেশ প্রত্যাহার।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সসহ সকল কালাকানুন বাতিল।

(৫) অবিলম্বে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা।
(৬) জরুরী অবস্থার প্রত্যাহার।
(৭) পূর্ব আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম।
(৮) এক ইউনিট বাতিল ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশসমূহের পুনরুজ্জীবন।
(৯) মৌলিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।
(১০) প্রতিটি পর্যায়ে প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকার কায়েম।
(১১) পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ।
(১২) খাদ্যশস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য হ্রাস ইত্যাদি।

অপর এক প্রস্তাবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাম্প্রতিক স্বৈরাচার বিরোধী বীরত্বপূর্ণ আন্দোলনকে অভিনন্দিত করা হয়।

এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ইতিপূর্বেই গণতন্ত্রের দাবীতে সংগ্রামে শামিল হইয়াছে এবং তজ্জন্য বিভিন্ন সময়ে চরম নির্যাতন ভোগ করিয়াছে। প্রস্তাবে বিশেষভাবে ৭ই জুনের আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা হয়।

Dawn
3rd December 1968
Mujib group to forge alliance with other parties

DACCA, Dec. 2: The East Pakistan Awami League (Six-Point Group) has formed a five-member Committee to negotiate with other parties including PDM to forge unity of the opposition parties, according to a Press release of the Party last night.

The Working Committee of the party yesterday at a meeting discussed the political and economic situation in the country and expressed "its faith in the unity of the opposition parties". It also reiterated its faith in its Six Point programme.

The party is also learnt to have accepted the invitation of the East Pakistan National Awami Party (Requisitionist group) for a joint opposition parties meeting to evolve a formula for the unity of the opposition parties.

The party adopted a resolution accusing the Government of its "failures in different sectors of national life" and listed among others, full regional autonomy, dissolution of One Unit in west Pakistan, adult franchise and release of political prisoners, as points of a common programme.

The Working committee also decided to observe "Anti-Repression Day" on December 13 through the province.

সংবাদ
৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৮
পল্টনের জনসভা

গত শুক্রবার পল্টনে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার অংশবিশেষের বিবরণ প্রকাশিত হয়। আজ জনাব মসিউর রহমান, জনাব সিরাজুল হোসেন খান ও জনাব মোঃ তোয়াহার বক্তৃতার বিবরণ প্রদান করা হইল:

মসিউর রহমান

জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব মসিউর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আইয়ুবের শক্তিকেন্দ্রে আজ ফাটল ধরিয়াছে। আজকের প্রয়োজন পূর্ব ও পশ্চিমের আন্দোলনকে তীব্রতর করিয়া পলায়নপর শাসকগোষ্ঠীকে ক্ষমতাচ্যুত করা। তিনি বিরোধীদলীয় ঐক্যের জন্য আহ্বান জানান।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব সিরাজুল হোসেন খান, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সম্পাদক জনাব আবদুল হক, ভাসানীপন্থী ন্যাপ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ তোয়াহা বক্তৃতা করেন। অটো-রিক্সা শ্রমিক নেতা জনাব মোঃ সেলিম সভায় ঘোষণা করেন যে, অদ্য (শনিবার) পুলিস জুলুমের প্রতিবাদে ঢাকার সকল যানবাহন শ্রমিক ধর্মঘট পালন করিবে।

সভায় পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির সম্পাদক জনাব আবদুল হক ঘোষণা করেন যে, ১৪টি দাবীতে ভাসানীপন্থী ন্যাপ, কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের যুক্ত উদ্যোগে সারা প্রদেশে ৫০ হাজারের অধিক সহি সংগ্রহ করা হইয়াছে।

জনাব হক তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, তাঁহারা নির্বাচন বয়কট করার পক্ষে। তিনি শেখ মুজিব, ওয়ালী, ভুট্টো, জয়নুদ্দিন খানসহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান।

Pakistan Observer
13th December 1968
Asghar Khan seeks permission to see Mujib

Former Air Force Chief Air Marshal Asghar Khan has sought permission from authorities concerned to meet Awami League Chief Sheikh Mujibur Rahman, reports PPI.

This was stated by the Air Marshal, currently on an elevenday tour of East Pakistan, at an iftar party, arranged at Sheikh sahib's Dhanmondi residence in Dacca on Thursday evening.

Sheikh Mujibur Rahman is now in military custody as accused No. 1 in the case State vs. Sheikh Mujibur Rahman and Others.

Tour Programme

Air Marshal Asghar Khan will leave Dacca on Saturday morning for Sylhet by air to address. The members of the Bar there.

He will return to Dacca the following day and will address a meeting of the political workers in Dacca the same afternoon.

He will leave for Khulna on December 16 and address the members of the Bar there. He will then proceed to Barisal on December 17 and after addressing the members of the Bar there, will return to Dacca the following day.

Marshal Asghar will leave Dacca for Chittagong by train on December 18 and return to Dacca the following day in the night after addressing a gathering there.

During his tour the Air Marshal will be accompanied by Mr. Justice S. M. Murshed and Mr. Mahmud Ali, MNA, to Sylhet and Khulna and by Mr. Mahmud Ali, MNA and Mr. Farid Ahmed to Chittagong.

Air Marshal Asghar Khan is expected to leave Dacca for West Pakistan on December 20.

সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

এয়ার মার্শাল আজগর খান প্রকাশ করেন যে, তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা পেশ করিয়াছেন।

সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

পাবনায় মশাল শোভাযাত্রা

'সংবাদ' এর নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত এক তারবার্তায় প্রকাশ, রাজনৈতিক নির্যাতন এবং খান ওয়ালী খান, শেখ মুজিবর রহমান, ভুট্টো ও মতিয়া চৌধুরীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্রনেতার মুক্তির দাবীতে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পাবনা শহরে একবিরাট মশাল শোভাযাত্রা বাহির হয়। সম্মিলিত বিরোধীদল কর্তৃক আহূত দমননীতি প্রতিরোধ দিবস পালনের জন্য আগামীকাল আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যৌথ উদ্যোগে এবং পাবনার আইনজীবীদের পক্ষ হইতে বিক্ষোভ মিছিল বাহির হইবে।

সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের বাসভবনে আসগর খান:

পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই সমান অংশ পাইতে হইবে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের ধানমণ্ডীস্থ বাসভবনে আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে বক্তৃতাকালে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন যে, সকল জাতীয় বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে অবশ্যই সমান অংশ পাইতে হইবে।

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী, জনাব মাহমুদ আলী, জনাব জে, এ, রহিম, জনাব আসাদুজ্জামান খান, মৌলভী ফরিদ আহমেদ, ডাঃ আজহারুদ্দীন প্রমুখ ইফতার পার্টিতে যোগদান করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নে বিপুল অর্থব্যয় করা হইয়াছে বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন, এয়ার মার্শাল উহাকে 'উপনিবেশবাদী মনোভাব' বলিয়া বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বৃটিশ শাসনামলে আমাদের শাসকরাও আমাদের জন্য তাহাদের কৃতকর্মের কথা বারবার বলিত। তাহাদের এ বিধ প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে ইহা বোঝান যে, তাহারা আমাদের স্বার্থেই এই দেশে রহিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা উপনিবেশবাদী মনোভাব। পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক সকল জাতীয় বিষয়ে অবশ্যই সমান অংশ পাইতে হইবে।

শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎকার প্রার্থনা

এয়ার মার্শাল প্রকাশ করেন যে, তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা পেশ করিয়াছেন।

দৈনিক পয়গাম

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের গৃহে আসগর খান

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমণ্ডি বাসভবনে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আয়োজিত এক ইফতার পার্টিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে এয়ার মার্শাল আসগর খান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সকল রাষ্ট্রীয় কাজে পূর্ব পাকিস্তানের সমঅধিকারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রাক্তন উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা জনাব আসাদুজ্জামান খান, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জনাব মীজানুর রহমান চৌধুরী এম,এন,এ, জনাব মাহমুদ আলী এম,এন,এ, মৌলবী ফরিদ আহমদ এম,এন,এ, পিপল্‌স পার্টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান জনাব জেড, এ, রহিম, ডাঃ আজহারউদ্দিন এম,পি,এ-সহ বেশকিছু সংখ্যক রাজনৈতিক নেতা ও আইনজীবী ইফতার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর জন্য সরকার অজস্র অর্থ ব্যয় করিতেছেন বলিয়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সম্প্রতি যে মন্তব্য করিয়াছেন এয়ার মার্শাল আসগর খান তাহা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই জাতীয় মন্তব্য উপনিবেশবাদী মনোভাবের পরিচায়ক।

Dawn

16th December 1968

No political talks with Mujib allowed

DACCA, Dec. 15: The former chief of the Pakistan Air Force Air Marshal Asghar Khan has been refused permission by the authorities to meet the detained Awami League Chief, Shaikh Mujibur Rahman, now under military custody here. The Air Marshal, currently on a tour of East Pakistan, told newsmen at Hotel Shabagh this evening that he had sought the permission of the appropriate authority to meet the Shaikh at the Dacca Cantonment at 3 p.m. today. But, he said, the authorities had informed him over telephone today that he would not be allowed to meet Shaikh Mujib as none but the close relations of the Shaikh were entitled to meet him and as no political discussion with him by any body was permissible.

The authorities, he further complained, did not give any written reply to the Air Marshal's application in this connection. He said, he was told to move the Inspector-General of Police in this regard, if he likes, but under no circumstances he was supposed to get the permission to meet Sheikh Sahib. –PPI.

সংবাদ

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

শেখ মুজিবের সহিত আসগার খানের সাক্ষাতের আবেদন প্রত্যাখ্যান

ঢাকা, ১৫ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতকারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে যে আবেদন করিয়াছিলেন কর্তৃপক্ষ তাহা মৌখিকভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

আজ স্থানীয় হোটেল সাহবাগে সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে এয়ার মার্শাল আসগার খান বলেন যে, আজ বেলা তিনটায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আটক শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতকারের জন্য ইতিপূর্বে আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে টেলিফোন করিয়া জানান যে, শেখ মুজিবরের সহিত তাহাকে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

এয়ার মার্শাল আসগর খান বলেন, শেখ মুজিবর রহমানের সহিত সাক্ষাতের জন্য তিনি যে আবেদন করিয়াছিলেন কর্তৃপক্ষ তাহার কোন লিখিত জওয়াব দেন নাই এবং কোন লিখিত জওয়াব তাহারা দিবে না বলিয়া জানান। কর্তৃপক্ষ টেলিফোন যোগে তাঁহাকে জানান যে, এ ব্যাপারে প্রয়োজন হইলে তিনি পুলিস ইন্সপেক্টর জেনারেলের সহিত যোগাযোগ করিতে পারেন, তবে কোন অবস্থাতে তিনি শেখ মুজিবের সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইবেন না।

দৈনিক পয়গাম

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

করাচী আওয়ামী লীগ : বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ

করাচী, ১৪ই ডিসেম্বর।– প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ গতকল্য দেশ হইতে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার, ১৪৪ ধারা তুলিয়া লওয়া এবং আটককৃত সকল রাজনৈতিক নেতার মুক্তি দাবী করেন।

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের এক জরুরী সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব আবু আসিম।

সভায় বলা হয় যে, শেখ মুজিবর রহমান প্রণীত একমাত্র ৬ দফা কর্মসূচীর মাধ্যমেই দেশের সকল রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। দেশের সংহতি দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য সভায় আহ্বান জানান হয়।

সভার বক্তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্রদের উপর পুলিশী নির্যাতন এবং গুলীবর্ষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং এই নির্যাতনের শিকারে পরিণত পরিবারবর্গের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন।

পুলিশের গুলীতে যাহারা নিহত হইয়াছেন, তাহাদের পরিবারবর্গকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দানের জন্যও সভায় সরকারের প্রতি দাবী জানান হয়। – এপিপি

সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

বরিশালে আসগর খান:

দুই প্রদেশকে যতদূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে

বরিশাল, ১৭ই ডিসেম্বর (পিপিআই)।– পাকিস্তান বিমান বাহিনীর সাবেক প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান আজ এখানে টাউন হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতাকালে বলেন যে, বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দ আগামী জানুয়ারীতে ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হইয়া আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

এয়ার মার্শাল তাঁহার বক্তৃতায় দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও রাজনীতিতে তাঁহার প্রবেশের কারণ ব্যাখ্যা করেন।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব লকিতুল্লাহ। বক্তৃতা করেন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব হাসান এ, শেখ, জনাব ফজলে রব চৌধুরী, জনাব মাহমুদ আলী, অধ্যাপক গোলাম আজম, জনাব বি, ডি, হাবিবুল্লাহ, এডভোকেট শামসুল হক ও এডভোকেট নূরুল ইসলাম।

এয়ার মার্শাল মন্ত্রীদের সুশোভিত ড্রইংরুম হইতে বাহির হইয়া জনগণকে মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। জনগণের মুখোমুখি হইলেই ক্ষমতাসীনরা দেশের পরিস্থিতি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

এয়ার মার্শাল আসগর খান, ওয়ালী খান, ভুট্টো ও শেখ মুজিবর রহমানসহ আটক নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন। এয়ার মার্শাল দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, জাতীয় প্রশ্নে মতামত প্রকাশ বন্ধ করার জন্য সরকার শীর্ষস্থানীয় গণ-নেতৃবৃন্দকে কারান্তরালে রাখিয়াছেন। তিনি বলেন যে, জরুরী অবস্থার অজুহাতেই এইসব করা হইতেছে। কিন্তু বর্তমানে জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখার কোন কারণ নাই। তিনি অবিলম্বে জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারের দাবী জানান।

সাবেক বিমানবাহিনী প্রধান বলেন যে, এখন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ জাগিয়া উঠিয়াছে– তাহারা পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে, সরকারবিরোধী আন্দোলনে তাহারা নেতৃত্ব দিলে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ খুশীই হইবে।

পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন

পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপক গণআন্দোলনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ বর্তমান সরকারের উপর বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছেন এবং প্রচারযন্ত্রগুলিকে সরকারের উদ্দেশ্য চরিতার্থের কাজে ব্যবহার করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, দুই প্রদেশের জনগণ এখন নির্যাতিত। এই নির্যাতনই তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিয়াছে এবং উহারই ফলশ্রুতি স্বরূপ দেশজোড়া আন্দোলন শুরু হইয়াছে।

এয়ার মার্শাল ঘোষণা করেন যে, তিনি উভয় প্রদেশের সম্ভাব্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই প্রদানের পক্ষপাতী। তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনই পাকিস্তানকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিপূর্ণ করিতে পারে।

সভায় পূর্বাহ্নে বক্তৃতাকালে জাতীয় পরিষদ সদস্য হাসান এ, শেখ বলেন যে, পাকিস্তান শুধুমাত্র কতিপয় লোকের জন্য সৃষ্টি হয় নাই। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, গত দশ বৎসরে গরীব আরও গরীব হইয়াছে।

হাসান এ, শেখ বলেন যে, বর্তমান মুহূর্তে ঐক্য ও জনগণকে সংগঠিত করাই প্রথম কাজ। এয়ার মার্শাল ও জনাব হাসান এ, শেখের বক্তৃতাকালে শ্রোতৃবৃন্দ বারবার হাততালি প্রদান করেন।

আইনজীবীদের উদ্দেশে ভাষণ

পূর্বাহ্নে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতাকালে জনাব আসগর খান গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে কার্যকরী ভূমিকা পালনের জন্য তাঁহাদের প্রতি আহ্বান জানান।

এয়ার মার্শাল বলেন যে, সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করিয়াছেন। সরকার ক্ষমতাসীন মহলের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সংবাদপত্র ব্যবহার করিতেছেন। তিনি বলেন যে, পত্রিকা, বেতার ও টেলিভিশনে শিক্ষিত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মার্জিত স্বভাবের লোকেরা কাজ করেন, তা সত্ত্বেও সরকার তাহাদের নিজেদের স্বার্থে কাজ করিতে বাধ্য করেন। তিনি সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন।

এয়ার মার্শাল বলেন যে, বর্তমান সরকার জনগণের দৃঢ়তার মুখে তাসের ঘরের ন্যায় ধসিয়া পড়িবে–সেদিন বেশী দুরে নহে।

জনাব আসগর খান বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দশ বছর দেশ শাসন করিয়াছেন; এখন তাঁহার অবসরগ্রহণ করা উচিত। তিনি তাহা না করিলে জনগণ তাঁহাকে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য করিবে এবং তাহাদের ইচ্ছানুসারে সরকার প্রতিষ্ঠা করিবে।

সংবাদ

১৮ই ডিসেম্বর ১৯৬৮

নেতৃবৃন্দের আহ্বান

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

গতকাল (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সংযুক্ত বিরোধীদলের এক কর্মীসভায় সভাপতির ভাষণদানকালে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানবাসীর বর্তমান গণসংগ্রামকে অব্যাহত রাখার এবং ইহাকে সফল পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যে অকুতোভয়ে অগ্রসর হওয়ার জন্য কর্মীবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত মানুষের ঐক্য ও শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের ঐক্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি সংযুক্ত বিরোধীদল বহির্ভূত গণতান্ত্রিক পার্টি ও শক্তির প্রতিও ঐক্য মোর্চায় সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

তিনি সংযুক্ত বিরোধীদলের একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসুচী প্রণয়নের প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আজ একটা পূর্ণাঙ্গ কর্মসুচী লইয়া সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইতে হইবে। পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীতে যদি কেহ সম্মত না হন তবে তাহাদেরকে বাদ দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। জনাব ইসলাম আরও বলেন যে, তাঁহারা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ হইতেছেন, কোন নির্বাচনী ফায়দা লুটার জন্য নহে।

তিনি প্রসঙ্গক্রমে কতিপয় ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বলেন যে, জনসাধারণের মৌলিক দাবীর প্রশ্নে সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত না করা পর্যন্ত বিরোধীদলীয় ঐক্য মোর্চায় তাঁহাদেরকে স্থান দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবর রহমান, 'ন্যাপ' প্রধান খান আবদুল ওয়ালী খান ও পিপলস পার্টি প্রধান জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ সকল গ্রেফতারকৃত রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন।

নির্ঘণ্ট

অমর সেন ৬১।
অধ্যাপক গোলাম আজম ১৭০।
আবুল হোসেন ১৮, ৯৪, ৯৮।
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১২, ১৩, ১৯, ৪৯, ৮৯, ৯০, ৯২, ৯৫, ১০০, ১০১, ১০৩, ১০৭, ১১০, ১১২, ১১৮, ১৫১, ১৫৫।
আওয়ামী লীগ ৭, ৮, ৯, ১১, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭৩।
আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ৭, ২০, ২১, ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪১, ৪২, ৪৫, ৬৬, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১৩১, ১৩৫, ১৬৫, ১৭২।
আখতারুজ্জামান ৪১, ৪৪, ১২৬।
আবদুর রশীদ ৭, ২১, ৩৯।
আলতাফ হোসেন ২২, ২৪, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫০, ১২৬।
আবদুল মোনায়েম খান ২২, ২৩, ৫১, ৯৩।
আবদুস সামাদ খান ২৪, ৩৭।
আবদুল হালিম ২৪, ৩৭, ১৫৯।
আবদুল মালেক উকিল ২৫, ৫৯, ৮৯, ৯২, ৯৩, ১৪০, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩।
আসাদুজ্জামান খান ২৫, ৯২, ১৬৮, ১৬৯।
আবদুল হাই ২৫, ৩৭, ৩৮, ৬৪, ৯৩।
আবুল কালাম ২৭, ৪৭, ৪৮, ৫৮, ৭২, ৭৫, ৭৯, ৮২, ৮৩, ৮৪, ১৩০।
আবদুর রাজ্জাক ২৮, ৩৩, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৭৮, ১০১, ১৫৯।
আবদুল মোমেন ২৮, ৩৩, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫১, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ১৪৯।
আবদুর রহমান সিদ্দিক ৩৩, ৩৯, ৪২, ৭২, ৭৩।
আবদুল জব্বার ৩৪, ৪৭।

আলী ইউনুছ এডভোকেট ৩৪।
আবদুল বারী ৩৪, ৩৯, ৬১, ১২৬।
আনোয়ার চৌধুরী ৩৫।
আবদুল হামিদ খান ১১, ৩৮, ১২০।
আহমদুল কবীর ৩৮, ৯৩।
আবদুর রহমান ঠাকুর ৩৮।
আবদুল খালেক মৃধা ৩৮।
আনোয়ার আলী ৩৮।
আবুল হাশেম ৩৮, ৩৯।
আবদুল লতিফ সিদ্দিকী ৩৯।
আবদুল মান্নান ৩৯, ৪৮, ৫৭, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৮, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ১৫৯।
আবদুল হাকিম আহমদ ৪০, ৯৫, ১০৬, ১২৭।
আমেনা বেগম ৮, ৪০, ৪৭, ৪৮, ৭২, ৭৩, ৭৭, ৭৯, ৮১, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১১৫, ১৪৯, ১৬০, ১৬১।
আলী আকবর মিয়া ৪৩।
আবদুল মালেক ৬, ২৫, ৪৩, ৭২, ৭৩, ৮৮, ৯২, ১২৬, ১৬০।
আখতারুজ্জামান মণ্ডল ৪৪।
আসাদুজ্জামান লাকী ৪৫।
আবদুস সালাম ফকির ৪৭।
আশুতোষ রায় ৪৭।
আইনউদ্দিন ৪৭।
আবু আসিম এডভোকেট ৪৯।
আবদুল্লা আল হারুন ৫৭।
আবদুল হান্নান ৫৭।
আবদুল মতিন ৫৮, ১২৬, ১৬০।
আহসান উল্লা ৫৮।
আবদুর রউফ ৬১।
আবদুর রহমান ৫৮, ৮১, ৮৪।
আবদুর রশিদ ৫৯।
আল মুজাহিদী ৬০, ৬৭।
আলী হায়দর খান ৬০, ৬৪, ১০০।
আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ৬১।
আবু খালিদ মোহাম্মদ ইসহাক ৬১।

আ স ম আবদুর রব ৬১।
আপেল মাহমুদ ৬১।
আবদুস সালাম ৬৭, ১০৩, ১২৫।
আবদুর রহমান সিদ্দিক ৩৩, ৩৯, ৪২, ৭২, ৭৩।
আমিনুর রহমান এডভোকেট ৭২।
আবুল মনসুর আহমদ এডভোকেট ৭২, ১২৭।
আবদুল আজিজ ৩৯, ৭৩, ৭৯, ৮১, ১৪৯, ১৫০।
আফতাব উদ্দিন ভূঞা ৭৪।
আবদুল হাকিম চৌধুরী ৭৪।
আবুল কাশেম ৭৯।
আবু হাসেম ৭৮।
আবদুর রব এডভোকেট ৭৯, ৮৪।
আখতার হাসান ৮০।
আবদুর রহমান এডভোকেট ৮১।
আবদুল্লাহ আল হারুন চৌধুরী ৮২।
আবদুল ওয়াহাব ৮২, ৯০।
আফসার কামাল চৌধুরী ৮২।
আবু সালেহ ৮২, ৯০।
আবুল কালাম আজাদ ৭৯, ৮২, ৮৪।
আশরাফ খান ৮৩, ৮৯।
আলী হোসেন ৮৪।
আফতাব উদ্দীন ৮৪।
আকবার বুগতী ৮৭।
আজিজুল্লাহ ৮৭, ১৫৮।
আলতাফ আজাদ ৮৭।
আসগর হোসেন ৯৩।
আনিসুর রহমান খান ৯৫।
আনোয়ারুল কাদির ৯৫, ১২৭।
আদেল উদ্দীন আহাম্মদ এডভোকেট ৯৮।
আমীনুজ্জামান এডভোকেট ৯৮।
আবদুল হক ১০৩, ১০৫, ১৬৬।
আমিনুল হক ১০৩, ১২৭।
আনোয়ারুল হক ১০৩, ১০৫।

আবদুস সালাম খান ১০৩, ১২৫।
আবু হোসেন সরকার ১০৩।
আতাউর রহমান খান ১০৩, ১১৭, ১১৮, ১৬৯।
আলী রেজা ৯, ১০২।
আহমদ ফজলুল রহমান ৯, ১০২।
আবদুল হাকিম এডভোকেট ১০৬, ১২৭।
আবুল মনসুর আহমদ ৭২, ১১৭, ১২৬।
আজমল খাটক ১৫৮।
আরবাব সিকান্দার খান ১৫৮।
আলী হায়দার খান ১৫৯।
ইকবাল হল ৬২।
ইউনুস তালুকদার ৩৮।
ইমান আলী এডভোকেট ৫৩, ১০৬, ১২৭।
ইপিআরটিসি ৮০।
ইপিআইডিসি ১৫০।
এম এস খান ১৮।
এ কে মুজিবুর রহমান ২২, ৪১।
এ আর সিদ্দিকী ৪৭।
এক ইউনিট ২৯, ৩৪, ৩৬, ৪৮, ৬৯, ৭৪, ৭৯, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১৩১, ১৩৬, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৫।
এস এম ইউসূফ ৫৪।
এ বি এম নিজামূল হক ৫৪।
এ কে মহিউদ্দিন ৫৪।
এ বদিউল আলম ৫৪।
এম এ আজিজ ৫৭, ৭৮, ৮১, ৮২, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১৪৮।
এডভোকেট আবদুর রব ৮৪।
এ কে ফিরোজ নুন ৬১।
এ কে এম মোজাম্মেল হক ৬১।
এম এ রেজা ৬০।
এস এম মনিরুজ্জামান ৬১।
এডভোকেট আজিজুর রহমান ৬৬।
এনায়েত আলী ৭৯।
এডভোকেট আহসানুল্লা ৮০।

এডভোকেট আবদুল লতিফ ৮০।
এম এ হান্নান ৮২, ৮৯, ৯০।
এ এস ওয়াহিদ খান ৯৩।
এনাজুর রহমান চৌধুরী ৯৬।
এ এ মীর্জা ৯৭।
এ আলিম ৯৮, ১০৩।
এস এ রহমান ১১০, ১২৪, ১২৫।
এম আর খান ১০২।
এপিপি ১৯, ৫১, ৮৭, ৯১, ৯৪, ১০৯, ১৭১।
এ আলিম ৯৮, ১০৩।
এয়ার মার্শাল আজগর খান ১৬৭।
এডভোকেট শামসুল হক ১৭১।
এডভোকেট নূরুল ইসলাম ১৭১।
ওবায়দুর রহমান ২৮, ৪২, ৪৫, ৪৮, ৫০, ৫১, ৬৭, ১২৯।
ওয়ারেশ উদ্দিন ৩৮।
ওহিদুল হক ৩৮।
কায়েদে আজম কলেজ ২০।
কাজী আবদুর রশীদ ৩৯।
কামরুল ইসলাম ৩৯।
কফিলউদ্দিন ৫৮, ৮২।
কমরুদ্দিন ৭২।
কামরুজ্জামান ৭৪, ৭৬, ৭৭, ১৪৮।
কাজী মোহাম্মদ ফয়েজ ৭৮, ৭৯, ১৪৪।
কফিল উদ্দিন বি, কম ৯০।
ক্রুগ মিশন ৮৫।
কে এম আলম ১০৩।
কুইন্স কাউন্সিল ১০৭।
কাউন্সিল মুসলিম লীগ ১২৬।
কাজী মোহাম্মদ ফয়েজ ৭৮, ৭৯, ১৪৪।
ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ১৪৪, ১৪৬, ১৪৯।
ক্রোকী পরোয়ানা ৯৫, ১৬২।
খোন্দকার মোশতাক আহমদ ২২, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৪২, ৬০, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮১, ৮৭, ৯০, ১৪৭, ১৫৯, ১৬১।
খন্দকার দেলোয়ার হোসেন ৩৮।

খাজা নাজিমুদ্দীন ৫২।
খালেদ মোহাম্মদ আলী ৬১, ১১৪।
খোন্দকার আবদুল মালেক ৭২, ১২৬, ১৬০।
খলিল আহমেদ তিরমিজী ৭৮।
খন্দকার মজহারুল হক এডভোকেট ৮২।
খাকান বাবর ৯৮।
খাকমে বাবর ১০৩।
খান বাহাদুর মোঃ ইসমাইল ১০৩।
খোন্দকার দেলওয়ার হোসেন ১০৩।
খান আবদুল ওয়ালী খান ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৭৩।
ক্ষিতিশ চন্দ্র নাগ ৩৪।
গমিরুদ্দিন প্রধান ২৬, ৯২।
গোলাম মোহাম্মদ লেঘারী ৫০, ৫১।
গোলাম তাহেরী খান ৫৪।
গাউস বখস বেজেঞ্জো ৮৭।
গুল খান নফীস ৮৭।
গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ আসলাম ৯৮।
গৌরন্দ্রে বালা ৯৮।
গ্রুপ ক্যাপটেন আসলাম ১০৩।
গোলাম মোস্তফা খান ১৫৮।
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৫২।
জগন্নাথ কলেজ ২০, ৬১, ৬৩, ৬৭, ৭৬, ৭৭, ৮৮, ৯৫।
জরুরী আইন/জরুরী অবস্থা ২২, ৩০, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৭, ৭৩, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯৯, ১০১, ১৩৪, ১৪৮।
জয়নাল আবেদিন ২৭।
জামিরউদ্দিন ৩১।
জিতেন ঘোষ ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৭৮।
জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ৩৮।
জামশেদ আলী ৪৭, ১০০।
জি এম সৈয়দ ৫০।
জ্ঞান চক্রবর্ত্তী ৩৭।
জাতিসংঘ ৬১।
জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৯০, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৭৩।

জহুর আহমদ চৌধুরী ৮৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৪৯, ১৫১।
জাকেরুল হক চৌধুরী ৮২।
জয়নুল আবেদিন ৮৩।
জয়নাল আবেদীন প্রধান ৯০।
জহিরুদ্দীন ১০৩, ১৫৫।
জনশৃঙ্খলা রক্ষা অর্ডিন্যান্স ১৫৮।
জে এ রহিম ১৬৮।
টেক্সট বুক বোর্ড ৬১।
টি এইচ খান ৯৮
টমাস উইলিয়ামস ১০৭।
ডঃ এম এন হুদা ৯২।
ডঃ সাইদুর রহমান ৯, ১০২, ১৫০।
ডঃ ফরিদ আহমদ ৩৮।
ডাঃ আলাউদ্দিন আহমদ ৩৬।
ডাঃ এম এ শহীদউদ্দিন ইস্কান্দার (গফুর) ৩৮।
ডাঃ আওয়াল হাসেন ৪৪।
ডাঃ আবদুল গফুর ৪৭।
ডাঃ আবদুস সোবহান ৪৭।
ডাঃ মফিজের রহমান ৫৯।
ডাঃ আখতার হোসেন জোয়ার্দার ৬৬।
ডাঃ আবদুল হামিদ ৭৫।
ডাঃ এজাজ নাজীর ৮৭।
ডাঃ আজাহারউদ্দীন আহমদ ৯৩, ১৬৮।
ডাকসু ৬৪।
ডিফেন্স কমিটি ৮৯।
ঢাকা টাইমস ৫০।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২৪, ৪৫, ৬৩, ১৫৯।
ঢাকা মোটর ভেহিকেল এসোসিয়েশন ৮০।
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার/ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ৬, ১০৩।
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ১০৭।
তাজুদ্দীন আহমদ ১০, ২২, ২৪, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮১, ৮৭, ১২৮, ১৩১, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৫, ১৫৯।
তাহেরুন ইসলাম খান ৬১।

তাসির উদ্দিন আহামেদ ৬১।
তারা মিয়া ৩৩।
তোফায়েল আহমেদ ৫৩।
তফাজ্জল হোসেন (মানিক মিঞা) ১২৮, ১৩৪।
দেশরক্ষা আইন/দেশরক্ষা বিধি ১০, ২১, ২৮, ৩৪, ৩৬, ৫১, ৭৫, ৮০, ৮৬, ১০৩, ১২১, ১২৮, ১৩২, ১৩৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৯।
দৈনিক ইত্তেফাক ৪৯, ৫০, ৬১, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৮৮, ১২৮, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৭, ১৬৪।
দেওয়ান ফরিদ গাজী ৩১।
দেওয়ান মহিউদ্দিন ৪১, ৪৪, ৪৬।
দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য ৪৪।
দবিরউদ্দিন ৫৮।
ধীরেন্দ্র কুমার মণ্ডল ৩৮।
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি/ন্যাপ ১১, ২৩, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪৪, ৭৮, ৮৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১২৯, ১৩৪, ১৩৭, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৬৬, ১৭৩।
নাসিম আলী ৩৭।
নূরুর রহমান ৩৮, ১০০।
নরুল ইসলাম ৩৮, ৪৫।
নজিবর রহমান ৩৮।
নাজির আহমদ তালুকদার ৩৮।
নূরুল কাদির ৩৯।
নূর মোহাম্মদ ৩৯।
নজিরউদ্দিন আহমদ ৩১, ৩৮, ৪০
নুরে আলম সিদ্দিকী ৩৯, ৬০, ৭৫।
নিউনেশন প্রেস ৫৯, ১২১, ১৬৪।
নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু ৬১।
নুরুল আহমদ চৌধুরী ৬৫।
নাজিম উদ্দিন এডভোকেট ৭২।
নূরুল হক ৪৭, ৪৮, ৭৩, ৭৬, ১৪৬, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২।
নূরুল হক এডভোকেট ৭৬, ১৪৮।
নজরুল ইসলাম ২৯, ৪৯, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ১২৭, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৬০, ১৭৩।

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইন/পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বিধি ৬, ৭, ২০, ১০৩, ১০৪, ১৩৭, ১৫৮।
পিপিএ ২০।
পিপিআই ২৫, ২৬, ৪৯, ৮৮, ৯২, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৯, ১২৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৯, ১৭১।
পীর হাবিবুর রহমান ২৩, ২৪, ১৩৪।
প্রিন্স আবদুল করিম ২৪, ৩৭।
প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান ১১, ১২০, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২।
পঙ্কজ ভট্টাচার্য ৩৪, ৫৪, ৬৪, ১৫৯।
প্রসুন কান্তি রায় (বুরুণ বাবু) ৩৪।
পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ৩৪।
প্রেসনোট ৬, ৭, ৮, ১৯, ২১, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৫১, ৫৩, ৫৮, ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৮৫।
পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন/পিডিএম ২৬, ৪৯, ৬৭, ৭০, ৯৩, ১১৭, ১১৮, ১৩১।
পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ২২, ৫১।
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ৫৩, ৫৪, ৮৮, ১২৩, ১২৭।
পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন ৫৪, ৬২, ৬৪, ১০০, ১০২, ১১৬।
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৬৭, ৬৮, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৭৩।
পীর মোহাম্মদ ইউনুস ৭৯।
পূর্ণেন্দু দস্তিদার ৯০।
প্রেস ও পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স ১৬৪।
ফজলুল এলাহী ২৭।
ফজলে আলী খান ৪৩।
ফেরদৌস কোরেশী ৪৫।
ফজলুর রহমান ফারুক ৬১।
ফজলুল হক ৬৭, ৭৫, ৮১, ৮২, ৯০, ১০০, ১০৪, ১৫৯।
ফয়জুর রহমান ৮৪।
ফজলুর রহমান খান ৯৫।
ফজলে রব চৌধুরী ১৭১।
বদিউল আলম ২৭, ৫৪, ৮২।
বাহাউদ্দিন চৌধুরী ৩০।
বিভাষ কুমার সরকার ৩৪।

বিজয় ভূষণ চ্যাটার্জি ৩৮।
বাবুর আলী ৩৮।
বুনিয়াদী গণতন্ত্র ৪৪, ৫১, ৫২।
বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ৭১, ১৬৪।
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ৩৪, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৯, ১৬৫।
বদিউল আলম ২৭, ৫৪, ৮২।
বাদশা মিঞা সওদাগর ৯০।
বডিওয়ারেন্ট ৯৬, ১৬২।
বিধান কৃষ্ণ সেন ৯, ১০২।
বৃটিশ পার্লামেন্ট ১০৭।
বি ডি হাবিবুল্লাহ ১৭১।
ভূপতি ভূষণ চৌধুরী ৯, ১০২।
ভাসানীপন্থী ন্যাপ ১২০, ১২৬, ১২৭, ১৬৬।
মোহাম্মদ উল্লাহ ১৮, ১৪৯।
মতিউর রহমান ১৮, ৯৬।
মতিয়া চৌধুরী ২১, ২২, ২৪, ২৮, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪২, ৪৭, ৫৪, ৬০, ৬৪, ৭৩, ৭৫, ৯০, ৯৯, ১০০, ১০১, ১২৯, ১৫৯, ১৬৭।
মুজিবুর রহমান মোল্লা ২২।
মোহাম্মদ আলী ২২, ৪২, ৫২, ৬১, ১১৪।
মনি সিং ২৫, ৩৩, ৩৪, ৩৭, ৪৭, ৫৪, ৬৪, ৮৭, ১০১, ১৫৯।
মসিহুর রহমান ২৬, ১৬৬।
মিজানুর রহমান ২৭, ৩৮, ৭৩, ১১৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬০, ১৬১, ১৬৮।
মৌলবী ইয়াকুব আলী ৩২, ১২৭।
মওলানা খালেদ সাইফুল্লাহ ৩৬।
মজলি নিজামুদ্দিন খান ৩৮।
মীর মাহবুব আলী ৩৮।
মিয়া সিরাজুল হক ৩৮।
মনিন্দ্র গোস্বামী ৩৮।
মোসলেহ উদ্দিন ভুইয়া ৩৮।
মোঃ ইউনুস ৩৮।
মোঃ ফরহাদ ৩৭।
মনিকৃষ্ণ সেন ৩৭, ১৫৯।
মন্মথ নাথ দে ৩৭।

মাজেদুর রহমান ৩৯।
মুকুন্দ লাল সরকার ৩৯।
মহম্মদ নূরুল ইসলাম ৪৩।
মহম্মদ আনোয়ার হোসেন ৪৩।
মহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ৪৩।
মহম্মদ রাজা মিয়া ৪৩।
মোহামুদ আলী ৪৪।
মনিরুল ইসলাম ৪৫।
মোদাচ্ছের আলী ৪৫।
মর্তুজা আলী ফকির ৪৭।
ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৪৭।
মিজাজ উদ্দিন খান পাঠান ৪৭।
মীর্জা ইব্রাহিম ৫০।
মফিউদ্দিন আহমদ ৫৩।
মুখতার আহমেদ ৫৪।
মকবুল হোসেন ৫৪।
মোশারক হোসেন ৫৪।
মোশরক আনোয়ার ৫৪।
মোজাফর আহমেদ ৫৮।
মোহাম্মদ মুসা ৫৫, ৫৮।
মোতাহার হোসেন তালুকদার ৫৮, ১১৯।
মির্জা আবদুল হামিজ ৫৮।
মোসলেহ উদ্দিন ৩৮, ৫৯।
মুফিজুর রহমান বাবলু ৬১।
মহিউদ্দীন আহমদ ৬১, ১৩৪।
মোহাম্মদ শামসুদ্দিন ৬১।
মাহবুবুল হুদা ভুঁইয়া ৬১।
মানবেন্দ্র বটব্যাল ৬৪, ১০০।
মির্জা তোফাজ্জল হোসেন ৬৭।
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ১১, ৬৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১৩৭।
মিয়া মমতাজ দৌলতানা ৬৭।
ময়েজউদ্দিন আহমদ ৭৩, ৮৪, ৮৮।
মিজানুর রহমান চৌধুরী ৭৩, ১১৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৬০, ১৬১, ১৬৮, ১৬৯।

মোঃ আউয়াল ৭৬।
মার্টিন লুথার কিং ৭৭, ৮৩।
মোল্লা আবুল কালাম আজাদ ৭৯, ৮৪।
মুবিদুল আলম ৮২।
মাহফুজুল হক ৮৪।
মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ৮৪।
মীর হাবিবুর রহমান এডভোকেট ৮৪।
মুজিব তহবিল ৯, ৮৫, ৮৬।
মাহমুদুল হক ওসমানী ৮৭, ১৫৮।
মোস্তাফিজুর রহমান খান ৯৫, ১৬০।
মফিজউদ্দিন আহমদ ৯৫, ১২৭।
মোঃ মতিউর রহমান ৯৬।
শেখ মুজিবুর রহমান ৬, ৯, ১১, ১২, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৫১, ৫২, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৪, ৯৬, ১০২, ১০৫, ১০৭, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৯, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৭, ১৭০, ১৭১, ১৭৩।
মোঃ বাবর আলী ৯৬।
মামলা পরিচালনা কমিটি ৯, ১০, ৯৭, ১০৫, ১২২।
মনজুর কাদির ৯৮, ১০৩।
মোল্লা জালালুদ্দিন ১০৩।
মকসুমুল হাকিম ৯, ১০২।
মিঃ ওঝা ১০৩।
মীর্জা গোলাম হাফিজ ১০৩।
মাকছুদ আলী খান এডভোকেট ১০৬।
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ১০৭।
মওলানা তর্কবাগীশ ১১৭।
মোহাম্মদ তোয়াহা ১২০, ১৬৬।
মমতাজ আলী ভুট্টো ১৫৮।
মাহমুদ আলী ১৬৮, ১৬৯, ১৭১।
মৌলভী ফরিদ আহমেদ ১৬৮।
রাশেদ খান মেনন ৩৪, ৬০, ৬৪, ১৫৯।
রমেন্দ্র নারায়ণ সাহা ৩৭।

রণেশ দাসগুপ্ত ৩৭।
রাজবন্দী ১০, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪২, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১২১, ১২৯, ১৩১, ১৩৪, ১৪৩, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫৫, ১৬০, ১৬১, ১৬৬, ১৭৩।
রফিকউদ্দিন আহমেদ ৫৯।
রবীন্দ্র সঙ্গীত ৬১।
রবীন্দ্র সাহিত্য ৬৩।
রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া ৭২।
রফিউল করিম ভুইয়া ৮৪।
রুহুল কুদ্দুস ৯, ১০২।
লুৎফর রহমান ৭৬, ১১৩, ১২৪, ১২৭, ১৫৫।
লবণকর ৭৯।
লিগ্যাল এইড কমিটি ৯৭।
লিয়াকত আলী খান ১৫৩।
লকিতুল্লাহ ১৭১।
শফি আহমদ ২৪, ৬৪, ১৫৯।
শওকতুল ইসলাম (আজাদ) ৩৪।
শামসুল হক ৩৭, ৭২, ৮৪, ৯৬, ১০৬, ১২৭, ১৭১।
শেখ আবদুল আজিজ ৩৯, ৭৯, ৮১, ১৪৯, ১৫০।
শামসুর রহমান ৯, ৪২, ১০২, ১০৩, ১৬০।
শাহ শামসুল হুদা ৪৪।
শাহান শাহ হোসেন ৫০।
শফি উদ্দিন ৫৪।
শাহজাহান কবির ৫৪।
শাখাওয়াৎ উল্লা উকিল ৫৯।
শাহজাহান সিরাজ ৬১।
শামসুদ্দিন মোল্লা এডভোকেট ৯৮।
শামসুর রহমান খান ৯, ১০২, ১০৩, ১৬০।
শামসুদ্দোহা ১১৬।
শাসনতন্ত্র ৬৮, ৭০, ১৫২।
শাহ মোয়াজ্জম হোসেন ৭৪।
শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ৬৩।

শিক্ষানীতি ৬২।
শহীদ মিনার ৬৪।
শেখ ফজলুল হক মনি ৬৭, ৯০, ১০৪, ১৫৯।
শেখ শহীদুল ইসলাম ৬১।
শেখ লুৎফর রহমান ১১৩।
শেখ আবদুল আজিজ ৩৯, ৭৯, ৮১, ১৪৯, ১৫০।
শোরেশ কাশ্মীরী ৮৭।
শহীদুল্লা বাহার ৯৬।
সন্তোষ বানার্জী ২৪।
সৈয়দ আলতাফ হোসেন ২৪, ৩৩, ৩৭, ৪২, ৪৭, ৪৮, ৫০।
সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২৯, ৪৯, ৭২, ৭৩, ৭৫, ৭৭, ৮৮, ৮৯, ৯৫, ১২৮, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৬০, ১৭৩।
সারওয়ার আলী ৩১।
সৈয়দ আজাদ আলী ৩১।
সাখাওয়াত উল্লাহ এডভোকেট ৩১, ৩২।
সনাওর আলী এডভোকেট ৩৩, ৩৪।
সেন্টো-সিয়াটো ৩৪।
সুধাংশু বিমল দত্ত ৩৭।
সত্যেন সেন ৩৭।
সন্তোষ ব্যানার্জী ৩৭।
সফিউদ্দিন আহমদ ৩৮।
সতীশ চন্দ্র হালদার ৩৯।
সৈয়দ আবু তৈয়ব ৪১।
সৈয়দ আবু তালিব ৪৪।
সিরাজুল ইসলাম ৪৫, ১২৭।
সৈয়দ আলী ৪৭।
সাবের আহমেদ ৫৮।
সৈয়দ হোসেন মনসুর ৫৮।
সহিদ উদ্দিন ইসকেন্দার ৫৯।
স্বপন কুমার চৌধুরী ৬১।
সাইদা গফফার ৬১।
সাহাবুদ্দিন খালেদ ৬১।
সিরাজউদ্দিন আহমদ ৭৩।
সৈয়দ এমদাদ আলী শাহ ৭৯।
সালাহউদ্দীন ইউসুফ এডভোকেট ৮১।

সদরিস আলম ৮৩।
সাজেদ আলী মোক্তার ৮৪।
সাঈদুর রহমান ৮৪।
সবুর আশরাফী ৮৪।
সাপ্তাহিক নূতন দিন ৯০।
সিগনাল মেস ৯৪, ৯৭, ৯৮।
সরওয়ার জান মিয়া ৯৩।
সৈয়দ আজিজুল হক ১০৩।
সাহেরা খাতুন ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪।
সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক ১১৬।
সৈয়দ বাকের শাহ ১৫৮।
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ৩৪, ৫০, ৬৬, ৯৮, ৯৯, ১০১, ১০২, ১২১, ১৩১, ১৪৭, ১৫০, ১৬০, ১৭২।
সিরাজুল হোসেন খান ১৬৬।
হামদুর রহমান কমিশন ২১, ৫৮, ৬৩।
হাজী মোহাম্মদ দানেশ ২২, ২৪, ৩১, ৩২, ৩৪, ৪৮, ৫১, ৫৪।
হাতেম আলী খান ২৪, ৩৭, ৪২, ৪৭, ৫৪, ১৫৯।
হাবিবুর রহমান এডভোকেট ৩১, ৮৪।
হাবিবুল্লাহ বাহার ৩৮।
হারুনর রশীদ চৌধুরী ৩৭।
হোসেন খান ৩৯, ৯৯, ১২৭, ১৬৬।
হাসেন আলী সরকার ৪২।
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৪৩, ৭৫।
হাতেম আলী মিয়া ৪৭, ১০০, ১১৯।
হায়দার বখস জাতোই ৫০।
হাফেজ মোহাম্মদ মুসা ৫৫।
হারুনুর রশীদ ৮৪।
হায়দার হোসেন এডভোকেট ৯৮।
হোটেল ইডেন ১০, ৮৫, ১২৮, ১৩৩।
হাফিজ কোরেশী ১৫৮।
হোটেল সাহবাগ ১৭০।
হাসান এ শেখ ১৭১, ১৭২।
১৪৪ ধারা ২৯, ৩০, ৩৩, ৪০, ৪২, ৪৭, ৪৯, ৬৫, ৬৬, ৭৩, ৯৫, ৯৬, ১০১, ১০২, ১৩৭, ১৭০।